ভালোবাসা সবার তরে
ঘৃণা নয়কো কারো ‘পরে

The Ahmadi Fortnightly

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্

পাক্ষিক
আহ্‌মদী

নব পর্যায় 75 বর্ষ | ৫ম সংখ্যা

রেজি. নং-ডি. এ-১২ | ৩১ ভাদ্র, ১৪১৯ বঙ্গাব্দ | ২৭ শাওয়াল, ১৪৩৩ হিজরি | ১৫ তাবুক, ১৩৯১ হি. শা. | ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০১২ ঈসাব্দ

সম্প্রতি (২৫ আগস্ট ২০১২) রংপুরের মেনানগরে শতবার্ষিকী কর্মসূচির অংশ হিসেবে মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেব আরো একটি আহমদীয়া মসজিদের ভিত্তি রাখলেন। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মাঝে মোহতরম মাওলানা ফিরোজ আলম, মোহতরম মাওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী, মোহতরম মাওলানা বশিরুর রহমান, মোহতরম খলিলুর রহমান, মোহতরম নাজিবুর রহমান, মোহতরম ওয়াক্কাসুর রহমান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

একজন নিবেদিতপ্রাণ আহমদী ভ্রাতা এককভাবে মসজিদের নির্মাণ ব্যয় বহন করছেন। মহান আল্লাহ্ যেন এই মসজিদ নির্মাণ কবুল করেন, আমীন।

আবারও সত্যের সন্ধানে

২৭ থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর টানা ৪ দিন ব্যাপী

এখন থেকেই প্রস্তুতি নিন...

Luxury Forever...

Bashundhara
Size : 1285-1750 sft

Dhanmondi
Size : 1350 sft

Zigatola
Size : 1285 sft

Nurer Chala
Size : 1210-1215 sft

Mirpur
Size : 1275-1350 sft

Nordha
Size : 1165-1350 sft

Land Wanted

Hot Line : 01817-033388, 01819-296797, 01817-143100

কৌণিক প্রপার্টিজ লিঃ

Member | REHAB

Kounik Properties Ltd

Corporate Office : Safwan Road, House # 193, Level # 6, Block # B, Bashundhara, Baridhara, Dhaka-1229, Bangladesh.

LOVE FOR ALL, HATRED FOR NONE

veronica tours & travels

Muhammad Belal Ahmad (Tushar)
ceo

Travel Agent & Tour Operator

VERONICA TOURS & TRAVELS
207/2, West Kafrul, Begum Rokeya Swarani, Mirpur, Dhaka-1207
Phone: 88 02 9113176, Cell: 01733 004412, 01552 403395, E-mail: veronica@ithbd.com, tusharith@gmail.com
Our Sister Concern:
International Trading House (Garments Accessories Supplier),Hafsa Fashion Ltd. (Readymade Garments Manufacturer)
Awl Fashion (Buying Office), Color Clouds (Arts & Craft House), Bakers Bay (Bakery & Sweets)

Amecon Since 1983

www.amecon-bd.net

Our Activities
- Crest
- Trophy
- Sign Board
- Metal Sign
- Acrylic Letter
- POP & Interior
- Digital Printing

MEMBER ARA

H-79/3, Block-E, Chairman Bari, Banani, Dhaka-1213
Tel: 8824945, 9895686, 03792003208, Fax: 880-2-8824945
E-mail: amecon2007@yahoo.com, amecon2008@gmail.com

AMECON NIAZ METALLIC

Meer Hasan Ali Niaz
Founder

Mobile: 01713001536, 01973001536

H - 79, Block # H / 11, Banani Chairman Bari, Zia Int'l Airport Road, Dhaka Tel : 9861046, 8856075, 8812459, Fax:8856075

Jessore Office	Bogra Office	Chittagong Office
Palbari More, New Khairtola	Kanas Gari, Sherpur Road	205, Baizid Bostami Road
Jessore. Tel : 67284	Bogra. Tel : 73315	Ctg. Tel : 682216

ameconniaz@yahoo.com

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

"আমি তোমার প্রচারকে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছাব।"

ইলহাম-হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)

পৃথিবীর যে কোন প্রান্ত থেকে ইন্টারনেট-এর মাধ্যমে বাংলায়
যুগ-খলীফা (আই.) প্রদত্ত জুমুআর খুতবা ও সময়োপযোগী নির্দেশনাসহ
অমূল্য পুস্তকাদি, প্রবন্ধ, পাক্ষিক আহমদী ও অন্যান্য প্রকাশনা
পড়তে, শুনতে ও দেখতে **log in** করুন:

www.ahmadiyyabangla.org

www.alislam.org
www.mta.tv

আসুন, আমরা নিজে দেখি-পড়ি-শুনি এবং অন্যদেরকে উৎসাহিত করি।

সৌজন্যে:

KENTO ASIA LTD
Garments & Buying House

KENTO STUDIOS
IT & Game Developer

Head Office: House No: 16, Road No: 13, Sector 3, Uttata, Dhaka-1230, Bangladesh.
Tel:+880-2-8912349, 8919547, Fax:+880-2-8913396
Factory: Plot No: B-32, BSCIC Industrial Estate, Tongi, Gazipur, Bangladesh.
Tel: +880-2-9815695, 9815696
E-mail: managing-director@kento.org, info@kento.org
Web: www.kento.org

Right Management Consultants

Software Developer & MIS Solution Provider

Md. Musleh Uddin
CEO & MIS Consultants
BPL Bhaban, Suite # 303, 2nd floor, 89-89/1 Arambag, Motijheel, Dhaka-1000
E-mail: right_mc@yahoo.com, rightmc@gmail.com, web: www.rightmc.org
Cell: 01720 340 030, Land Phone: 7191965

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তে বয়'আত গ্রহণের ৫ম ও ৬ষ্ঠ শর্তাবলী

বয়'আত গ্রহণকারী সর্বান্তকরণে অঙ্গীকার করবে

৫। সুখে-দুঃখে, কষ্টে-শান্তিতে, সম্পদে-বিপদে সকল অবস্থায় খোদা তাআলার সাথে বিশ্বস্ততা রক্ষা করবে। সকল অবস্থায় তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট থাকবে। তাঁর পথে প্রত্যেক লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ও দুঃখ-কষ্ট বরণ করে নিতে প্রস্তুত থাকবে এবং সকল অবস্থায় তাঁর ফয়সালা মেনে নিবে। কোন বিপদ উপস্থিত হলে পশ্চাদপদ হবে না, বরং সম্মুখে অগ্রসর হবে।

৬। সামাজিক কদাচার পরিহার করবে। কুপ্রবৃত্তির অধীন হবে না। কুরআনের অনুশাসন ষোলআনা শিরোধার্য করবে এবং প্রত্যেক কাজে আল্লাহ্ ও রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদেশকে জীবনের প্রতিক্ষেত্রে অনুসরণ করে চলবে।

সৌজন্যে :

ডিলার- জনতা সেনেটারী
হাজী পাড়া, রামপুরা, ঢাকা

গাজী
গুণে মানে সেরা
পানির পাম্প ব্যবহার করুন

New Vol. No. 75 | 5th Issue

The Ahmadi

Fortnightly

15th September, 2012 | Tk. 15.00

Regd. No. D. A.-12

সেই
১৯৮৮
সাল থেকে

ধানসিড়ি
রেস্তোরাঁ

ধানসিড়ি রেস্তোরা-১
নীচ তলা
রোড নং ৪৫, প্লট ৩২/এ, গুলশান- ২, ঢাকা- ১২১২
ফোন: ৯৮৮২১২৫, ৮৮৫০৩২৩,
০১৯১৩৯৪১৩৯২, ০১৯১৯২৭১২৮৬

ধানসিড়ি খাবার
অর্কিড প্লাজা (তৃতীয় তলা)
(রাপা প্লাজার দক্ষিণ পার্শ্বে)
ধানমন্ডি, ঢাকা।
ফোন : ৯১৩৬৭২২, ০১৮১৯০৯৯০৩৫

"এছাড়া আমাদের আর কোথাও কোন শাখা নেই"
মান এবং পরিমাণের নিশ্চয়তায় ধানসিড়ি রেস্তোরা-১, ধানসিড়ি রান্না আপনার ঘরের রান্না

cta

CTA International Ltd.

CTA is your one-stop business entry point for outsourcing, sourcing and general business services in China & Bangladesh. A reliable business partner with the required technical & organizational expertise you need for successful business.

Ch. Tahir Ahmad
No.404, Building 02, Kebei Garden, Keqiao,
Shaoxing, Zhejiang, P.R.China
Telephone: +86-137-77323879
Fax: +86-575-84817780
E-Mail: ctahkg@gmail.com

House No.26, 2nd Floor, A2 & B2, Road # 02, Block-B,
Niketon Housing Society, Gulshan-01, Dhaka
Bangladesh.
Telephone: +880-1714-069952
E-Mail: contact.puma@gmail.com

Printed and Published by **Muhammad Nurul Islam Mithu** at Ahmadiyya Art Press, 4 Bakshi Bazar Road
Dhaka-1211 on behalf of Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh
Editor in Charge: **Mohammad Habibullah**
Phone: 7300808, 7300849 Fax: 880-2-7300925, e-mail: pakkhik_ahmadi@yahoo.com

সম্পাদকীয়

mPxc Î

তওবা ও ইস্তেগফারের মাহাত্ম্য

ধর্মীয় রীতিনীতি ও ইসলামের পরিভাষা অনুযায়ী 'তওবা'র চারটি ধাপ বা আঙ্গিক রয়েছে–

এক– অপকর্ম পরিহার করা। যেমন-কারও মিথ্যা বলার অভ্যাস রয়েছে; অর্থাৎ সে এক পাপ কর্মে লিপ্ত আছে। এমন অবস্থায় মিথ্যা বলা পরিত্যাগ করার নাম তওবা। এ হল 'তওবা'র একটি অঙ্গীকার বা স্তর।

দুই–পাপকর্মের প্রতি ঘৃণা ও লজ্জা জন্মানো এবং কোন এক অবস্থায় পাপ কর্ম করা হলে তার জন্য অনুতাপ ও অনুশোচনা সৃষ্টি হওয়া। প্রত্যেক ব্যক্তি সব সময়ই মিথ্যা বলে না। যেমন– এক ব্যক্তি দীর্ঘ এক সময় মিথ্যা বলল না, ধরা যাক ছয় মাস সে কোনই মিথ্যা বলল না, তাহলে পাপ পরিত্যাগ (ওই ছয়মাস) তো হল কিন্তু তওবা নয় কেননা পাপ-কর্ম পরিত্যাগ করা ছাড়াও তওবাতে পাপকর্মের প্রতি ঘৃণা ও পারেপ কারণে অনুতাপ ও অনুশোচনা সৃষ্টি হওয়াও আবশ্যকীয়।

তিন– এ সংকল্পও গ্রহণ করা যে, আমি এ পাপকর্মে আর কখনই লিপ্ত হব না–অর্থাৎ দৃঢ়সংকল্প গ্রহণের সাথে সাথেই পাপ পরিত্যাগকারী হয়ে যাওয়া এবং

চার–কোন কোন পাপ কর্ম এমন হয়ে থাকে যার প্রতিকার বা সংশোধন সম্ভব। যেমন– কারও একশত টাকা মেরে দেয়া হল– এ ক্ষেত্রে তওবার অর্থ কেবল এটুকুই নয় যে ভবিষ্যতে আর কারও টাকা-কড়ি মেরে দেয়া থেকে বিরত থাকা হবে। আবার অনুতাপ অনুশোচনার সাথে এ দৃঢ় প্রতিজ্ঞাও গ্রহণ করা হলো যে আমি কখনও এমন পাপকর্মে আর লিপ্ত হবো না কিন্তু সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও ওই একশত টাকা ফেরত দেয়া হল না যদিও সে এতটা গরীব নয় যে ওই একশত টাকা সে ফেরত দিতে পারছে না। এমন অবস্থাতে এটা তওবা নয়।

এ চার আঙ্গিকের প্রতিটি স্তরের দাবী পূর্ণ করার জন্য আবশ্যকীয় যে, আমরা যেন আমাদের স্রষ্টার কাছ থেকে শক্তি ও সামর্থ্য অর্জনে ব্রতী হই কেননা পাপকর্ম পরিত্যাগ করা খোদা তাআলা থেকে অর্জিত শক্তি ছাড়া সম্ভবই নয়। পাপকর্মের প্রতি লজ্জা ও ঘৃণাবোধ জন্মানো তাঁর প্রদত্ত অনুকম্পা ব্যতিরেকে অসম্ভব। অবশিষ্ট রইল দৃঢ়সংকল্প। প্রতিজ্ঞা গ্রহণ। তুচ্ছ এ মানুষের মধ্যে কি করে এ সাহস হতে পারে যে, সে এ দাবী করে বসবে যে আমি আল্লাহ্ তাআলা প্রদত্ত শক্তি-সামর্থ্য ছাড়া আল্লাহ্ তাআলার থেকে শক্তি সামর্থ্য লাভ করা ছাড়া এ প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করতে পারি, এ দৃঢ় ইচ্ছা গ্রহণ করতে পারি যে 'ভবিষ্যতে কোনই পাপকর্ম করব না'। অতএব, এর জন্য খোদা তাআলা প্রদত্ত শক্তি সামর্থ্যের প্রয়োজন। আর সাধ্যে যতদূর কুলায় প্রতিকার ও সংশোধনে নিয়োজিত থাকা। এর জন্য আল্লাহ তাআলা থেকে শক্তি ও সামর্থ্য অর্জন করার আবশ্যকতা অপরিহার্য।

আবশ্যকীয় এ শক্তি-সামর্থ্য ইস্তেগফারের মাধ্যমে অর্জিত হয়ে থাকে। খোদার অনুগতরা নিজেদের প্রভু-প্রতিপালক'কে সকল শক্তি ও সামর্থ্যের মূল উৎস ও প্রস্রবণধারা বলে জানে আর নিজেদের অভ্যন্তরে কোনই শক্তি ও সামর্থ্য খুঁজে পায় না প্রত্যক্ষও করে না। এ কারণে প্রতিটি কাজ করার পূর্বে তারা নিজেদের প্রভুর প্রতি বিনয়াবনত হয় আর ইস্তেগফার করতে থাকে সেই সাথে স্বীয় প্রভুর কাছে নিবেদন করে- হে খোদা! তুমিই সকল শক্তি ও সামর্থ্যের উৎস, তাবৎ ক্ষমতার আঁকড়-আঁধার-ভান্ডার। তুমি আমাকে ওই সব শক্তি-সামর্থ্য ক্ষমতা ও মেধা দান কর যাতে আমি কুকর্ম ও মন্দসমূহ পরিত্যাগ করে সৎকর্মের উপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাই। এ অর্থে প্রথমে ইস্তেগফারের অবস্থান আর পরবর্তীতে তওবা। ইস্তেগফার করা ব্যতিরেকে তওবায় প্রতিষ্ঠিত থাকা সম্ভব নয়। এ বিষয়ে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বিশ্লেষণসহ বিস্তারিতভাবে আলোকপাত করেছেন।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন,

"ইস্তেগফার ও তওবা দু'টি বিষয়। একদিক থেকে তওবার উপর 'ইস্তেগফার'-এর প্রাধান্য রয়েছে। কেননা, ইস্তেগফার হচ্ছে প্রতিবিধানকারী সহায়ক শক্তি যা খোদা তাআলা থেকে অর্জন করতে হয় আর তওবা হলো স্বীয় পদে দন্ডায়মান থাকা। ঐশী বিধান এই-ই যে, যখন আল্লাহ্ তাআলার সমীপে সাহায্য যাচনা করা হয় তখন খোদা তাআলা এক বিশেষ শক্তি দান করেন আর সেই শক্তি লাভ করে মানুষ পরবর্তীতে নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে যায়, সৎ কর্ম সাধন করতে নিজের মধ্যে এক প্রেরণাময় শক্তির উদ্ভব ঘটে, যার নাম **'তুব্ ইলাইহি'**। এরূপ নিয়ম চিকিৎসা পদ্ধতিতেও রয়েছে। আধ্যাত্মিক জগতের পথচারী (সালেক) এর জন্য ওতে এক উদ্দেশ্য নিহত রাখা হয়েছে যে ওই পথে ভ্রমণকারী সর্বাবস্থায় খোদার কাছে সাহায্য যাচনা করুক। আধ্যাত্মিক জগতের পথচারী খোদাভক্ত (সালেক), যতক্ষণ আল্লাহ্ তাআলা থেকে শক্তি ও সামর্থ্য লাভ না করছে কী-বা সে করতে পারে! তাই ইস্তেগফারের পরেই তওবা করার সামর্থ্য মিলে। যদি ইস্তেগফারই করা না হয় তবে স্মরণ রেখো যে তওবার প্রাণশক্তি অবশ্যই নির্বাপিত হয়ে যায়। আর যদি এভাবে ইস্তেগফারে রত থাকো ও তওবা করো তবে পরিণাম হবে– **ইয়ুমাত্তি'উকুম মাতাআন হাসানান ইলা আজ্বালিম মুসাম্মা** (সূরা হুদ : ৪) অর্থাৎ তিনি এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত তোমাদের উত্তম পার্থিব সম্পদ দান করবেন।

আল্লাহ্ তাআলার বিধানসমূহ এ রীতিতেই চলমান যে ইস্তেগফার ও তওবায় যদি রত থাকো তাহলে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে। প্রত্যেকের জন্য এক সীমারেখা, এক এলাকা, এক ক্ষেত্র রয়েছে যাতে সে ঈপ্সিত লক্ষ্যমাত্রায় উন্নতি লাভ করতে পারে (মালফুযাত, ১ম খন্ড, আল হাকাম, ২৪ জুলাই ১৯০২, পৃষ্ঠা ১০)।

তিনি (আ.) বলেন, নিজ নিজ গন্ডিতে অবস্থান করে যতটা তোমার পক্ষে করা সম্ভব আধ্যাত্মিকতায় ক্রমোন্নতি লাভ করতে থাকো আর তা লাভ করতে থাকো ইস্তেগফার ও তওবার মাধ্যমে।

('বায়তুল্লাহ্ শরীফ নির্মাণের তেইশটি মহান উদ্দেশ্য' পুস্তক থেকে)

১৫ সেপ্টেম্বর ২০১২

কুরআন শরীফ	২
হাদীস শরীফ	৩
অমৃত বাণী	৪
১০ আগষ্ট ২০১২-এ প্রদত্ত **জুমুআর খুতবা** হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)	৫
১০ আগষ্ট ২০১২-এ প্রদত্ত **জুমুআর খুতবা** হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)	১১
আধ্যাত্মিক প্রসাধনী আলহাজ্জ মওলানা সালেহ আহমদ	১৭
হারানো দিনের কথা সরফরাজ এম, এ, সাত্তার রঙ্গু চৌধুরী	১৯
বাংলার কিংবদন্তি **জার্মানীর প্রথম মিশনারী** **খান সাহেব মৌলভী মোবারক আলী** মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর বাবুল	২২
পুণ্যকাজে প্রতিযোগিতার নির্দেশ মুহাম্মদ আমীর হোসেন	২৫
২১ জুন থেকে ২০ জুলাই ২০১২ এক মাসের ব্যবধানে বিদায় নিলেন ৪ জন নিষ্ঠাবান কর্মী মোহাম্মদ তাসাদ্দক হোসেন	২৭
সংবাদ	৩০
বাংলাদেশে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত প্রতিষ্ঠার শতবার্ষিকী জুবিলী ২০১৩ পালনের জন্যে দোয়া ও ইবাদতের আধ্যাত্মিক কর্মসূচী	৩৩
সত্যের সন্ধানে অনুষ্ঠানসূচী	৩৪
এমটিএ-এর বাংলা অনুষ্ঠানসূচী	৩৫
পত্র-পত্রিকার পাতা	৩৬

কুরআন শরীফ

সূরা আর্ রা'দ-১৩

جَنّٰتُ عَدْنٍ يَّدْخُلُوْنَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ اٰبَآئِهِمْ وَاَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيّٰتِهِمْ وَالْمَلٰٓئِكَةُ يَدْخُلُوْنَ عَلَيْهِمْ مِّنْ كُلِّ بَابٍ ﴿٢٤﴾

২৪। (অর্থাৎ) চিরস্থায়ী সব জান্নাত। এতে এরা নিজেরাও প্রবেশ করবে এবং এদের বাপদাদা, জীবনসঙ্গী ও সন্তান-সন্ততিদের[১৪৩৬] মাঝে যারা সৎকর্মপরায়ণ হবে, তারাও (প্রবেশ করবে)। আর ফিরিশ্‌তারা প্রত্যেক প্রবেশ-পথ[১৪৩৭] দিয়ে তাদের কাছে আসবে।

سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ ﴿٢٥﴾

২৫। (এবং বলবে) তোমাদের প্রতি 'সালাম' (অথাৎ শান্তি)। কেননা, তোমরা ধৈর্য ধরেছিলে। অতএব, কতই উত্তম পরকালের এ আবাস!

وَالَّذِيْنَ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ مِيْثَاقِهٖ وَيَقْطَعُوْنَ مَآ اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖٓ اَنْ يُّوْصَلَ وَيُفْسِدُوْنَ فِى الْاَرْضِ ۙ اُولٰٓئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوْٓءُ الدَّارِ ﴿٢٦﴾

২৬। আর যারা আল্লাহ্‌র (সাথে কৃত) অঙ্গীকার সুদৃঢ় করার পর তা ভঙ্গ করে এবং আল্লাহ্ যে-সম্পর্ক স্থাপনের আদেশ দিয়েছেন, তা ছিন্ন করে এবং পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে বেড়ায়, এদের জন্য (আল্লাহ্‌র) অভিশাপ। আর এদেরই জন্য রয়েছে পরকালের নিকৃষ্ট-আবাস।

اَللّٰهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيَقْدِرُ ۚ وَفَرِحُوْا بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۗ وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا فِى الْاٰخِرَةِ اِلَّا مَتَاعٌ ﴿٢٧﴾

২৭। আল্লাহ্ যার জন্য চান রিয্‌ক বাড়িয়ে দেন এবং (যার জন্য চান তা) সংকুচিতও করেন। আর তারা পার্থিব-জীবন নিয়েই আনন্দিত, অথচ পার্থিব-জীবন পরকালের তুলনায়[১৪৩৮] সাময়িক ভোগবিলাস ছাড়া আর কিছুই নয়।

১৪৩৬। এই আয়াত এক মহান-নীতির কথা প্রকাশ করেছে। যে-কোন সৎকর্ম কোন ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত সাহায্য-সহযোগিতার মাধ্যমেই সম্পাদিত হয়ে থাকে। সুতরাং সেই নেক কাজের পুরস্কারের মধ্যে সহায়তাকারী সকলকে আনুপাতিক হারে অংশীদার করা হয়।

১৪৩৭। বিশ্বাসীদের নানা-ধরনের সৎকর্ম পারলৌকিক জীবনে তাদের নিকট বিভিন্ন জান্নাতী-দরজার মত পরিদৃষ্ট হবে, যার মধ্য দিয়ে ফিরিশ্‌তাগণ এসে তাদেরকে অভিবাদন বা সালাম পৌঁছাবেন।

১৪৩৮। এখানে 'ফী' আরবী-ব্যাকরণ অনুযায়ী তুলানামূলক-অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

হাদীস শরীফ

পিতামাতার অবাধ্যতা ও মিথ্যাচারিতা মহাপাপ

কুরআন ঃ

"তোমরা মূর্তিপূজার-শির্‌ক থেকে বাঁচো এবং মিথ্যা থেকে দূরে থাকো।" *(সূরা হজ্জ ঃ ৩১)*

হাদীস ঃ

হযরত আবু বকর (রা.) বর্ণনা করেন, রসূল করীম (সা.) বলেছেন, "আমি কি তোমাদেরকে তিনটি বড়- গুনাহ্ সম্বন্ধে অবগত করবো? আমরা বললাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আপনি বলুন। তিনি (সা.) বললেন, আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করা এবং পিতা-মাতার অবাধ্যতা করা, তিনি (সা.) তখন হেলান দিয়ে বসেছিলেন, সোজা হয়ে তিনি বসলেন এবং বললেন, খবরদার, মিথ্যা-কথা বলা থেকে বাঁচো । তিনি (সা.) এ কথাটি পুণঃ পুণঃ উচ্চারণ করতে লাগলেন। এতে আমরা বললাম, হায়! যদি তিনি (সা.) চুপ করে যেতেন" (বুখারী)।

"তোমরা মূর্তিপূজার-শির্‌ক থেকে বাঁচো এবং মিথ্যা থেকে দূরে থাকো।"

ব্যাখ্যা ঃ

মানবজাতির নৈতিক ও আধ্যাত্মিক কল্যাণের সকল রাস্তাকে ইসলাম পরিষ্কার ভাবে তুলে ধরে মানবজাতিকে খোদার নিকটে পৌঁছে দিতে চায়। পবিত্র কুরআন এ-সম্পর্কে আমাদেরকে জানাচ্ছে, মূর্তিপূজা, মিথ্যাচারিতা ও পিতামাতার অবাধ্য হওয়া এই তিনটি বড়-গুনাহ্ মানুষকে খোদা-থেকে দূরে নিয়ে খোদার অসন্তুষ্টির পথে নিয়ে যায় এবং তার আত্মাকে ধ্বংস করে দেয়।

হযরত রসূল করীম (সা.) বলেছেন, অংশীবাদিতা, পিতামাতার অবাধ্যতা ও মিথ্যাচারিতা মহাপাপ। মিথ্যা মানুষের আত্মাকে কলুষিত ও অপবিত্র করে দেয়।

হযরত ইমাম মাহদী (আ.) বলেন, বাস্তব-কথা হলো এই যে, মানুষ যতক্ষণ না মিথ্যা পরিহার করে, ততক্ষণ সে পবিত্র হতে পারে না। দুনিয়ার হীন-ব্যক্তি বলতে পারে যে, মিথ্যা-ব্যতিরেকে চলা যায় না। এটা এক অযথা-কথা। যদি সত্য-দ্বারা চলা সম্ভব না হয়, তবে মিথ্যা দ্বারা চলা কখনই সম্ভব নয়। পরিতাপ এই যে, হতভাগা-লোকেরা আল্লাহ্‌র সম্মান করে না। তারা জানেনা যে, খোদার আশিষ ছাড়া চলা অসম্ভব। তারা মিথ্যা ও অপবিত্রতাকে নিজেদের ত্রাণদাতা ও মা'বুদ মনে করে। এজন্য আল্লাহ্ তাআলা পবিত্র কুরআনে মূর্তির অপবিত্রতার সাথে মিথ্যার অপবিত্রতাকেও বর্ণনা করেছেন।

আল্লাহ্ তাআলা আমাদের সবাইকে প্রকৃত-পবিত্রতা দান করুন এবং সকলকে মিথ্যা বলা থেকে বিরত থাকার শক্তি দান করুন, আমীন।

আলহাজ্জ মওলানা সালেহ্ আহমদ
মুরব্বী সিলসিলাহ্

অমৃতবাণী

প্রতিশ্রুত মসীহ্‌র আগমনের উদ্দেশ্য

হযরত ইমাম মাহদী (আ.)

আমি স্বপ্নে দেখছি যে, লোকেরা এক জীবনদাতাকে খুঁজছে। এমন সময় এক ব্যক্তি আমার সামনে উপস্থিত হল এবং আমার দিকে ইঙ্গিত করে বলল 'হাযা রাজুলুন ইউহিব্বু রাসূলাল্লাহ্', অর্থাৎ-ইনিই সেই ব্যক্তি, যিনি আল্লাহ্‌র রাসূল (সা.)কে ভালবাসেন। এ-কথার অর্থ, (আল্লাহ্ তাআলার নৈকট্যের) পদ-লাভের জন্য বড় শর্ত হল- রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে ভালোবাসা, যা এই ব্যক্তির মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। (রূহানী খাযায়েন, প্রথম খন্ড, ৫৯৮ পৃষ্ঠা)

দুনিয়া আমাকে গ্রহণ করতে পারে না, কেননা আমি দুনিয়া হতে নই। কিন্তু যাদের প্রকৃতিতে আধ্যাত্মিক জগতের অংশ প্রদান করা হয়েছে, তারা আমাকে গ্রহণ করেছে ও করবে। আমাকে যে ত্যাগ করে, সে তাঁকে ত্যাগ করে, যিনি আমাকে প্রেরণ করেছেন এবং আমার সাথে যিনি সংযোগ স্থাপন করেন, তিনি তাঁর সাথে সংযোগ স্থাপন করেন, যাঁর নিকট হতে আমি এসেছি। আমার হাতে এক প্রদীপ আছে। যে- ব্যক্তি আমার নিকট আসবে, সে অবশ্যই সেই-আলো হতে অংশ লাভ করবে, কিন্তু যে-ব্যক্তি সন্দেহ ও কুধারণাবশতঃ দূরে সরে পড়বে, সে অন্ধকারে নিক্ষিপ্ত হবে।

এ-যুগের দুর্ভেদ্য-দুর্গ আমি। যে-ব্যক্তি আমা'তে প্রবেশ করবে, সে চোর, দস্যু ও হিংস্র জন্তু হতে নিজ- প্রাণ বাঁচাবে। (রূহানী খাযায়েন, তৃতীয় খন্ড, ৩৪ পৃষ্ঠা)

আমি সেই খোদার কসম খেয়ে বলছি যাঁর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে, কুরআনের রহস্য ও তত্ত্বজ্ঞানে আমাকে সকল মানবাত্মার উপর প্রাধান্য দান করা হয়েছে। আমি কুরআন শরীফের তফসীর লিখতে বার বার প্রতিযোগিতার জন্য চ্যালেঞ্জ দিয়েছি। যদি কোন বিরুদ্ধবাদী-মৌলভী এটি গ্রহণ করত, তা হ'লে খোদা তাআলা অবশ্যই তাকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করতেন। সুতরাং কুরআনের যে গভীর তত্ত্বজ্ঞান আমাকে দান করা হয়েছে, তা আল্লাহ্‌র এক নিদর্শন। আমি খোদার ফযল হতে আশা রাখি যে, শীঘ্র দুনিয়া দেখে নিবে, আমি সত্যবাদী। (রূহানী খাযায়েন, দ্বিতীয় খন্ড, ৪১ পৃষ্ঠা)

আমি নি:সঙ্গ নই, বরং সম্মানিত-খোদা আমার সাথে রয়েছেন। সেই খোদা হতে আমার নিকটতর আর কেউ নেই। তাঁর কৃপাতেই আমি এক প্রাণপূর্ণ-আত্মা পেয়েছি, যেন দু:খ সহ্য করেও তাঁর ধর্মের সেবা করতে পারি এবং ইসলামী-আন্দোলনকে পূর্ণ-উদ্দীপনা ও সত্যতার সাথে পূর্ণ করতে পারি। এ কাজের জন্যই তিনি আমাকে প্রত্যাদিষ্ট করেছেন। এখন আমি কারও বাধা দানে ক্ষান্ত হওয়ার নই। (রূহানী খাযায়েন, ৫ম খন্ড, ৩৫ পৃষ্ঠা)

এক মুত্তাকী-ব্যক্তির (আমাকে চেনার) জন্য এটাই যথেষ্ট যে, খোদা তাআলা আমাকে ধ্বংস করেননি, যেভাবে তিনি কোন প্রতারককে ধ্বংস করেন। আমার বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ দেহ ও আত্মার ওপর এত অনুগ্রহ করেছেন, যা গণনাতীত। আমি খোদার তরফ হতে ওহী ও ইলহাম প্রাপ্তির দাবী তখন করেছিলাম, যখন আমি যুবক ছিলাম। আর এখন তো আমি বৃদ্ধ। আমার এই দাবীর পর বিশ বৎসর অতিবাহিত হয়েছে, আমার অনেক আত্মীয়-স্বজন বয়সে আমার চেয়ে যারা ছোট ছিল, তারা গত হয়েছেন এবং তিনি আমাকে দীর্ঘায়ু দান করেছেন। আমার প্রত্যেক বিপদের সময় তিনি আমার পৃষ্ঠপোষক ও বন্ধু থাকেন। অতএব, এক প্রতারকের কখনও এ-বৈশিষ্ট্য হতে পারে কি?

(রূহানী খাযায়েন, ১১তম খন্ড, ৫০ পৃষ্ঠা)

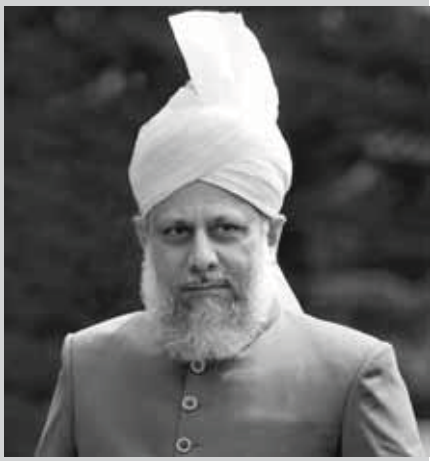

জুমুআর খুতবা

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) কর্তৃক লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত ১০ আগস্ট ২০১২-এর (১০ যহুর, ১৩৯১ হিজরী শামসি) জুমুআর খুতবা।

খোদা তালার প্রকৃত বান্দায় পরিণত হওয়ার সাধনা করা

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ،
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۞ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۞ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۞
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۞ صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۞ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۞

বাংলা ডেস্ক নিজ দায়িত্বে খুতবার এই বঙ্গানুবাদ উপস্থাপন করছে।

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ

এ আয়াতের অনুবাদ হল, 'আমার বান্দারা যখন আমার সম্বন্ধে তোমাকে জিজ্ঞেস করে, তখন বল, নিশ্চয় আমি (তাদের) নিকটেই আছি। আমি প্রার্থনাকারীর প্রার্থনার উত্তর দেই, যখন সে আমার কাছে প্রার্থনা করে। তারাও যেন আমার প্রতি ঈমান আনে, যাতে তারা সঠিক পথ পায়। (সূরা আল্ বাকারা, ৮৭)

রমযানের পবিত্র-মাস আসার পর এর দু'দশক গত হয়ে গেছে, আর বুঝাও গেল না, কত দ্রুততার সাথে এই বিশ দিন অতিবাহিত হয়ে গেল। মনে হয়, যেন দৌড়ে পার হয়ে গেল। এখন শেষ-দশক শুরু হতে যাচ্ছে। রমযানকে উপলক্ষ করে অনেক চিঠি আসে, যাতে রমযানের কল্যাণ হতে লাভবান হবার জন্য দোয়ার কথা উল্লেখ থাকে। সাক্ষাতের সময়ও অনেকেই দোয়ার জন্য বলে থাকেন। একজন মু'মিনের সর্বদাই এ চিন্তা থাকা উচিত, সে যেন রমযান থেকে বেশি বেশি কল্যাণ লাভ করতে পারে। একজন আহমদীর মনে (রমযান সম্পর্কে) এ চিন্তা-ভাবনা না থাকলে, হযরত প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী (আ.)-কে মানার উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়। আমাদের মাঝে একটি বিপ্লব সৃষ্টি করার জন্যই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আবির্ভূত হয়েছেন। আর তা এমন এক বিপ্লব, যা স্রষ্টার সাথে বান্দার সম্পর্ক গড়ে দেয় এবং খোদার সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলার দিকে আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করে দেয়, আমাদের ঈমান সুদৃঢ় করে এর উত্তম-দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করার প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, আমাদের আধ্যাত্মিক-অবস্থায় পরিবর্তনের পাশাপাশি মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার প্রতিও মনোযোগ আকর্ষণ করে এবং আমাদের অবস্থায় পবিত্র-পরিবর্তন সৃষ্টির জন্য আত্মজিজ্ঞাসার প্রতি সর্বদা দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখে। এসব বিষয় অর্জনের জন্য আমরা কোন্ রীতি বা পদ্ধতি অবলম্বন করব, সে-দিকেও দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আমাদের কর্মপদ্ধতি এরূপ হলেই আমরা যুগ ইমামকে মানার দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধকারীদের অন্তর্ভূক্ত হতে পারব। আল্লাহ্ তা'লার অপার অনুগ্রহ যে, তিনি যেসব হয়েছে। এ-কথার প্রেক্ষিতে একজন

গীবতকে আল্লাহ্ তা'লা 'মৃত ভাইয়ের মাংস খাওয়ার সমতুল্য'-আখ্যা দিয়েছেন।

অতএব, ভেবে দেখুন! এই গীবত বা পরচর্চা কেমন অপছন্দনীয়-কর্ম। কিন্তু আমাদের মাঝে এমন অনেকেই আছেন, যারা কোন চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই অবলীলায় পরনিন্দা করতে থাকেন।

(পুণ্যকর্মের) নির্দেশ দিয়েছেন অথবা তার মধ্য থেকে যে ক'টির আমি উল্লেখ করেছি, ঐসব পুণ্যকর্মের প্রতি বিভিন্ন পদ্ধতিতে দৃষ্টি আকর্ষণ করার অনেক সুযোগ তিনি আমাদের দিয়ে থাকেন। আর পবিত্র রমযান হচ্ছে, সেসব সুযোগের মধ্য থেকে সবচেয়ে গুরুত্বপুর্ণ, মহান ও কল্যাণময় সুযোগ।

রমযানে আমাদের মনে বিপ্লব-সাধনের লক্ষ্যে একটি উদগ্র-বাসনা সৃষ্টি হওয়া উচিত এবং তার জন্য চেষ্টা করা নিশ্চয় আমাদের জন্য এক সৌভাগ্যের বিষয়। তবে, আমাদের চেষ্টা তখনই সফল হবে এবং তা আমাদের জন্য কল্যাণ বয়ে আনবে, যখন তা অর্জনের জন্য ঐসব পদ্ধতি অবলম্বন করব, যা আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে বলেছেন। (অথবা) আল্লাহ্‌র নির্দেশিত পদ্ধতি অবলম্বন করলেই পরে আমাদের চেষ্টা সফল হবে এবং আমরা লাভবান হতে পারব।

আমরা আমাদের মনগড়া-পদ্ধতি অবলম্বন করে রমযান দ্বারা কল্যাণ-মন্ডিত হতে পারব না। যেভাবে আমি গত খুতবায় বলেছিলাম, রোযা রেখে অথবা বাহ্যিক নামাযের উপর ভিত্তি করে আমরা আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভ করতে পারব না। তবে এসব বাহ্যিক-কর্মকান্ড, অঙ্গ-ভঙ্গি এবং সেহ্‌রী ও ইফতার করাও আবশ্যকীয়। নিঃসন্দেহে এগুলো ছাড়া আল্লাহ্ তা'লার কাছে পৌঁছা যায় না।

কেননা, এগুলো করার ও এভাবে করার জন্য আল্লাহ্ তা'লাই নির্দেশ দিয়েছেন। আর নিঃসন্দেহে এগুলো ফরযের গন্ডিভূক্ত। এগুলো বাহ্যিক অঙ্গ-ভঙ্গি ও কার্যকলাপ। যারা এগুলো পালন করে না, তারা আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশ অমান্য করে। তারা নিশ্চিতভাবে ভুল-পথে আছে, যারা বলে, যিক্‌র আয্‌কারের আসর বসালে বা কিছু যপতপ করলেই আল্লাহ্‌কে পাওয়া যায় অথবা ইবাদত পূর্ণ হয় বা ইবাদতের উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়। না, কখনোই না।

এগুলো পালনে সেসব কাজ অবশ্যই করা উচিত যা আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) স্বীয় সুন্নতের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা করে গেছেন এবং যেগুলো করার প্রতি তাঁর উম্মতকে তাকিদ করে বলেছেন, এভাবে কর। কিন্তু বাহ্যিক এসব কর্ম ও অঙ্গ-ভঙ্গির সাথে নিজেদের মানসিক অবস্থায় পবিত্র পরিবর্তন এনে এর উন্নত-মান প্রতিষ্ঠা করাও একান্ত প্রয়োজন। এরও নির্দেশ রয়েছে এবং খুবই গুরুত্বপুর্ণ নির্দেশ রয়েছে।

অতএব এগুলো অর্জনের জন্য আমাদের চেষ্টা করা উচিত। এগুলো অর্জনের জন্য আমাদের নিজেদের মাঝে অধ্যবসায় গড়ে তোলা উচিত। আমি যে-আয়াতটি পাঠ করেছি, তাতে আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে তাঁর ভালবাসা লাভের পদ্ধতি শিখিয়েছেন। আর সেই পথের পানে নির্দেশনা দান করেছেন, যেখানে পৌঁছে একজন মানুষ প্রকৃত-মু'মিন হয়; আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্যের অধিকারী হয় এবং রমযানের রোযা থেকে কল্যাণমন্ডিত হয়।

এ আয়াতের প্রতি গভীরভাবে মনোনিবেশ করলে দেখবেন, যেখানে বান্দার প্রতি আল্লাহ্ তা'লার ভালবাসার বহিঃপ্রকাশ দেখা যায় এবং সেই হাদীসটি আরো ভালভাবে বোধগম্য হয়, যাতে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, যে-ব্যক্তি আমার দিকে এক বিঘত পরিমাণ নিকটবর্তী হয়, আমি তার দিকে এক গজ নিকবর্তী হই। সে যদি আমার দিকে এক হাত পরিমাণ নিকটবর্তী হয়, আমি তার দিকে দুই হাত নিকবর্তী হই। সে যখন আমার দিকে হেঁটে আসে, আমি তার দিকে দৌড়ে আসি। আল্লাহ্ তা'লা তাঁর এমন-বান্দাদের ভালবাসেন, তাঁর বান্দাদের মধ্যে থেকে যারা যথাযথভাবে ইবাদত করার চেষ্টা করে এবং যারা আল্লাহ্ তা'লার বান্দা হওয়ার দাবী করে, তাদের অন্তর্ভূক্ত হবার চেষ্টা করে। যেভাবে আমি বলেছি, যেখানে এ-আয়াতে, বিশেষ করে 'ইবাদী' অর্থাৎ 'আমার বান্দা'-শব্দে আল্লাহ্ তা'লার যে ভালবাসার বহিঃপ্রকাশ ঘটছে, সেখানে আরো বুঝা যাচ্ছে, আল্লাহ্ তা'লা সব-মানুষের প্রার্থনার এ-উত্তর দেন না যে, আমি নিকটে আছি। যারা আল্লাহ্ তা'লার দিকে যাওয়া তো দূরের কথা, আল্লাহ্ তা'লার দিকে এক বিঘত পরিমাণও অগ্রসর হতে চায় না, এমন মানুষ 'ইবাদী'র গন্ডিভূক্ত নয়।

এখানে আল্লাহ্ তা'লা সব-মানুষকে সম্বোধন করে বলেন নি, অথবা 'বাশার' বা 'মানুষ'-শব্দ ব্যবহার করেন নি, বরং সেই-বান্দাকে সম্বোধন করেছেন, যে তাঁর বান্দা হবার দায়িত্ব পালনের প্রতি মনোযোগী এবং এজন্য চেষ্টা করে।

'বান্দার দায়িত্ব কীভাবে পালিত হয়?-এর উত্তর জানতে আল্লাহ্ তা'লার সেই নির্দেশের প্রতি মনোযোগী হতে হবে, যাতে আমাদেরকে তিনি আমাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্যের প্রতি দৃষ্টি দিতে মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন। আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, তারাই আমার বান্দা, যারা তাদের সৃষ্টির-উদ্দেশ্য অনুধাবন করেছে। শুধু অনুধাবন করেই ক্ষান্ত হয় নি, বরং এর জন্য অহর্নিশ সচেষ্ট থাকে।

আল্লাহ্ তা'লা বলেন, 'তারা আমার বান্দা, যারা সেই বিষয়ের প্রতি মনোযোগী হয় যে-বিষয়ে নির্দেশ রয়েছে',

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

অর্থাৎ আমি জিন ও ইনসানকে কেবল আমার ইবাদতের উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি করেছি (সূরা আয্ যারিয়াত: ৫৭)। অতএব, আল্লাহ্ তা'লা তাঁর ইবাদতের মানে ক্রমোন্নতি- করাকে স্বীয় বান্দা হবার মাপকাঠি নির্ধারণ করেছেন। তিনি বলেন নি যে, এখন থেকে শুধু রমযানেই সৃষ্টির উদ্দেশ্য মনে রেখ, আর অন্য দিনগুলোতে এদিকে দৃষ্টি দিয়ো না। তিনি বলেছেন, আল্লাহ্ তা'লার প্রকৃত-বান্দা বা যে প্রকৃত-বান্দা হতে চায়, তার উচিত, সে যেন তার সৃষ্টির উদ্দেশ্যের প্রতি সর্বদা দৃষ্টি রাখে। রোযার কল্যাণে যখন আধ্যাত্মিক উন্নতি হচ্ছে এবং আল্লাহ্ তা'লা বলছেন, আমার নৈকট্য লাভের চেষ্টা পূর্বের-তুলনায় বেশি হচ্ছে, তখন আমার সম্বন্ধে যারা জিজ্ঞেস করে, তাদের বলে দাও, রমযান মাসে আমি আরো বেশি নিকটে এসেছি। যেভাবে আমি পূর্বেও বলেছি, হাদীসে আছে, জান্নাতের দরজাগুলো খুলে দেয়া হয়।

যারা পূর্বেই এর প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করেছে, তাদের সম্বন্ধে আল্লাহ্ বলেন, যারা আমার প্রিয়-বান্দা হয়েছে, তাদের বলে দাও, এ দিনগুলোতে আমি বিশেষভাবে বান্দাদের নিকটে আছি। অতএব, আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের নিকটে থাকেন বরং তিনি সর্বদাই জীবন-শিরা অপেক্ষাও নিকটে থাকেন। সাধারণ দিনগুলোতেও আল্লাহ্ তা'লা তাদের জন্য সর্বনিম্নস্তরের আকাশে নেমে আসেন, যারা হয়েছে। এ-কথার প্রেক্ষিতে একজন

যথাযথভাবে ইবাদত করার চেষ্টা করে এবং রাতে তাহাজ্জুদ-নামাযের জন্য জাগ্রত হয়। উপরন্তু রমযানে আল্লাহ্‌র দয়া, মায়া ও অনুগ্রহের মাত্রা আরো বৃদ্ধি পায়।

অতএব, তারাই ভাগ্যবান, যারা এ-থেকে পরিপূর্ণরূপে উপকৃত হবে এবং প্রতিজ্ঞা করবে, রমযান মাসে আল্লাহ্ তা'লার বান্দা বা দাস হবার যে চেষ্টা করেছি বা করছি, রোযার ফলে সকালে নফল পড়ার প্রতি মনোযোগ সৃষ্টি হয়েছে, তাহাজ্জুদের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে, আল্লাহ্‌র নৈকট্যের দৃশ্য দেখার চেষ্টা করেছি বা দেখেছি এবং এ দিনগুলোতে নিয়মিত নামায পড়ার প্রতি যে আগ্রহ হয়েছে, কুরআন শরীফ পড়ার ও বুঝার প্রতি যে মনোযোগ সৃষ্টি হয়েছে, দরসে বসার ও শোনার প্রতি যে মনোযোগ সৃষ্টি হয়েছে, তা ধরে রাখব। কাজেই আল্লাহ্ যেহেতু তার বান্দার মনের অবস্থা জানেন, তাই তিনি তাঁর প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে বলেছেন, 'আমার এসব বান্দাকে বলে দাও, তোমরা যদি যথাযথভাবে ইবাদত করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাও, তবে আমি শুধু রমযানে নয়, বরং সর্বদা তোমাদের নিকটে আছি এবং থাকব। আর তোমরা যদি শুধু সাময়িকভাবে এ উদ্দেশ্যের প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করে থাক, তবে তোমাদের জীবন বৃথা যাবে।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) একস্থানে বলেছেন, 'আল্লাহ্ তা'লার মানব সৃষ্টির-উদ্দেশ্য হচ্ছে, তারা যেন তাঁর মা'রেফাত বা তত্ত্বজ্ঞান ও নৈকট্য লাভ করে।

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

অর্থাৎ আমি জিন ও ইনসানকে শুধু আমার ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছি (সূরা আয্ যারিয়াত, ৫৭)। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, 'যে ব্যক্তি এই মূল উদ্দেশ্যের প্রতি দৃষ্টি দেয় না এবং দিনরাত শুধু জাগতিক চিন্তায় ডুবে থেকে ভাবে, অমুক জমিটি কিনব, অমুক বাড়িটি বানাব, অমুক সম্পত্তিটি দখল করব, এমন মানুষকে আল্লাহ্ তা'লা কিছুকাল সুযোগ দেয়ার পর ফিরিয়ে নেয়া ছাড়া আর কী করবেন?'

হুযূর (আ.) বলেন, 'আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের জন্য মানুষের হৃদয়ে এক ধরনের ব্যথা ও বাসনা থাকা চাই। যার ফলে, সে তাঁর কাছে একটি মূল্যবান জিনিসে পরিণত হবে। আর তার মনে যদি এমন ব্যথা না থাকে এবং শুধুই জগত ও এতে যা কিছু আছে, সেগুলোর জন্য ব্যথা থাকে, তবে সে কিছুকাল সুযোগ পাওয়ার পর ধ্বংস হয়ে যাবে'। 'জাগতিক কাজ-কর্ম করতে হবে না'- এর অর্থ এটি নয়।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) একস্থানে আরো বলেছেন, 'যার জমি-জমা আছে, কিন্তু সে তাতে পরিশ্রম করে না এবং যার ব্যবসা-বাণিজ্য আছে, অথচ সে সেখানে পরিশ্রম করে না- এমন ব্যক্তিও যথাযথভাবে দায়িত্ব পালন করছে না'। কাজেই জাগতিক ব্যবসা-বাণিজ্য আর কাজ-কর্মও করতে হবে এবং সাথে সাথে আল্লাহ্ তা'লার প্রতিও মনোযোগ নিবদ্ধ রাখতে হবে। আল্লাহ্ যে-উদ্দেশ্যে মানুষ সৃষ্টি করেছেন, তা ভুললে চলবে না।

তিনি (আ.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য লাভের জন্য মনে ব্যাকুলতা থাকা প্রয়োজন। অতএব, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যেভাবে বলেছেন, নিজের সৃষ্টির উদ্দেশ্য জানার জন্য আল্লাহ্ তা'লার মা'রেফত ও নৈকট্য অর্জন করা আবশ্যক। এ নৈকট্য তখন অর্জিত হয়, যখন মানুষের মধ্যে এটি অর্জনের জন্য ব্যাকুলতা সৃষ্টি হয়। এজন্য চেষ্টা করা প্রয়োজন।

আল্লাহ্ তা'লা বলেন, হে আমার বান্দাগণ! যারা এ-ব্যথা সৃষ্টি করার জন্য সচেষ্ট, তোমাদের ইচ্ছা তখন বাস্তব-রূপ ধারণ করবে, যখন তোমাদের ঈমান ক্রমান্বয়ে উন্নতির ধাপ অতিক্রম করবে। যখন তোমরা আমার সব ডাকে সাড়া দিবে বা কমপক্ষে আন্তরিক-ভাবে সেজন্য চেষ্টা করবে। বান্দা হবার জন্য ইবাদতের পাশাপাশি অন্যান্য নির্দেশ পালন করাও আবশ্যক। মানুষ দুর্বল-প্রকৃতির। তাই মানবিক-দুর্বলতার কারণে মানুষের উত্থান-পতন হতে থাকে। কিন্তু এ উত্থান-পতনের অনুভূতি সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্টি হওয়া উচিত। কোন কর্মে দুর্বলতা অনুভূত হলে সেটি সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে, তওবা ইস্তেগফারে রত হয়ে দ্রুত সেই দুর্বলতা দূর করার চেষ্টা করতে হবে। এমন যেন না হয় যে, এ রমযানে পুণ্যকর্মে মনোযোগী হলাম, এরপর সারা বছর জাগতিকতার পিছনে ছুটলাম।

মানুষ জাগতিক-কাজে মগ্ন থাকে এবং নিজের সৃষ্টির উদ্দেশ্য ভুলে যায়। মনে করে, আগামী রমযানে আবার বান্দা হবার চেষ্টা করব, আল্লাহ্ ও বান্দার অধিকার আদায়ে যত্নবান হব। আল্লাহ্ তা'লা রোযার সাথে এ নির্দেশও দিয়েছেন, আমার ডাকে সাড়া দাও এবং নিজের ঈমান দৃঢ় কর। এমন কথা বল না যে, আগামী রমযান আসলে চেষ্টা করব। যদি এ-বিষয়ে যত্নবান হও, আগামী রমযান পর্যন্ত এ-রমযানে অর্জিত পুণ্য সমূহ বহাল রাখব, তখন তোমরা প্রকৃত-কল্যাণ লাভ করবে। নতুবা এ-মনোভাব পোষণ করায় কল্যাণ নেই যে, এ-রমযানে পুণ্য করলাম, আর এটিই আমাদের জন্য যথেষ্ট। পুনরায় যখন রমযান আসবে, তখন আবার পুণ্যকর্ম করব। আমাদের মনোভাব যদি এরূপ হয়, তবে আমরা আমাদের লক্ষ্য অর্জনের চেষ্টা করিনি, সেসব পুণ্যবান মানুষের দলভূক্ত হই নি, যাদের আল্লাহ্ তা'লা 'আব্‌দি' বা 'আমার বান্দা'-বলে সম্বোধন করেছেন।

অতএব, বান্দা হবার জন্য কেবল কিছুদিন বা এক মাস পুণ্য করলেই চলবে না। বান্দা হবার জন্য ক্রমাগত চেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। যেহেতু রমযান মাসে একজন মু'মিন-বান্দার এ-বিষয়ের প্রতি অধিক মনোযোগ থাকে, এজন্য বিশেষভাবে রোযার সাথে এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, যখন আত্মসংশোধনের প্রতি মনোযোগ সৃষ্টি হবে, তখন এতে ক্রমোন্নতি হওয়া উচিত। এ-উন্নতি কীভাবে হবে? মানুষ কীভাবে আল্লাহ্ তা'লার খাঁটি বান্দা হবে? নিজের সৃষ্টির উদ্দেশ্য কোন্ কোন্ ভাবে অর্জনের চেষ্টা করবে? এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন,

صِبْغَةَ اللّٰهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ

অর্থাৎ-আল্লাহ্‌র রঙ ধারণ কর, আর রঙ ধারণের ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র চাইতে উত্তম আর কে আছে, এবং আমরা তাঁরই ইবাদত করি (সূরা আল্ বাকারা: ১৩৯)।

অতএব, সৃষ্টির-উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে আল্লাহ্‌র রঙ ধারণ ও তাঁর গুণাবলী হয়েছে। এ-কথার প্রেক্ষিতে একজন

নিজের ভেতর সৃষ্টি করার চেষ্টাও আবশ্যক। আর তখনই মানুষ সত্যিকার বান্দা হতে পারে। জাগতিক-সম্পর্কের ক্ষেত্রে আমরা দেখি, প্রেমের সম্পর্ক ও রক্তের সম্পর্ক ছাড়াও মনিব ও ভৃত্যের সম্পর্কের ক্ষেত্রেও ভৃত্য নিজ-মনিবের পছন্দ- অপছন্দগুলোকে নিজের পছন্দ-অপছন্দ বানিয়ে নেয় বা এজন্য চেষ্টা করে। এ সম্পর্কের ক্ষেত্রে কখনো কখনো লৌকিকতা ও মিথ্যা অবলম্বন করা হয় এবং বাস্তবে এটি কোনরূপ কল্যাণও বয়ে আনে না।

যেমন, একটি গল্প প্রচলিত আছে-এক বাদশাহ্‌র কিছু শাহী-কর্মচারী ছিল। বাদশাহ্‌র কাছে কোথাও থেকে উপঢৌকনস্বরূপ বেগুন আসে এবং এর খুব প্রশংসা করা হয়। এতে তিনি প্রতিদিন তা খেতে আরম্ভ করেন। শাহী কর্মচারীরা এর সীমাতিরিক্ত প্রসংশা করে। রাজা যখন প্রত্যেক বেলায় খাবারের সাথেই বেগুন খাওয়া আরম্ভ করে, তখন তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। এরপর রাজা যখন এর দুর্নাম করতে আরম্ভ করে, তখন শাহী-কর্মচারীরাও দুর্নাম করতে আরম্ভ করে। এতে রাজা তাদের জিজ্ঞাসা করেন, প্রথমে তোমরা প্রশংসা করছিলে, আর এখন দুর্নাম করছ, কেন? তারা উওর দেয়, জি হুজুর! আমরা তো বেগুনের দাস নই বরং আপনার দাস। কাজেই এরূপ রঙ ধারণের কোন মূল্য নেই। তারা মালিকের সুরে সুর মিলিয়ে নিজের মধ্যে সেই রঙ ধারণের চেষ্টা করছিল। কিন্তু আল্লাহ তা'লার রঙ এরূপ যে, যে-ব্যক্তি তা ধারণ করে, সে তার ইহকাল ও পরকালকে সৌন্দর্যমন্ডিত করে।

খোদা তা'লা, যিনি আকাশ ও পৃথিবীর অধিপতি, তাঁর রঙে রঙ্গিন ব্যক্তি নিজের ইহ ও পরকালকে সু-সজ্জিত করে। এরূপ ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'লার গুণাবলী ধারণ করে তাঁর নৈকট্য লাভ করে। এটিই হল সেই রঙ, যা একজন মু'মিন নিজের মাঝে ধারণ করে নিজ সৃষ্টির প্রকৃত-উদ্দেশ্যকে লাভ করে। অতএব, আল্লাহ্ তা'লার প্রকৃত-বান্দা হবার জন্য একজন মু'মিনের মাঝে আল্লাহ্‌র গুণাবলীর বহিঃপ্রকাশ ঘটানোর চেষ্টা করা আবশ্যক। আল্লাহ তা'লা যেসব কাজ পছন্দ করেন, একজন মু'মিনের সেসব কাজ-ই করা উচিত। আল্লাহ্ তা'লা যেসব কাজ অপছন্দ করেন, তা থেকে বিরত থাকা উচিত। তবেই মানুষ শুধু আল্লাহ্ তা'লার প্রকৃত-বান্দায় পরিণত হতে পারবে। যখন আল্লাহ্ তা'লা মানবজাতিকে তাঁর রঙে রঙ্গিন হবার এবং তাঁর গুণাবলীর বিকাশস্থল হবার জন্য বলেছেন, তার মানে– আল্লাহ্ তা'লা মানবজাতিকে তা ধারণ-করার ক্ষমতাও দিয়েছেন, যেন সে তা নিজের মাঝে ধারণ করে এবং নিজ গন্ডিতে তা প্রকাশও করতে পারে।

মানুষ তার নিজ-গন্ডিতে মালিকীয়্যাত, রহমানীয়্যাত, রহীমিয়্যাত, রবুবীয়্যাতের রঙ ধারণ করতে পারে। 'সাওার' ও 'ওহাব' এর রঙও ধারণ করতে পারে। বরং অনেক সময় সাধারণ মানুষের জীবনে এই গুণাবলীর বহিঃপ্রকাশও ঘটে থাকে। অনেক মানুষ রয়েছেন, যারা খোদা তা'লার রঙে রঙ্গিন হবার জন্য এসব গুণের বহিঃপ্রকাশ ঘটান না। কিন্তু একজন প্রকৃত মু'মিন তিনিই, যিনি খোদা তা'লার সন্তুষ্টি ও ভালবাসা লাভের প্রত্যাশী হয়ে থাকেন। এর চিহ্ন হচ্ছে, তার মাঝে এসব গুণাগুণ পরিলক্ষিত হবে। কেননা, আল্লাহ্ তা'লার ভালবাসাকে ধারণ করার জন্য তার মাঝে এসব গুণের বহিঃপ্রকাশ ঘটা আবশ্যক। আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি লাভের জন্য এসব গুণের বহিঃপ্রকাশ একান্ত আবশ্যক। মানবজাতিকে মন্দের রাহুগ্রাস থেকে রক্ষার জন্য এসব গুণের বহিঃপ্রকাশ একান্ত আবশ্যক। এ রঙ ধারণ করার মাধ্যমে এর বহিঃপ্রকাশ ঘটলে কেবল তখনই তা পুণ্য বলে পরিগণিত হবে এবং তা আল্লাহ্ তা'লার ভালবাসা আকর্ষণকারী হবে। আল্লাহ্ তা'লা তার রঙে রঙ্গিন হবার নির্দেশ দেয়ার পর বলেন, 'হে আমার মু'মিন বান্দাগণ! তোমরা এই ঘোষণাও দাও, نَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ অর্থাৎ আমরা তাঁর ইবাদতকারী'। আমরা যেহেতু তাঁর বান্দা, তাই তাঁর রঙ ও গুণাবলী নিজেদের মাঝে ধারণ করা আবশ্যক। কেননা, আমরা যেহেতু তাঁর ইবাদতকারী, তাই তাঁর সন্তুষ্টি ও তাঁর ইবাদত আমাদের নিকট সবচেয়ে বেশি মূল্যবান। তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী জীবন যাপন করা আবশ্যক।

যাহোক, তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী আমরা আমাদের জীবন কেবল একমাসই অতিবাহিত করব না, বরং আমাদের জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত তাঁর নির্দেশানুযায়ী অতিবাহিত করব। কাজেই, এ রমযানে নিজের মাঝে পবিত্র পরিবর্তন সাধন করে দিন অতিবাহিত করার প্রতি আমাদের দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন। আল্লাহ্ তা'লার গুণাবলীর প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করে এবং এগুলোকে অবলম্বন করে এ-রমযান অতিবাহিত করতে হবে। সঠিকভাবে আল্লাহ্ তা'লার ইবাদত করে আমাদেরকে এই রমযান অতিবাহিত করতে হবে। তারপর এ-আমলকে পরবর্তী রমযান পর্যন্ত নিয়ে যাওয়ার অঙ্গীকার ব্যক্ত করে এ-চেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। যখন এসব হবে, তখন فَإِنِّي قَرِيبٌ (নিশ্চয় আমি নিকটে)-এ সুসংবাদ আমরাও শুনতে পাব। أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ অর্থাৎ-'আমি প্রার্থনাকারীর প্রার্থনার উত্তর দেই যখন যে আমার নিকট প্রার্থনা করে'-এটিও প্রত্যক্ষ করব। তাই এ-মর্যাদা লাভের জন্য আমাদের চেষ্টা করা আবশ্যক এবং দোয়া করাও প্রয়োজন। আমাদের দোয়ার কেন্দ্রবিন্দু যেন শুধু জাগতিক কামনা-বাসনাই না হয়, বরং আল্লাহ্ তা'লার গুণাবলীকে নিজের মাঝে বিকশিত করে মানবাধিকার প্রদানের প্রতি যেন মনোযোগ সৃষ্টি হয়। সেসব পুণ্য করার প্রতিও যেন মনোযোগ সৃষ্টি হয়, যেগুলো করার জন্য আল্লাহ্ তা'লা নির্দেশ প্রদান করেছেন। আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي অর্থাৎ-তারাও যেন আমার ডাকে সাড়া দেয়, এখানে এক মু'মিনের দৃষ্টি তাঁর বিধি-বিধানের প্রতি আকৃষ্ট করা হয়েছে। এ-কথার প্রেক্ষিতে একজন

মু'মিনকে নিজের দায়িত্ব বুঝা উচিত। তখনই সে পরিপূর্ণ-মু'মিন হতে পারবে।

এখন আমি এ প্রেক্ষিতেও কিছু বলার চেষ্ট করব। আল্লাহ্ তা'লার ডাকে যারা সাড়া দেয়, তাদের যে দায়িত্ব এবং আল্লাহ্ তা'লা মানবাধিকার প্রদানের যে দায়িত্ব দিয়েছেন, তা কী? আল্লাহ্ তা'লা বলেন, تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ আল্লাহ্ তা'লার প্রকৃত-বান্দা তারা, যারা পুণ্যের নির্দেশ দেয় আর মন্দকর্মে বাধা দেয়। এটি জানা কথা, এর উপর যথার্থভাবে আমলকারী তারাই হবে আর হওয়া উচিত, যারা নিজেরা পুণ্যকর্ম করে আর মন্দকর্ম থেকে বিরত থাকে। তাই, যেখানে প্রকৃত-মু'মিন হবার চেষ্টা হবে, সেখানে আত্মজিজ্ঞাসার প্রতিও মনোযোগ নিবদ্ধ হবে। প্রকৃত বিষয় হল, আত্মজিজ্ঞাসার প্রতি মনোনিবেশই খোদার গুণাবলীকে আত্মস্থ করার ও এর বিকাশের প্রতি মানুষকে মনোযোগী করার উপায়।

অতএব, মু'মিনদের উপর অনেক বড় একটি দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে, আর তা হল, তোমরা এসব কাজ করবে। হৃদয়ে অন্য সাধারণ-দিনের চেয়ে রমযানে অনেক বেশি ভয় থাকে আর মানুষও অনেক সময় আত্মবিশ্লেষণ করে। যখন এদিকে দৃষ্টি দিবে, আল্লাহ তা'লা এক মুসলমানের, এক প্রকৃত মু'মিনের এবং যে- ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'লার সমীপে খাঁটি বান্দা হবার জন্য দোয়া করে, তার মান কেমন হওয়া প্রয়োজন? তখনই পবিত্র-পরিবর্তন সৃষ্টির প্রতি দৃষ্টি যাবে। খোদার এ-ঘোষণাকে সর্বদা দৃষ্টিপটে রাখা আবশ্যক كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ অর্থাৎ-খোদা তা'লার দৃষ্টিতে এটি অত্যন্ত ঘৃণিত কাজ যে, তোমরা যা বল, তা কর না (সূরা আস্ সাফ: ৪)।

তাই, এ-দিনগুলোতে আত্মজিজ্ঞাসার প্রয়োজন। আর বিশেষভাবে আমি প্রত্যেক বিভাগের কর্মকর্তা, অঙ্গ সংগঠনের কর্মকর্তা এবং কেন্দ্রীয়-কর্মকর্তাদেরও বলছি, আপনারা আত্মবিশ্লেষণ করুন। ওয়াকেফে যিন্দেগীদেরও আত্মবিশ্লেষণ করা উচিত। আর সাধারণভাবে প্রত্যেক আহমদীকে বলছি, যখন আমরা উপদেশ দেই, তখন প্রথমে নিজ-জীবনে এর প্রতিফলন ঘটানো আবশ্যক। যখন একজন সাধারণ-মুসলমানের জন্য ফরয, একজন সাধারণ মু'মিনের জন্য ফরয, তখন যাদেরকে এ-কাজের জন্যই মনোনীত করা হয়েছে, এ-কাজের জন্য নিয়োজিত করা হয়েছে- যারা পুণ্যের প্রসার ঘটাবে আর মন্দকে প্রতিহত করবে, তাদের জন্য এটি সবচেয়ে বেশি আবশ্যক।

আর এ-ফরয তখন পালন হবে, যখন আমাদের নিজেদের নিয়্যত পরিস্কার ও পূত-পবিত্র হবে। তখন আমরা স্বয়ং প্রতিটি নির্দেশ পূর্ণরূপে পালনের চেষ্টা করব। কর্মকর্তাদের ইবাদতের-মান যদি শুধু রমযানে উত্তম হয়, আর সাধারণ দিনগুলোতে উত্তম না হয়, তাহ'লে তাদের কথা ও কাজ পরস্পর-বিরোধী হবে। এটি আল্লাহ্ তা'লার নিকট খুবই অপছন্দনীয়। আমি অধিকাংশ সময় বিভিন্ন মিটিং-এ কর্মকর্তাদের এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করি, প্রত্যেক বিভাগ, প্রত্যেক সংগঠনের কর্মকর্তারা যদি শুধু নিজেদের ইবাদতের মান উন্নত করে এবং মসজিদ আবাদ করা শুরু করে দেন, তবে মসজিদের উপস্থিতি বর্তমান উপস্থিতির চেয়ে তিন গুণ বৃদ্ধি পেতে পারে।

অতএব, এদিকে দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন। অনুরূপভাবে, আল্লাহ্ তা'লার অন্যান্য বিধি-বিধানের প্রতিও দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন। তাহলে আপনা-আপনিই অনেক সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।

যেভাবে আমি বলেছি, অন্যান্য যেসব বিধি-বিধান রয়েছে, সেগুলোরও আমল করা উচিত,। তেমনিভাবে, ন্যায়-নীতি বা সুবিচার এমনভাবে প্রতিষ্ঠা কর, যদি নিজের বিরুদ্ধেও বা নিজের আত্মীয়-স্বজন এবং পিতা-মাতার বিরুদ্ধেও সাক্ষী দিতে হয়, তবুও সাক্ষী দাও– কেননা এটিও পবিত্র কুরআনের একটি নির্দেশ। যদি খোঁজ নিয়ে দেখা হয়, তাহলে আমাদের মাঝে সাধারণত এমন গুণ বা মান-সম্পন্ন ব্যক্তি খুঁজে পাওয়া দুষ্কর হবে। অতএব, একদিকে আমরা দোয়া গৃহীত হবার নিদর্শন প্রার্থনা করি, আল্লাহ্ তা'লার প্রিয় বান্দাদের অন্তর্ভূক্ত হবার আকাঙ্খা রাখি, আর সাক্ষী দেয়ার সময় অজুহাত খুঁজতে শুরু করি, কীভাবে নিজের আপনজনদের অপরাধী হওয়া থেকে বাঁচানো যায়। শুধু তাই নয়, কখনো কখনো নিজেকে ও নিজের আত্মীয়-স্বজনদের বাঁচানোর জন্য অন্যদেরকে অভিযুক্ত করার হীন-চেষ্টাও করা হয়।

এমন অভিযোগ কখনো কখনো কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধেও এসে থাকে। অনেকে আমাকে লিখেন, আপনি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, জামাতের অমুক অমুক কর্মকর্তার ব্যাপারে এই অভিযোগ রয়েছে অথবা কখনো কখনো জলসা, প্রভৃতিতে কিছু দুর্বলতা চিহ্নিত করা হয়, তখন সংশ্লিষ্ট-কর্মকর্তা বা সংশ্লিষ্ট বিভাগ বা সমষ্টিগতভাবে যাকেই বলা হয়, সে নিজের-সংশোধন না করে, তদন্ত শুরু করে দেয়, এ-অভিযোগ কে করেছে? অথচ এটি মোটেও উদ্দেশ্য ছিল না। অভিযোগ কে করেছে, তা নিয়ে তোমাদের ব্যস্ত হওয়া উচিত নয়, তার সাথে তোমাদের কোন কাজ নেই। তোমার মাঝে সেই দুর্বলতা থেকে থাকলে তা দূর কর, আর যদি এমন কোন দুর্বলতা না থাকে, তবুও ইস্তেগফার করা উচিত, যাতে, যে-অপরাধ করা হয়নি, তার শাস্তি থেকে যেন আল্লাহ্ তা'লা রক্ষা করেন। এরপর সঠিক-চিত্র বা তথ্য কেন্দ্রে প্রেরণ করা প্রয়োজন যে, আসলে বিষয়টি এমন ছিল। আর অভিযোগকারীকে উত্তর দেয়ার কাজ আমার; আমি তাদের উত্তর দিই বা না দিই। যদি বেনামী কোন অভিযোগ আসে, তবে তা এমনিতেই গ্রহণযোগ্য হয় না।

জামাত থেকে এগুলোর উপর কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় না। যাহোক, আল্লাহ্ তা'লা কর্মকর্তাদের উপর যে দায়িত্ব এবং আমানত অর্পণ করেছেন, তা তাদের কাছে এই দাবী করে যে, তারা

যেন তাদের এ-দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করেন। তেমনিভাবে, সত্য-সাক্ষীর ক্ষেত্রে আবশ্যক, তারা যেন অভিযোগকারীর খোঁজে না লেগে আত্মসংশোধনের প্রতি দৃষ্টি দেন। অভিযোগকারীর নাম বলা প্রয়োজন হলে আমি নিজেই বলে দিব, আর অধিকাংশ সময়ই আমি নাম বলে থাকি। কিন্তু এ-কথাও সামনে এসেছে, এমন পরিস্থিতিতে কোন কোন অভিযোগকারীর জীবন দুর্বিষহ করে তোলার চেষ্টা করা হয়। এটিও সম্পূর্ণরূপে তাক্বওয়া-পরিপন্থী কাজ। এমন কাজ করা আমানত এবং পদের সদ্ব্যবহার নয়, আল্লাহ্ তা'লার বিধি-বিধান ও নির্দেশাবলীর উপর যথার্থ অনুশীলন নয়। অতএব আল্লাহ্ তা'লার সাথে সম্পর্ক গড়তে চাইলে প্রত্যেক বিষয়ে আর প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'লার বিধান অনুযায়ী পরিচালিত হবার চেষ্টা করা বাঞ্ছনীয়।

আমার কথা শুধু কর্মকর্তাদের পর্যন্তই সীমাবদ্ধ নয়, বরং প্রত্যেক আহমদীকে এদিকে দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন, আল্লাহ্ওয়ালার হয়ে যাবার জন্য আমাদের উচিত সকল বিধি-বিধান নিজেদের জীবনে অবলম্বনের চেষ্টা করা, নিজের ঈমানকে পরিপূর্ণ করা, নিজের মাঝে বিনয় সৃষ্টি করা, নিজের মাঝে বিদ্যমান গর্ব ও অহং চূর্ণ-বিচূর্ণ করা, সততার উন্নত-মান প্রতিষ্ঠা করা, ক্ষমা ও মার্জনার অভ্যাস গড়া, পরনিন্দা ও পরচর্চা থেকে বিরত থাকা, আমানতসমূহ সঠিকভাবে পালন করার চেষ্টা করা, ন্যায় প্রতিষ্ঠা করা এবং শুধু ন্যায় প্রতিষ্ঠাই নয়, বরং এর উর্দ্ধে উঠে অনুগ্রহ সূলভ আচরণ করা এবং 'ইতাইযিল কুরবা'র ব্যবহার করা। কোন পুরস্কারের আকাঙ্খা ছাড়াই সেবার মনোভাব রাখা। নিজ-গন্ডিতে যাদের সাথে সাক্ষাত হয়, তাদের সাথে এবং প্রতিবেশীর সাথে উত্তম আচরণ করা। এটিও ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা, পবিত্র কুরআনের একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) প্রতিবেশীর যে সংজ্ঞা দিয়েছেন এবং প্রতিবেশীদের অধিকার প্রদানের ক্ষেত্রকে যেভাবে বিস্তৃত করেছেন, আমরা যদি সেভাবে একে বিস্তৃতি দান করি, তবে আমাদের পারস্পরিক মনোমালিন্য দূর হয়ে যাবে। একটি পরিবার নয়, শত পরিবার নয়, পরবর্তী শহর পর্যন্ত নয় বরং পুরো দেশ পর্যন্ত এটি বিস্তৃত হতে থাকে। ফলে, পরস্পরের অধিকার প্রদানের প্রতি মনোযোগ সৃষ্টি হবে। ছিদ্রান্বেষণ থেকে মুক্তি পেতে থাকবে, পরনিন্দার অভ্যাসও দূর হবে, কেননা এটিও এমন জঘন্য কর্ম, যেটিকে আল্লাহ্ তা'লা 'মৃত ভাইয়ের মাংস খাওয়ার সমতুল্য'-আখ্যা দিয়েছেন।

অতএব, ভেবে দেখুন! এই গীবত বা পরচর্চা কেমন অপছন্দনীয়-কর্ম। কিন্তু আমাদের মাঝে এমন অনেকেই আছেন, যারা কোন চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই অবলীলায় পরনিন্দা করতে থাকেন। তাদের মনোযোগ এ-ব্যাপারে আকর্ষণ করা হলে বলেন, এ দোষগুলো সেই ব্যক্তির মাঝে বিদ্যমান রয়েছে।

বৈঠকাদিতে অথবা ঘরে বসে কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে সমালোচনা হতে থাকে, তাদের দোষ-ত্রুটি প্রকাশ করা হয়। এমন করাও অন্যায়, এটিও গীবতের পর্যায়ভুক্ত। কিন্তু তাদের পক্ষ থেকে বলা হয়, আমরা মোটেও মিথ্যা বলছি না- এসব দোষ-ত্রুটি তাদের মাঝে রয়েছে। মহানবী (সা.) বলেছেন, তোমাদের কোন ভাইয়ের মাঝে যদি কোন দোষ থাকে, আর তোমরা যদি তার অনুপস্থিতিতে সেই দোষ-ত্রুটি নিয়ে আলোচনা কর– তাহ'লে এটিই গীবত। আর যদি তার মাঝে সেই দোষ না থাকে, যার উল্লেখ তোমরা করছ, তবে সেটি হবে অপবাদ।

অতএব, এসব মন্দকর্ম থেকে বিরত থাকাও আমাদের জন্য আবশ্যক। উত্তম-গুণাবলী অবলম্বন করে চলা আমাদের কর্তব্য। তখনই আমরা সেই-সব লোকদের অন্তর্ভূক্ত হতে পারব, যারা পুণ্যের দিকে আহ্বান করেন এবং মন্দকর্ম হতে বিরত রাখেন।

অতএব, সর্বদা স্মরণ রাখা উচিত, আল্লাহ্ তা'লার আহ্বানে প্রকৃত-অর্থে তখনই সাড়া দেয়া হবে, যখন আমরা সব-ধরনের আদেশ-নিষেধকে নিজেদের জীবনে অবলম্বন করব। সর্বাগ্রে নিজের সংশোধন করব, এরপর জগদ্বাসীর সংশোধন করব, যা আমাদের কাজ। আর তখনই وَلْيُؤْمِنُوا بِي অর্থাৎ-'আমার প্রতি ঈমান আন'– এর সত্যায়ন-স্থল হব। অন্যথায়, আমাদের ঈমান পরিপূর্ণ নয়। আল্লাহ্ তা'লা فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي 'র পর يُؤْمِنُوا بِي উল্লেখ করে যে দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, তা হল, আল্লাহ্ তা'লার বিধি-বিধানের উপর আমল করা, আর প্রত্যেক-ধরনের উন্নত নৈতিক-গুণাবলীই ঈমানকে পরিপূর্ণ করে, দাসত্বে অতুলনীয় করে তোলে। অতএব, আল্লাহ্ তা'লার বিধি-নিষেধের উপর আমাদেরকে পূর্ণরূপে আমল করারও চেষ্টা-সাধনা করা উচিত।

রমযানের শেষ এ-দিনগুলোতে এ-অঙ্গীকার করুন, আমরা আমাদের আধ্যাত্মিক এবং নৈতিক-মানকে উচ্চ-মার্গ পর্যন্ত পৌঁছানোর আপ্রাণ চেষ্টা করব। শুধু তাই নয়, আল্লাহ্ চাইলে এতে প্রতিষ্ঠিতও থাকব। যেসব কল্যাণকে এ-রমযানে আমরা অবলোকন করেছি, তাকে সর্বদা সুপ্রতিষ্ঠিত রাখার চেষ্টা করব।

আল্লাহ্ তা'লার আশিস আত্মস্থ করারও চেষ্টা করব এবং করতে থাকব। এ-কল্যাণময় মাসে আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশাবলী অনুযায়ী পরিচালিত হয়ে তাঁর সত্যিকার-বান্দা হবার চেষ্টা করতে হবে। অবশিষ্ট যে ক'দিন রয়ে গেছে, তাতে পূর্ণ-চেষ্টা, সাধনা করুন। অঙ্গীকার করুন, খোদার নৈকট্য লাভের এই চেষ্টা-সাধনাকে রমযানের পরেও ইনশাআল্লাহ্ তা'লা অব্যাহত রাখব।

আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এর সৌভাগ্য দান করুন। (আমীন)

(জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ ও বাংলা ডেস্কের যৌথ প্রচেষ্টায় অনুদিত)

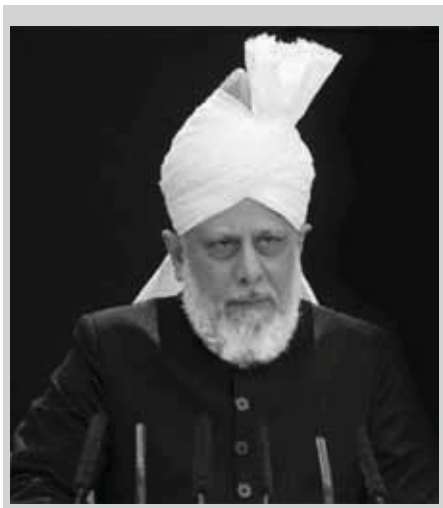

জুমুআর খুতবা

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) কর্তৃক লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত ৩ আগস্ট ২০১২-এর (৩ যহুর, ১৩৯১ হিজরী শামসি) জুমুআর খুতবা।

মুমিনের গুণাবলী

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ،
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۞ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۞ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۞
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۞ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۞

বাংলা ডেস্ক নিজ দায়িত্বে খুতবার এই বঙ্গানুবাদ উপস্থাপন করছে।

যাদের হৃদয়ে খোদা তা'লার ভয় রয়েছে, তারাই আলেম'। এখন যাচাইবাছাই করা আবশ্যক, যাদের মাঝে খোদা-ভীতির বৈশিষ্ট্য নেই ও আল্লাহ্‌র তাক্বওয়া বিদ্যমান নেই, তারা কখনো এ (আলেম) উপাধি দ্বারা সম্বোধিত হবার যোগ্য নয়।

إِنَّ الَّذِينَ هُم مِّنْ خَشْيَةِ رَبِّهِم مُّشْفِقُونَ ﴿٥٨﴾ وَالَّذِينَ هُم بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ﴿٥٩﴾ وَالَّذِينَ هُم بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ ﴿٦٠﴾
وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوا وَّقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ ﴿٦١﴾ أُولَٰئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ ﴿٦٢﴾

جَزَاؤُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۖ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ۚ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ ﴿٩﴾

এ আয়াতগুলোর অনুবাদ হল, 'নিশ্চয়ই যারা নিজেদের প্রভু-প্রতিপালকের ভয়ে (পাপ থেকে বাঁচার জন্য) সব সময় সর্তক থাকে এবং যারা তাদের প্রভু-প্রতিপালকের নিদর্শনাবলীর প্রতি ঈমান আনে এবং যারা তাদের প্রভু-প্রতিপালকের শরীক সাব্যস্ত করে না এবং যারা তাদের প্রভু-প্রতিপালকের কাছে নিশ্চয়ই ফিরে যাবে বলে হৃদয় ভীত থাকা অবস্থায় (আল্লাহ্‌র দেয়া ধনসম্পদ থেকে সাহায্য লাভের যোগ্য লোকদের) খরচ দিয়ে থাকে, এরাই ভাল কাজে দ্রুত এগিয়ে যায় এবং এতে একে অন্যকে ছাড়িয়ে যায়।' (সূরা আল্ মো'মেনূন: ৫৮-৬২)

'এদের প্রভু-প্রতিপালকের কাছে এদের প্রতিদান হল চিরস্থায়ী বাগানসমূহ, যার পাদদেশ দিয়ে নদ-নদী বয়ে যায়। সেখানে এরা অনন্তকাল ধরে থাকবে। আল্লাহ্ এদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং এরাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট। এ (সব) তারই জন্য, যে তার প্রভু-প্রতিপালককে ভয় করেছে।' (সূরা আল্ বাইয়্যেনাহ্: ৯)

গত খুতবায় রমযানের বরাতে কথা হচ্ছিল, রমযান থেকে পরিপূর্ণ লাভবান হতে হলে নিজের কথা ও কাজের সংশোধন করা আবশ্যক। এমনটি হলে পরেই এ-রোযা আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের কারণ হয়। আমি আরো বলেছিলাম, মনে আল্লাহ্‌র ভয় রেখে যে রোযা রাখা হয়, তা রমযানের কল্যাণে কল্যাণমন্ডিত হয়। যেহেতু রোযা প্রসঙ্গে কথা হচ্ছিল, তাই রোযার সাথে 'খাশিয়্যাত' বা আল্লাহ্‌র-ভয়কে যুক্ত করা হয়েছিল এবং এর মাঝে যোগসূত্রের উল্লেখ করা হয়েছিল। আর মানুষ যেসব পুণ্য করার চেষ্টা করে, তা তখনই প্রকৃত-পুণ্য হয়, যখন মনে আল্লাহ্‌র ভয় থাকে। তখন আমি বলেছিলাম, কিছু কথা বাকী রয়ে গেছে। 'খাশিয়্যাত' বা 'আল্লাহ্‌র ভয়'-এর ব্যাখ্যা করতে চাচ্ছিলাম। যাহোক, এ-বিষয়ে আজ আমি আরো কিছু কথা সবিস্তারে বলব।

সাধারণত আমরা 'খাশিয়্যাত'-শব্দ ব্যবহার করি। এ-শব্দের আসল তত্ত্ব বুঝতে পারলে পুণ্য করার মানও বৃদ্ধি পাবে। তাই আমি আজ এ-শব্দের আভিধানিক অর্থও বর্ণনা করব। সাধারণত

'খাশিয়্যাত'-শব্দের অর্থ করা হয় ভয়। নিঃসন্দেহে এটিও সঠিক অর্থ এবং যার মাঝে 'আল্লাহ্-ভীতি' থাকে, তা তাকে পুণ্যকর্মের প্রতি মনোযোগী করে। তবে স্মরণ রাখতে হবে, আল্লাহ্‌র ভয় অন্য সাধারণ ভয়-ভীতির মতো নয়। আভিধানিকগণ তাই এর ব্যাখ্যাও করেছেন।

উদাহরণস্বরূপ, একটি অভিধানে লিখা হয়েছে, **'খাশিয়্যাত'**-এ ভয়ের চেয়ে আতঙ্কের অর্থ বেশি পাওয়া যায়। **'খাশিয়্যাত'** ও **'খওফ'** শব্দের মধ্যে আরেকটি পার্থক্য হচ্ছে, 'খাশিয়্যাত শব্দে'-এরূপ ভয়ের অর্থ পাওয়া যায়, যা কোন সত্ত্বার মাহাত্ম্যের ফলে সৃষ্টি হয়। আর **'খওফ'** শব্দে এরূপ ভয়ের অর্থ পাওয়া যায়, যা ভীত-ব্যক্তির দুর্বলতার প্রমাণ বহণ করে। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) অভিধানের আলোকে এ-বিষয়ে বিশদ-ব্যাখ্যা করেছেন। ইমাম রাগেব তাঁর অভিধান 'মুফরাদাতুল কুরআন'-এ লিখেছেন, 'আল্ খাশিয়্যাত'-এরূপ ভয়কে বলে, যা কারো মাহাত্ম্যের ফলে হৃদয়ে সৃষ্টি হয়। এটি সাধারণত সেই জিনিসের জ্ঞান থাকলে হয়, যাকে মানুষ স্বাভাবিক ভাবেই ভয় পায়। এ-জন্যই পবিত্র-কুরআনের আয়াতে বর্ণিত হয়েছে, إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ অর্থাৎ জ্ঞানীরাই আল্লাহ্ তা'লাকে ভয় পায় (সূরা ফাতের: ২৯)। তিনি লিখেন, এ-আয়াতে ঐশী-ভয়ের সাথে আলেম সম্প্রদায়ের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। ইমাম রাগেবের পদ্ধতি হল, তিনি কুরআনের আয়াতের আলোকে শব্দার্থের বিভিন্ন দিক বর্ণনা করেন। আর এক্ষেত্রে তিনি এ-আয়াতের উল্লেখ করেছেন। একই পদ্ধতিতে তিনি আরো বলেন, আল্লাহ্ তা'লার মাহাত্ম্যকে তারাও ভয় পায়, যাদের সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে এসেছে, مَّنْ خَشِيَ الرَّحْمَٰنَ بِالْغَيْبِ অর্থাৎ যারা আল্লাহ্ তা'লাকে গোপনে ভয় করে (সূরা ক্বাফ: ৩৪)। অর্থাৎ অদৃশ্যে ভীত হওয়া তখনই সম্ভব, যখন হৃদয়ে এমন ভয় বিরাজমান থাকবে, যা ঐশী-তত্ত্ব প্রত্যাশী।

অতএব, 'খাশিয়্যাতের' ব্যাখ্যা হল, এমন ভয়কে **'খাশিয়্যাত'** বলে, যা কারো মাহাত্মের ফলে সৃষ্টি হয়– কারো নিজস্ব দুর্বলতার জন্য সৃষ্টি হয় না। আর আল্লাহ্ তা'লার 'খাশিয়্যাত' নিশ্চিতরূপে এমন জিনিস, যাতে আল্লাহ্ তা'লার মহিমা প্রকাশ পায় এবং একজন-দুর্বল বান্দার অসহায়ত্ব ফুটে উঠে।

আল্লাহ্ তা'লার মাহাত্ম কী? দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করা-যে, আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান এবং তিনি সবকিছু পরিবেষ্টন করে রেখেছেন। সবকিছু তাঁরই সৃষ্ট আর তাঁর মাধ্যমেই সুপ্রতিষ্ঠিত। তিনিই একমাত্র অধিপতি, আর তিনি চাইলে সবকিছুই করতে পারেন।

কাজেই, যখন এমন শক্তিশালী ও ক্ষমতার অধিকারী আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস থাকে এবং হৃদয়ে তাঁর ভীতি সৃষ্টি হয়, তখনই মানুষ তাঁর অলৌকিক মহিমা হতে সত্যিকার-কল্যাণ লাভ করতে পারে।

এখানে এ-প্রশ্নও উঠে যে, আল্লাহ্ তা'লা বলেন, আলেম-সম্প্রদায়ের ভেতরই আল্লাহ্ তা'লার প্রকৃত ভয় থাকে। তবে কি সব আলেম বা স্বঘোষিত-আলেম তাদের মনে আল্লাহ্ তা'লার ভয় পোষণ করে? এবং এও প্রশ্ন উঠে যে, যারা আলেম নয়, তারা হয়তো আল্লাহ্ তা'লার প্রত্যাশিত ভয়ের স্তরে পৌঁছতে পারে না। এটিই যদি হয় মান-দন্ড যে, শুধুমাত্র আলেমরাই সেখানে পৌঁছতে পারবে, তাহ'লে আমরা বর্তমানে এমন হাজার হাজার বরং লক্ষ লক্ষ আলেম দেখি, যাদের কথা ও কাজে কোন মিল নেই। যারা সঠিক-ভাবে পবিত্র কুরআনও বুঝে না। যারা এ-যুগের ইমামকে শুধু মানা থেকেই বিরত হয় নি, বরং বিরোধিতার নিকৃষ্টতম-পন্থা অবলম্বন করছে; অথচ তারাই আলেম হবার দাবী করে।

অতএব, এগুলো এ-বিষয়ে ভাবতে বাধ্য করে যে, আল্লাহ্ তা'লা এখানে যেসব আলেমের উল্লেখ করেছেন, তাদের অন্যকোন সংজ্ঞা আছে। আল্লাহ্ তা'লা যাদের আলেম বলেন তারা অন্যকোন ধরনের মানুষ। এমন সবাইকে যদি আলেম মনে করা হয় যারা ধর্মীয় মাদ্রাসা থেকে বাধ্যতামূলক শিক্ষা লাভ করেছে, যেভাবে বর্তমানে আমাদের দেশে সাধারণত ঘুরে বেড়াচ্ছে বা যাদেরকে সাধারণ মানুষ বা তাদের সমাজের মানুষরা আলেম মনে করে, অথবা যারা জাগতিক-জ্ঞানে জ্ঞানী। আলেমের আরেকটি ধরন আছে, অর্থাৎ-শুধু ধর্মীয় নয়, বরং জাগতিক জ্ঞানীরা (আলেমের দলভূক্ত)। অর্থাৎ-যারা জাগতিক-জ্ঞানের উচ্চ শিখরে পৌঁছেছে।

এদের মধ্যে আছেন, বড় বড় বিজ্ঞানী, বিজ্ঞান সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞানের অধিকারী। জাগতিক জ্ঞানে তাদের সমতুল্য আর কেউ নেই। তবে শুধু জাগতিক জ্ঞানীকে আলেম মনে করাও ভুল হবে। কেননা, জাগতিক-জ্ঞান অর্জনকারীদের মধ্যে অনেকে এমনও আছেন, যাদের হৃদয়ে আল্লাহ্ তা'লার ভয় সৃষ্টি হওয়া তো দূরের কথা, আল্লাহ্ তা'লার অস্তিত্বই অস্বীকার করে।

তাই এখানে আলেমের সংজ্ঞা খুঁজতে হবে, প্রকৃত আলেম কে? এখানে নাম-সর্বস্ব জাগতিক- মোহে আচ্ছন্ন ধর্মীয়-আলেমও বোঝানো হচ্ছে না, আর জাগতিক আলেমও নয়। এখানে এ-বিষয়টিও স্পষ্ট করে দিতে চাই, নিঃসন্দেহে ইসলাম পরিপূর্ণ ধর্ম এবং ধর্মীয়-জ্ঞানের অধিকারীরা দাবীও করে, আমরা এ ধর্মের জ্ঞান অর্জন করেছি। অনেকে ইসলামের বাণীও প্রচার করে। ইসলামের প্রসার লাভের বিষয়টিও আল্লাহ্ তা'লার একটি অন্যতম নিয়তি। কিন্তু এটি এমন কোন আলেমের মাধ্যমে হবে না, যার জাগতিক-স্বার্থ আছে অথবা যার পার্থিব- স্বার্থের পরিমাণ বেশি, আর আল্লাহ্ তা'লার ভয় বলতে তাদের ভেতর কিছু নেই।

সম্ভবত আমি পূর্বেও উল্লেখ করেছি, এবার আমেরিকা সফরে যখন টেলিভিশনের প্রতিনিধিরা আমাকে প্রশ্ন করেছে, আমেরিকাতে ইসলাম প্রসারের কতটুকু সুযোগ আছে? আমি তাদেরকে শুধু একথাই বলেছি, আল্লাহ্ চাইলে ইসলাম শুধু আমেরিকাতেই নয়, বরং সমস্ত পৃথিবীতে বিস্তার লাভ করবে। কিন্তু এসব নাম-সর্বস্ব ইসলামের ঠিকাদারদের এবং নাম-সর্বস্ব আলেমদের মাধ্যমে নয়, বরং আহমদীয়া জামাতের মাধ্যমে তা বিস্তার লাভ করবে।

মানব হৃদয় জয় করে শান্তি, প্রেম-প্রীতি ও ভালবাসার শিক্ষা দ্বারা বিস্তার লাভ করবে, উগ্রতা ও সন্ত্রাসবাদের মাধ্যমে নয়। অধিকাংশ আলেমই বর্তমানে এ-শিক্ষা দিয়ে থাকে। এ-শিক্ষা পবিত্র কুরআনের

শিক্ষার-পরিপন্থী। এখন প্রকৃত- ইসলাম কেবল আহমদীয়া জামাতের কাছে আছে, যা এ-যুগের ইমাম এবং প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী (আ.) আমাদেরকে সুস্পষ্টরূপে বলেছেন ও শিখিয়েছেন, পবিত্র কুরআনের শিক্ষার প্রকৃত-জ্ঞান ও তত্ত্ব আমাদেরকে শিখিয়েছেন।

আল্লাহ্ তা'লাকে ভয় করার বিষয়টি আমাদের কাছে স্পষ্ট করে বলেছেন। আর এটিও সুস্পষ্ট করেছেন যে, আল্লাহ্ তা'লার সত্যিকার ভয়ের উপর কারো একক আধিপত্য নেই। উলামা বা জ্ঞানী কেবল একটি মাত্র গোষ্ঠির নাম নয়। আল্লাহ্ তা'লার ভয় কোন সীমাবদ্ধ বিষয় নয়, বরং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) পৃথিবীর সমগ্র মানবজাতিকে খোদা তা'লার সাথে মিলিত করতে এসেছিলেন, মানুষকে খোদাপ্রেমী-মানুষ বানানোর জন্য এসেছিলেন।

মানুষ ততক্ষণ পর্যন্ত খোদাপ্রেমী হতে পারে না যতক্ষণ না তার মাঝে খোদা তা'লার ভয় সৃষ্টি হয়। ইসলাম গ্রহণ করার ফলে বড় বড় চোর-ডাকাতও আল্লাহ্ওয়ালা হয়ে গেছেন। তাদের মাঝে আল্লাহ্ তা'লার ভয় সম্পর্কে সত্যিকার-জ্ঞান ও উপলব্ধির ফলেই এমনটি হয়েছে।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) তাঁর রচনাসমগ্রের অনেক স্থানে 'তাযকেরাতুল আওলিয়া'-হতে বিভিন্ন ঘটনা উদ্ধৃত করেছেন, অনেক স্থানেই এর উল্লেখ পাওয়া যায়। এখন আমি 'তাযকেরাতুল আওলিয়া' থেকে একটি ঘটনা বর্ণনা করছি।

ফুযায়েল বিন আইয়্যায-এর ব্যাপারে 'তাযকেরাতুল আওলিয়া'-তে লিখা হয়েছে, এক রাতে কোন একটি কাফেলা এসে অবস্থান করে, আর তাদের মধ্যে থেকে এক ব্যক্তি এই আয়াত তিলাওয়াত করে,

أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ

অর্থাৎ-যারা ঈমানদার, তাদের জন্য কি সেই সময় আসে নি, যখন তাদের হৃদয় আল্লাহ্ তা'লার ভয়ে ভীত হবে? (সূরা আল্ হাদীদ:১৭)। এ-আয়াতটি ফুযায়েলের হৃদয়ে এতটা প্রভাব বিস্তার করল যে, যেন কেউ তাকে তীর মেরেছে। আর তিনি আক্ষেপ করতে করতে বললেন, এ-লুটপাটের খেলা আর কতদিন চলবে! এখন আমাদের আল্লাহ্ তা'লার পথে চলার সময় এসেছে। এ-কথা বলার পর তিনি আহাজারি করে কাঁদতে শুরু করলেন এবং এরপর থেকে আল্লাহ্কে পাবার সাধনা আরম্ভ করেন।

এরপর একদিন এমন এক মরুভূমিতে পৌঁছালেন, যেখানে কোন কাফেলা তাবু গেঁড়েছিল এবং কাফেলার লোকদের মধ্য থেকে কোন একজন বলছিল, 'এ পথে ফুযায়েল ডাকাতি করে, তাই আমাদের পথ পরিবর্তন করা উচিত'– এ কথা শুনে তিনি বললেন, তোমরা নির্ভয় হয়ে যাও, কেননা আমি ডাকাতি করা ছেড়ে দিয়েছি। অতঃপর, তিনি সেই-সব মানুষের কাছে ক্ষমা চাইলেন, যারা তাঁর থেকে কষ্ট পেয়েছিল।

অবশেষে সেই ডাকাত-ব্যক্তি 'রহ্মাতুল্লাহ্ আলাইহে'-এর উপাধিতে ভূষিত হন। অতএব, এ-হচ্ছে আল্লাহ্-ভীতির পুরস্কার– যখন এই অনুভূতি সৃষ্টি হয়, তখন মুহূর্তের মধ্যেই তা একজন সাধারণ-মানুষকে আলেমদের সারিতে দাঁড় করিয়ে দেয়, বরং চরম নোংরা-মানুষ! যে সে-যুগে নোংরা মানুষ হিসেবে দুর্নাম কামায় আর মানুষ তাকে অপছন্দ করে (সেও আলেমের সারিভূক্ত হয়)। যখন বড় বড় নামসর্বস্ব ও জোব্বাধারী আলেমদেরকে অহংকারে স্ফীত দেখা যায়, যদিও সাধারণ লোকেরা তাদেরকে খুবই পুণ্যবান মনে করে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাদের মধ্যে খোদাভীতি নেই। যারা মানুষের সাথে অহংকার করে, তারা কখনো হৃদয়ে খোদাভীতি রাখে না।

অতএব এখানে আলেমদের ভীত থাকার তাৎপর্য ভিন্ন। এখানে আলেম বলতে কাদেরকে বোঝানো হয়েছে এবং কোন ভয়ের কথা বলা হয়েছে? এর প্রকৃত সংজ্ঞা অন্যকিছু।

আমরা সৌভাগ্যবান! কেননা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে মানার কারণে আমরা এর প্রকৃত সংজ্ঞা সম্পর্কে জানতে পেরেছি। এ সংজ্ঞা আমি তাঁর ভাষায় বর্ণনা করছি, যা তিনি বিভিন্ন সময় উল্লেখ করেছেন। প্রথমে ভেবেছিলাম দু'একটি উদ্ধৃতি নিব। কিন্তু আমি এখানে কয়েকটি উদ্ধৃতি নিয়েছি, যার সবক'টিই বর্ণনা করা জরুরী। সৈয়্যদনা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন, 'মহাপ্রতাপশালী আল্লাহ্কে তারাই ভয় করে, যারা তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব, মাহাত্ম্য, শক্তি, অনুগ্রহ, সৌন্দর্য ও গুণাবলীর প্রতি পূর্ণ-বিশ্বাস রাখে। খোদাভীতি এবং ইসলাম প্রকৃতপক্ষে অর্থের দিক থেকে একই জিনিস, কেননা 'পূর্ণাঙ্গ খাশিয়াত' বা খোদাকে ভয় করার বিষয়টি ইসলামের মূল-উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য আবশ্যক। কাজেই, এই আয়াতের অর্থ এবং সারমর্ম এটিই দাঁড়ায়-সত্যিকার ইসলাম লাভ করার একমাত্র মাধ্যম হচ্ছে, খোদার মাহাত্ম্য ও গুণাবলী সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞান অর্জন'।

অর্থাৎ, এ-আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে, যে-ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'লার গুণাবলী ও তাঁর সত্ত্বা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে, সেই আলেমে পরিণত হয়। অতএব, একজন প্রকৃত-মুসলমান হবার জন্য আল্লাহ্ তা'লার মাহাত্ম্য ও তাঁর গুণাবলী সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা প্রয়োজন এবং এটি খোদাভীতি ছাড়া সম্ভব নয়। এটির জন্য কোন বাছ-বিচার নেই যে, একটি বিশেষ-শ্রেণী অর্জন করতে পারবে আর বাকীরা পারবে না। নিজ নিজ সামর্থ অনুযায়ী প্রত্যেক মু'মিনের জন্য এটি অর্জনের চেষ্টা করা আবশ্যক– তাহলেই ঈমানে উন্নতি হবে। আর তখনই আল্লাহ্ তা'লার সাথে সম্পর্কোন্নয়ন হবে।

অতএব, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) খোদাভীতি ও ইসলামকে একই জিনিস আখ্যায়িত করে একজন সত্যিকার-মুসলমানকে আলেমের কাতারে দাঁড় করিয়েছেন। সাথে সাথে আমাদের উপর দায়িত্ব অর্পণ করেছেন, আল্লাহ্ তা'লার গুণাবলী সম্পর্কে তোমরা জ্ঞানার্জন কর। এরপর আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশানুযায়ী নিজেদের প্রকৃতিতে এ-রঙ ও গুণাবলীর বিকাশ ঘটাও। যখন এ অবস্থা সৃষ্টি হবে, তখন আল্লাহ্ তা'লার কৃপার নিত্য-নতুন দ্বার উন্মুক্ত হবে।

এরপর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন, 'অধিকাংশ ক্ষেত্রে মানুষের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, সে খোদা তা'লা সম্পর্কে পূর্ণ-জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে হিদায়াত বা সঠিক পথ প্রাপ্ত হয়। যেমন, আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন,

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ

অর্থাৎ আল্লাহ্‌র বান্দাদের মধ্যে জ্ঞানীরাই তাঁকে ভয় করে। কিন্তু যারা শয়তান বা দুষ্ট- প্রকৃতির, তারা এই গন্ডি-বহির্ভূত'।

যার স্বভাবে নোংরামি রয়েছে, সে এর বাইরে। অতএব, যে-ব্যক্তি জ্ঞানপ্রাপ্ত হবার দাবী করে, অথচ হিদায়াতের পথে পরিচালিত হয় না– সে আলেম নয়, যতই তার বাহ্যিক জ্ঞান থাকুক না কেন। কেউ যদি বলে, সে কুরআন পড়েছে, তার জেনে রাখা উচিত! পবিত্র কুরআন কোনক্রমেই ভুল নয়, বরং তা শেখার দাবীদারের দাবী ভুল। সে কুরআনের সেই-মর্ম অনুধাবনের চেষ্টা করেনি। নিঃসন্দেহে কুরআন খোদাভীতি-সম্পন্ন হৃদয় সমূহকে প্রজ্ঞা ও জ্ঞান দান করে। কিন্তু অহংকারী এবং ভয়হীন-হৃদয় এবং যালেমরা কুরআন থেকে ক্ষতিগ্রস্থই করে থাকে।

এরপর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন, 'জ্ঞান বলতে যুক্তিবিদ্যা বা দর্শন-শাস্ত্রকে বুঝায় না, বরং প্রকৃত-জ্ঞান হচ্ছে তা, যা কেবল আল্লাহ্ তা'লা নিজ-কৃপায় দান করেন। এ-জ্ঞান আল্লাহ্ তা'লার মা'রেফতের মাধ্যমে লাভ হয় এবং মানুষের মাঝে খোদাভীতি সৃষ্টি করে। আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে বলেন, إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ যদি জ্ঞান-দ্বারা আল্লাহ্ তা'লার ভয়ভীতি বৃদ্ধি না পায়, তাহলে মনে রেখ! সেই জ্ঞান খোদার মা'রেফত বা তত্বজ্ঞান লাভের মাধ্যম হতে পারে না। অতএব, যাদের মুখ থেকে মিথ্যা বৈ আর কিছুই নির্গত হয় না'। যারা মন্দ কথা ছাড়া আর কিছুই বলে না, বর্তমানে পাকিস্তানের অবস্থা দেখুন, বরং এখানেও বেশির ভাগ মসজিদে খুতবায় আহমদীয়া জামাত ও হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বিরুদ্ধে নোংরা কথা ছাড়া আর কিছুই বলে না, এরাই কি ঐ আলেম, যাদের হৃদয়ে আল্লাহ্ তা'লার ভয় বিদ্যমান? অবশ্যই এর উত্তর হবে, 'না'।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, 'মনে রেখ! নির্বোধরাই সর্বদা পদস্খলিত হয়। শয়তানের পদস্খলন জ্ঞানের কারণে নয় বরং নির্বুদ্ধিতার দরুন হয়েছে। যদি তার-মাঝে পরিপূর্ণ-জ্ঞান থাকত, তাহলে সে পদস্খলিত হত না। পবিত্র কুরআনে জ্ঞানকে খাটো করে দেখা হয়নি, বরং বলা হয়েছে, إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ এরপর তিনি (আ.) আরো বলেন, 'অল্প বিদ্যা ভয়ঙ্করী'-এটি একটি প্রসিদ্ধ প্রবাদ বাক্য। অতএব, আমার বিরুদ্ধবাদীদেরকে তাদের জ্ঞান ধ্বংস করে নি, বরং অজ্ঞতা ধ্বংস করেছে'।

তিনি (আ.) পুনরায় বলেন, 'আল্লাহ্ওয়ালা দ্বারা এটি বুঝায় না যে, সে আরবী-ব্যাকরণে বা যুক্তিবিদ্যায় অতুলনীয়, বরং আল্লাহ্ওয়ালা তাকে বলে, যিনি সর্বদা আল্লাহ্‌কে ভয় করেন এবং কোন বৃথা ও অশালীন-কথা বলে না। কিন্তু বর্তমানে অবস্থা এরূপ দাঁড়িয়েছে যে, যে মরদেহ গোসল করায়, সেও নিজেকে আলেম বলে'। কেননা অনেক স্থানে এরূপ রীতি রয়েছে, তারা লাশ গোসল করানোর জন্য নির্ধারিত ব্যক্তিকে খোঁজেন। কারণ, সবাই মৃতকে গোসল করায় না। তাই তারাও নিজেকে আলেম বলতে আরম্ভ করে।

তিনি (আ.) বলেন, 'তারা এটি কেবল বলেই না, বরং এ-উপাধি নিজেদের নামের সাথে যুক্ত করে নেয়। এভাবে, এই 'আলেম' শব্দকে অবজ্ঞা করা হয়েছে। খোদা তা'লার ইচ্ছা ও উদ্দেশ্যের বিপরীত অর্থ করা হয়েছে। অন্যথায়, পবিত্র কুরআনে উলামা শব্দের পরিচয় এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে,

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ

অর্থাৎ যাদের হৃদয়ে খোদা তা'লার ভয় রয়েছে, তারাই আলেম'। এখন যাচাইবাছাই করা আবশ্যক, যাদের মাঝে খোদা-ভীতির বৈশিষ্ট্য নেই ও আল্লাহ্‌র তাক্বওয়া বিদ্যমান নেই, তারা কখনো এ (আলেম) উপাধি দ্বারা সম্বোধিত হবার যোগ্য নয়।

এরপর তিনি (আ.) বলেন, 'আসলে 'উলামা'-হচ্ছে আলেমের বহুবচন। জ্ঞান সেই বস্তুকে বলা হয়, যা সঠিক ও সুনিশ্চিত। কেননা, প্রকৃত-জ্ঞান পবিত্র কুরআন থেকেই লাভ হয়। এটি গ্রীক দার্শনিকদের দর্শন থেকে নয়, আর অধুনা পশ্চিমা-দার্শনিকদের দর্শন থেকেও লাভ হয় না, বরং প্রকৃত-দর্শন সত্যিকার বিশ্বাসের মাধ্যমে লাভ হয়। মু'মিনের পরিপূর্ণতা ও উন্নতির সোপান এটিই, সে যেন আলেমের মর্যাদায় পৌঁছে। এখানে 'বিশেষ' শব্দ ব্যবহার করা হয়নি। মু'মিনের পূর্ণতা এবং খোদা-দর্শন হচ্ছে, সে যেন আলেমের মর্যাদায় উপনীত হয় এবং জ্ঞানের সর্বোচ্চ-স্তর 'হাক্কুল ইয়াকীন' বা অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান অর্জন করে– যা জ্ঞানের চূড়ান্ত মার্গ'।

প্রত্যেক ঈমান- আনয়নকারী মুসলমান বা ঈমানে উন্নতি লাভকারীকে মু'মিন বলা হয়। কিন্তু এটি আবশ্যক নয় যে, তাকে আলেম পাশের ডিগ্রিধারী হতে হবে। বরং বলেছেন, 'সে যেন আলেমের মর্যাদায় উপনীত হয়, সে যেন জ্ঞানের সর্বোচ্চ স্তর হাক্কুল ইয়াকীনের মর্যাদায় উপনীত হয়। যে-ব্যক্তি প্রকৃত-জ্ঞানের পথ লাভে বঞ্চিত এবং মা'রেফত ও সূক্ষ্মদৃষ্টি লাভ করেনি, সে নিজেকে যত ইচ্ছা আলেম বলুক না কেন, প্রকৃত জ্ঞানীর যে বৈশিষ্ট্য ও গুনাবলী এবং প্রকৃত-জ্যোতি ও নূর, যা জ্ঞানের-মাধ্যমে লাভ হয়, তা তার মাঝে পাওয়া যাবে না। বরং এ ধরনের মানুষ সম্পূর্ণরূপে ক্ষতির মাঝে নিমজ্জিত। এরূপ-ব্যক্তি নিজের পরকালকে অন্ধকার ও ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন করে ফেলে। যাদেরকে সত্যিকার তত্বজ্ঞান ও সূক্ষ্মদৃষ্টি দান করা হয়, আর ঐ জ্ঞান, যার ফলশ্রুতিতে আল্লাহ্‌র-ভয় সৃষ্টি হয়, তারা ঐসব লোক, যাদেরকে হাদীসে 'বণী-ইসরাঈলের নবীদের সমতুল্য' আখ্যা দেয়া হয়েছে'। অতএব এরাই হচ্ছেন প্রকৃত-আলেম। বর্তমান যুগের আলেমদের ব্যাপারে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, এই উলামারা দাবী সর্বস্ব আলেম, তাদের কোন আমল নেই। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, **'উলামাউ হুম শাররু মান্ তাহ্তা আদীমিস্ সামায়ে, মিন ইনদিহীম তাখ্‌রুজুল ফিত্‌নাতু ওয়া ফিহীম আউদ'**-অর্থাৎ তাদের উলামারা (এই যুগের আলেমরা) আকাশের নিচে সবচেয়ে নিকৃষ্ট-জীব হবে, কেননা, তাদের মধ্য থেকেই ফিতনার সৃষ্টি হবে, আর তা তাদের মাঝেই ফিরে যাবে।

বর্তমানে আপনারা দেখুন! যত ঝগড়া-বিবাদ হচ্ছে, এগুলো এই নামধারী-আলেমদের কারণেই সৃষ্টি হচ্ছে। তাই এই হাদীস থেকেও বিষয়টি সুস্পষ্ট, প্রত্যেক আলেম অথবা আলেমের দাবীদার আল্লাহ্ তা'লার ভয় রাখে না। আর বর্তমানে, যেভাবে আমি পূর্বেও বলেছি– আমরা দেখছি, অধিকাংশ-ক্ষেত্রে ফিত্না-ফ্যাসাদের কারণ মূলতঃ এই নাম সবর্স্ব আলেমরাই।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) পুনরায় বলেন, 'তাক্বওয়া ও খোদান্বেষণের মাধ্যমেও জ্ঞান অর্জিত হয়। যেভাবে আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং বলেছেন, إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লাকে তারাই ভয় পায়, যারা জ্ঞানী। এটি থেকে স্পষ্ট বুঝা যায়, প্রকৃত-জ্ঞান মানুষের ভেতর খোদার ভয় সৃষ্টি করে। আর খোদা তা'লা জ্ঞানকে তাক্বওয়ার সাথে যুক্ত করে দিয়েছেন। যেব্যক্তি পূর্ণজ্ঞানী হবে, তার মাঝে অবশ্যই খোদার ভয় সৃষ্টি হবে। আমার মতে, 'ইল্‌ম'-এর অর্থ হল, কুরআনের জ্ঞান। এর দ্বারা দর্শন, বিজ্ঞান বা অন্যান্য জ্ঞান বুঝায় নি। কেননা, এগুলো অর্জনের জন্য তাক্বওয়া ও পুণ্যকর্মের শর্ত আবশ্যক নয়। বরং একজন দুস্কৃতকারী আর পাপাচারিও যেভাবে শিখ্‌তে পারে, তেমনি একজন ধার্মিকও শিখতে পারে। কিন্তু কুরআনের-জ্ঞান একজন মুত্তাকী ও ধার্মিক ছাড়া অন্য কাউকে দেয়াই হয় না। তাই এক্ষেত্রে জ্ঞান বলতে 'কুরআনের জ্ঞান'-বুঝানো হয়েছে, যার মাধ্যমে তাক্বওয়া ও খোদার-ভয় সৃষ্টি হয়'।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, 'উলামা'-শব্দের দ্বারা ধোকা খাওয়া উচিত নয়। জ্ঞানী সে, যে, আল্লাহ্‌কে ভয় করে। إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ অর্থাৎ নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌র বান্দাদের মধ্যে থেকে যারা আল্লাহ্‌কে ভয় করে, তারাই আলেম বা জ্ঞানী। তার মাঝে পরিপূর্ণ দাসত্ব ও খোদা ভীতির সেই চূড়ান্ত-পর্যায় সৃষ্টি হয়, যার কারণে সে স্বয়ং আল্লাহ্ তা'লার নিকট থেকে জ্ঞান ও প্রজ্ঞা শিখে এবং এর মাধ্যমে কল্যাণ প্রাপ্ত হয়। আর এ-মর্যাদা মহানবী (সা.)-এর পরিপূর্ণ-আনুগত্য এবং তাঁর প্রতি পূর্ণ-ভালবাসা সৃষ্টির মাধ্যমে অর্জিত হয়। এমনকি মানুষ সম্পূর্ণরূপে তাঁর রঙে রঙ্গীন হয়ে যায়'।

অতএব, এ হল জ্ঞানীর নিগূঢ়-তত্ত্ব এবং উলামাদের 'খোদার ভয়ের' অর্থ। এই উদ্ধৃতিগুলো থেকে যেখানে আমরা প্রকৃত আলেম ও নাম-সর্বস্ব আলেমের পার্থক্য সম্পর্কে জেনেছি, সেখানে আমাদের দৃষ্টিও সেদিকে আকৃষ্ট করা হয়েছে, আমরা যেন প্রকৃত-তাক্বওয়া অর্জন করি, খোদার ভয় সৃষ্টি করি। কেননা, এটি এক মু'মিনের জন্য আবশ্যকীয়, সে যেন 'প্রকৃত-মু'মিন' ও 'মুসলমান' হতে পারে। তাই এ দায়িত্বও আমাদের উপরই অর্পণ করা হয়েছে। এটি কোন বিশেষ-শ্রেণীর সাথে সম্পর্কযুক্ত নয়। তাক্বওয়ার পথে চলার নির্দেশ প্রত্যেক মু'মিনের জন্যই। মহানবী (সা.)-এর আদর্শের উপর পরিচালিত হওয়া প্রত্যেকের জন্য আবশ্যক। কেননা এটি ছাড়া খোদার ভালবাসা অর্জিত হতে পারে না ।

তাই এই রমযানে যেহেতু খোদা তা'লা স্বীয় নৈকট্যের-দ্বার-খুলে দিয়েছেন, আর তাক্বওয়ার ক্ষেত্রে উন্নতি করার সহায়ক ও সাহায্যকারী পরিবেশও সৃষ্টি করে দিয়েছেন, যা রসূল (সা.)-এর আদর্শের উপর পরিচালিত হবার প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, দরস ইত্যাদি হয়, হাদীসের দরস এবং কুরআনের দরসও হয়। আমরা শুনেও থাকি, অতএব, এ-থেকে পুরোপুরি লাভবান হওয়া উচিত। পবিত্র কুরআন পাঠ করে এবং শুনে– জ্ঞান ও তত্বজ্ঞানের সেসব পথ অন্বেষণ করা উচিত, যা তাক্বওয়ার মান উন্নত করে, খোদা-ভীতি সৃষ্টি করে।

শুরুতে আমি যে আয়াত তিলাওয়াত করেছি, সে প্রসঙ্গেও আমি সংক্ষিপ্তাকারে কিছু বর্ণনা করব। আমি যেভাবে বলেছি, প্রথমে পাঠকৃত সূরা মু'মিনের পাঁচটি আয়াতে একজন প্রকৃত মুসলমানের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে, একজন প্রকৃত মুসলমান স্বীয়-প্রভুর ভয়ে সদা কম্পমান থাকে, ভীত-সন্ত্রস্ত থাকে। আর একজন প্রকৃত মু'মিনের মাঝে এই ভীতি থাকা বাঞ্ছনীয়। অর্থাৎ-যেভাবে আমি পূর্বেও বর্ণনা করেছি, আল্লাহ তা'লার মাহাত্ম্য স্বীকার করা, আল্লাহ্ তা'লাকে সমস্ত-শক্তি ও ক্ষমতার আধার জ্ঞান করে তাঁর ভয়ে কম্পমান থাকা। এরাই হল প্রকৃত মু'মিন। এরপর আল্লাহ্ তা'লার 'আয়াত'-এর প্রতি ঈমান আনয়নকারীর উল্লেখ রয়েছে, এরা প্রকৃত মুসলমান। এই 'আয়াত' কী? পবিত্র কুরআনে বর্ণিত আল্লাহ্ তা'লার সকল বিধি-নিষেধ, নিদর্শনাবলী এবং সকল আলৌকিক কার্য-এ সবই 'আয়াত'-এর অন্তর্ভূক্ত। অতএব, এগুলো মেনে চলা প্রত্যেক মু'মিনের জন্য আবশ্যক। প্রকৃত-ঈমান তখনই হয়, যখন ঈমানের সাথে অনুশীলনও থাকে। আর এমন-অনুশীলন পরবর্তীতে ঈমানে উন্নতি লাভের এবং খোদা-ভীতির ক্ষেত্রে উন্নতির কারণ হয়। এরপর বলা হয়েছে, প্রকৃত-মুসলমান তার প্রভু-প্রতিপালকের সাথে কাউকে শরীক করে না। যার মাঝে খোদা-ভীতি থাকে, 'আয়াত'-এর প্রতি ঈমান থাকে, সে প্রকাশ্য-শির্ক না করলেও অনেক সময় কিছু গোপন-শির্ক মানুষের দ্বারা হয়ে যায়। এজন্য সূক্ষ্ম-দৃষ্টিতে নিজের প্রতি দৃষ্টি রাখা আবশ্যক; তখনই একজন প্রকৃত-মুসলমান হতে পারে। নিজের কথা ও কাজকে সর্বদা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখা আবশ্যক। আর এজন্যই চতুর্থ বিষয় এ আয়াতগুলোতে যা বর্ণনা করা হয়েছে, তা হল, তারা ধর্মের সেবাও করে, অর্থ-সম্পদও খরচ করে, সময়ও ব্যয় করে এবং তারা বিধি-নিষেধের উপর আমল করারও আপ্রাণ চেষ্টা করে। এরপরও এ-ব্যাপারে একজন প্রকৃত মু'মিনের হৃদয়ে সদা ভীতি বিরাজ করে যে, সব কিছু তাঁর জন্য করেছি ঠিকই, কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা গ্রহণ করেন কিনা জানি না। কোথাও কোন গোপন ত্রুটি রয়ে গেল কি না, যা খোদা তা'লার সন্তুষ্টির গন্ডির বাইরে নিয়ে যায়, কোথাও কোন গোপন-শির্ক আমার কর্মকে আবার নষ্ট করে দিল না তো? কোন আদেশের উপর আমল না করা বা দুর্বলতা দেখানোয় ঈমানে ঘাটতির কারণ হয় নি তো? আবার কখনো এমন ভয়েরও উদ্রেক হয় যে, আমার খোদা ভীতি লোক দেখানো হচ্ছে না তো?

হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি মহানবী (সা.) কে জিজ্ঞেস করেছেন, 'হে আল্লাহ্‌র রসূল!

وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوا وَّقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ

এই আয়াতের অর্থ কি এটি যে, মানুষ যা চায় করুক, কিন্তু খোদা তা'লার ভয় যেন থাকে। এর উত্তরে তিনি (সা.) বললেন, না, এর অর্থ এটি নয়, বরং এর অর্থ হল, মানুষ পুণ্য-কাজ করবে, আর সেই সাথে খোদাকেও ভয় করবে'। তাই সর্বদা এই বিষয়টি স্মরণ রাখতে হবে, খোদা তা'লা অ-মুখাপেক্ষী। তিনি কোন পুণ্যকে গ্রহণ করেন আবার কোন পুণ্যকে গ্রহণ করেন না। কোনটি তিনি গ্রহণ করবেন আর কোন্‌টি করবেন না, এটি তাঁর ইচ্ছাধীন। এজন্য, সর্বদা এ ভয় থাকা আবশ্যক–

যখন আমরা আমাদের প্রভুর সমীপে উপস্থিত হব, তখন আমাদের সাথে যেন ক্ষমার আচরণ করা হয়। কোন পুণ্যের কারণে কারো গর্বিত হওয়া উচিত নয়। মহানবী (সা.) তাঁর দোয়াসমূহের মাঝে এ দোয়াকেও অন্তর্ভূক্ত করতেন। বর্ণনা পাওয়া যায়, হযরত শাহের বিন হাওশাফ বর্ণনা করেন, 'আমি হযরত উম্মে সালমাকে জিজ্ঞেস করেছি, হে উম্মুল মু'মিনীন! রসূল (সা.) যখন আপনার কাছে থাকতেন, তখন কোন্ দোয়াটি সবচেয়ে বেশি করতেন? এতে হযরত উম্মে সালমা (রা.) বলেন, রসূল (সা.) যে দোয়াটি পড়তেন, তা হল, 'ইয়া মুক্বাল্লেবাল কুলূব, সাব্বিত ক্বালবী আলা দ্বীনিকা', অর্থাৎ-হে হৃদয়ের পরিবর্তনকারী! আমার অন্তরকে তোমার ধর্মের-উপর সুদৃঢ় রাখ। হযরত উম্মে সালমা বর্ণনা করেন, আমি হুযূর (সা.)-কে এই দোয়া নিয়মিত পড়ার কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি (সা.) বলেন, হে উম্মে সালমা! প্রত্যেক মানুষের হৃদয় খোদা তা'লার দু'আঙ্গুলের মাঝখানে রয়েছে, তিনি যার জন্য চান, একে প্রতিষ্ঠিত রাখেন আর যার জন্য চান বক্র করে দেন'।

মহানবী (সা.) আমাদেরকে হিদায়েত দেয়ার জন্য এসেছিলেন। তাঁর আদর্শের উপর পরিচালিত হয়ে সত্যিকার-তাক্বওয়া এবং খোদা-ভীতির প্রকৃত-রূপ জানা যায়। তাঁর অনুসরণ আল্লাহ্ তা'লার প্রিয় বানিয়ে দেয়। স্বয়ং মহানবী (সা.)-এর খোদা ভীতির দৃষ্টান্ত এমন ছিল যে, তিনি আল্লাহ্ তা'লার ভয়ে কম্পমান ছিলেন। তাহলে আমাদেরকে এদিকে কীরূপ দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন?

আল্লাহ্ তা'লা বলেন, যারা নিজের মাঝে এমন অবস্থা সৃষ্টি করতে সক্ষম, তারাই পূণ্যকর্ম এবং কল্যাণের ক্ষেত্রে অগ্রগামী। সর্বক্ষেত্রে, সবসময়, নিজের-অবস্থার প্রতি সজাগ দৃষ্টি থাকলেই পুণ্য এবং কল্যাণের প্রতি মনোযোগ সৃষ্টি হবে, আর মানুষ এর চেষ্টা-সাধনা করতে থাকবে। অথবা যারা নিজেদের মাঝে এমন অবস্থা সৃষ্টি করে, তাদের পদক্ষেপ পুণ্যের পানে ধাবমান হয়ে থাকে। তারা সকল পুণ্য-কাজ করার এবং তাক্বওয়ার ক্ষেত্রে উন্নতি করার চেষ্টা করে। কিন্তু এতেও তারা গর্ববোধ করে না। সর্বাবস্থায় আর সবসময় তাদের হৃদয় খোদা তা'লার প্রতি বিনত থাকে। আর এমন অবস্থাই খোদা তা'লার নৈকট্য লাভের কারণ হয়।

আমাদের প্রতি মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর কৃত অনুগ্রহ-সমূহের মাঝে একটি বড় অনুগ্রহ হল, তিনি আমাদেরকে দোয়া করার পদ্ধতিও শিখিয়েছেন। হাদীসে একটি দোয়ার উল্লেখ পাওয়া যায়, যা মূলতঃ আমাদেরই জন্য। আর আমাদের প্রত্যেকেরই উচিত এই দোয়া করা। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আম্‌র (রা.) বর্ণিত, হযরত রসূলুল্লাহ্ (সা.) এই দোয়া করতেন 'আল্লাহুম্মা ইন্নি আউযুবিকা মিন কালবিন লা ইয়াখ্‌শাউ ওয়া দোয়াইন লা ইয়াসমাউ ও মিন নাফ্‌সিন লা তাশ্‌বিউ ওয়া মিন ইল্‌মিন লা ইয়ান্‌ফাউ, আউযুবিকা মিনহাউলাইল আরবা' অর্থাৎ হে আল্লাহ্! আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি এমন অন্তর থেকে যা বিনত হয় না, আর এমন দোয়া থেকে, যা গৃহীত হয় না, এবং এমন হৃদয় থেকে যা পরিতৃপ্ত হয় না, আর এমন জ্ঞান থেকে, যা হিত-সাধন করে না। এই চারটি বিষয় থেকে আমি তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি'। আল্লাহ্ তা'লা করুন, আমরা যেন এই দোয়ার গুরুত্ব বুঝতে সক্ষম হই।

মহানবী (সা.)-এর বিনয় ও খোদা-ভীতি সম্পর্কিত আরেকটি উচ্চ-মার্গের দোয়াও উপস্থাপন করছি, যা মহানবী (সা.)-এর খোদা-ভীতির পূর্ণ-স্বরূপ আমাদের সামনে তুলে ধরে। বিদায় হজ্জের সময় দোয়া করতে গিয়ে স্বীয় প্রভুর সমীপে তিনি (সা.) নিবেদন করেন, 'হে আল্লাহ্! তুমি আমার কথা শ্রবণকারী আর আমার অবস্থা সম্পর্কে পুরোপুরি অবহিত। তুমি আমার প্রকাশ্য ও গোপন, সকল-বিষয় সম্পর্কে অবগত আছ। আমার কোন বিষয় তোমার কাছে গোপন নেই। আমি এক নিরুপায়-ভিখারী এবং মুখাপেক্ষী। তোমার সাহায্য এবং আশ্রয় প্রত্যাশী, আশঙ্কাগ্রস্ত এবং ভীত, আর নিজের দোষত্রুটি স্বীকার করে আমি তোমার স্মরণাপন্ন হচ্ছি। আমি তোমার কাছে এক অসহায় ও নিঃস্বের মত যাচ্‌না করছি, তোমার দরবারে এক চরম-পাপির মত কান্নাকাটি করছি, এক অন্ধ ও দৃষ্টিহীনের ন্যায় ভীতসন্ত্রস্ত অবস্থায় আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করছি, আমার মস্তক তোমার দ্বারে অবনত। তোমার দরবারে আমার অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছে। আমার দেহ তোমার আনুগত্যে সেজদাবনত আর নাক মাটিতে খত দিচ্ছে। হে আল্লাহ্! তুমি আমাকে তোমার কাছে প্রার্থনা করার ক্ষেত্রে হতভাগা সাব্যস্ত কর না। আমার প্রতি কৃপা ও দয়ার আচরণ কর। হে সবচেয়ে-বেশি প্রার্থনা-শ্রবণকারী এবং সর্বোত্তম দাতা, আমার দোয়া কবুল করে নাও'।

অতএব, এই হল সেই মহান নবী (সা.) যিনি খোদা-ভীতির সুমহান-দৃষ্টান্ত সর্বদা তাঁর উম্মতের সামনে উপস্থাপন করেছেন। তিনি (সা.) খোদা তা'লার সবচেয়ে নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দা ছিলেন এবং তাঁর সাথে যারা সম্পৃক্ত হয়েছেন, তাঁরাও (রাযিয়াল্লাহু আনহুম)-এর শুভসংবাদ লাভ করেছেন। এতদ্‌সত্ত্বেও মহানবী (সা.)-এর প্রতি লক্ষ্য করুন, তাঁর প্রতিটি-বিষয় এবং ব্যবহারিক-কর্মই এই খোদা-ভীতিতে পরিপূর্ণ ছিল। এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে তিনি (সা.) খোদা তা'লার ভয়ে কম্পমান ছিলেন।

অতএব, এই হল উত্তম-আদর্শ ও খোদাভীতি। আমরা যদি মহানবী (সা.)-এর অনুসরণ করে একে নিজেদের জীবনে অবলম্বন করি, এবং নিজেদের অন্তরে এই বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করি, তাহলে আমরাও আল্লাহ্ তা'লার কৃপা- অর্জনকারী হতে পারব।

আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে সৌভাগ্য দান করুন, আমরা যেন এই রমযান মাসে খোদা-ভীতির প্রকৃত-মর্ম উপলব্ধি করে সে অনুযায়ী জীবন যাপন করতে পারি। আল্লাহ্ করুন, এই রমযান যেন আমাদের জন্য আধ্যাত্মিক বিপ্লব সাধনকারী সাব্যস্ত হয়।

(জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ ও বাংলা ডেস্কের যৌথ প্রচেষ্টায় অনুদিত)

আধ্যাত্মিক প্রসাধনী

আলহাজ্জ মওলানা সালেহ আহমদ

হযরত মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ, খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.) ১৯৩৮ সনে এক রুইয়ার (সত্য স্বপ্ন) ভিত্তিতে কাদীয়ান থেকে হায়দ্রাবাদ, দাক্কান যাত্রা করেন। মুঘল- সাম্রাজ্যের পতনের পর হায়দ্রাবাদ দাক্কান ছিল মুসলমানদের জ্ঞান-চর্চার কেন্দ্র। তার (রা.) সফরের উদ্দেশ্য ছিল, সেখানকার অবস্থা পর্যবেক্ষন করে মুসলমানদের উন্নতি ও কল্যাণ- সাধনের এবং তবলীগের পরিকল্পনা জন্য বাস্তবমুখী-পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

এ-সফরে তিনি আগ্রা ও দিল্লী ঘুরে দেখেন। এ-সফরে হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) ১৬ টি ঐতিহাসিক- স্থান ও দৃশ্যপট অবলকোন করেন। এসব ছিল জাগতিক।

তিনি (রা.) এসব জাগতিক-স্থান ও বস্তুকে আধ্যাত্মিক-জগতের সাথে তুলনা ও এর সাদৃশ্য বর্ণনা করে ১৯৩৮ সন এর সালানা জলসায় বক্তৃতা দিতে শুরু করেন এবং ধারাবাহিক ভাবে ১৯৪০, ১৯৪১, ১৯৪৮, ১৯৫০, ১৯৫১, ১৯৫৩,১৯৫৪, ১৯৫৫, ১৯৫৬, ১৯৫৭. ১৯৫৮ সালানা জলসায় এ-বিষয়ের ওপর বক্তৃতা দেন।

এ ধারাবাহিক বক্তৃতা তার (রা.) অপরিসীম জ্ঞান, অদ্বিতীয় বাগ্মিতা এবং 'মুসলেহ মাওউদ' সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীর শতভাগ পুর্ণতার এক অকাট্য দলীল। অদ্বিতীয় এবং **অসাধারণ এ ধারাবাহিক-বক্তৃতা 'সায়রে রুহানী ' নামক পুস্তক-আকারে তিন খন্ডে প্রকাশিত হয়েছে। তা থেকে একটি অংশ চয়ন করে** উপস্থাপন করছি।

এখানে তিনি (রা.) তাঁর বক্তৃতায় জড় জগতের সাথে আধ্যাত্মিক-জগতের তুলনামূলক এক চিত্র অঙ্কন করেছেন। নিম্নে নিজ ভাষায় তা তুলে ধরছি।

এ পৃথিবীর পুরুষ ও মহিলারা নিজেদের সৌন্দর্য-বর্ধনের জন্য কী কী ব্যাবহার করে থাকে?

প্রথমত: এমন ক্রিম ব্যবহার করে থাকে, যা শরীরের ত্বককে কোমল ও নমনীয় করে দেয়। ফলে ত্বকের লোমকূপগুলো খুলে যায় এবং ত্বক থেকে ময়লা ও ক্ষতিকর-পদার্থ বেরিয়ে যায়। এতে করে ত্বক উজ্জ্বল হয়ে উঠে। দ্বিতীয়ত: এমন ক্রিমও ব্যবহার করা হয়, যারফলে তারুণ্য ফিরে আসে, ঝুলে-পড়া ত্বক সুবিন্যস্ত হয় এবং চেহারায় লাবণ্য ও সজীবতা ফিরে আসে।

অর্থাৎ প্রথমত: এমন ক্রিম ব্যবহার করা হয়, যা দিয়ে ত্বকের লোমকূপ খুলে যায় এবং তা থেকে ময়লা ও ক্ষতিকর পদার্থ বেরিয়ে আসে। দ্বিতীয়ত: এমন ক্রিম ব্যাবহার করা হয়, যা বার্ধক্যের ছাপ দূরীভূত করে এবং ত্বকের ভাঁজকে মিটিয়ে দেয়। এ-ছাড়া ফর্সা- দেখানোর জন্য পাউডার ও স্বাস্থ্যবান দেখানোর জন্য বিভিন্ন সেভের লিপষ্টিক ব্যবহার করা হয়।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'লা বলেন **"উযুহু ইয়াউমায়েযিন নাযেরা"**

অর্থাৎ তোমরা এ- পৃথিবীতে পাউডার, ক্রিম ও লিপস্টিক ব্যাবহার করে থাক, কিন্তু তোমরা জাননা, কিয়ামত দিবসে কিছু চেহারা 'নাযেরা' হবে। আরবী শব্দ 'নাযেরা'র অর্থ হল-সুন্দর এবং ঔজ্জল্যময়। এ শর্দ্দ দুটির মধ্যে ব্যাপক অর্থ ও ভাব নিহিত আছে। সুন্দর অর্থ হল যথাযথ-গড়ন ও অঙ্গ- প্রত্যঙ্গের পরিমিত গঠন। ঔজ্জলের অর্থ হল, সুঠাম ও সুসাস্থ্যের অধিকারী হওয়া। আর মানুষের এ সবই তার চেহারার মাধ্যমে প্রকাশ পেয়ে থাকে। এক মানুষের নাক যদি বোঁচা হয়, তবে তার গাল ও ঠোটের বর্ণ রক্তিম ও ফর্সা হওয়া তাকে সুন্দর করে না।

অথবা, কারো চোখ যদি ত্রুটিযুক্ত হয়, অথবা চোখ যদি কলসির মত বড় বড় হয়, অথবা মাথা যদি ছোট হয় যার ফলে মাথার চুল ও চোখের ভ্রূ একাকার হয়ে যায়, অথবা ঠোট দুটো এত বড় হয় যেন দু'টি পাটাতন লাগিয়ে দেয়া হয়েছে, তবে, এরকম কাউকে 'সুন্দর' বলা যাবে না।

আমি গভীরভাবে মনোনিবেশ করে দেখেছি, মানুষের চেহারা বিভিন্ন প্রাণীর-চেহারার সাথে সাদৃশ্য রাখে। এক আঙ্গিকে দেখলে, কারো চেহারা শিয়ালের মত, আবার কারো চেহারা কুকুরের সাথে সাদৃশ্য রাখে। কিছু চেহারা শুকরের মত, তো কিছু চেহারা বিড়াল ও ইঁদুরের সাথে সাদৃশ্য রাখে। সর্বোত্তম চেহারা হল সেই চেহারা, যার সাথে কোন প্রাণীর চেহারার সাদৃশ্য কম থাকে। চেষ্টা করলে, এ-সাদৃশ্য দুর করা সম্ভব।

আমি যেহেতু এ- বিষয়ে এখন বক্তব্য রাখছি না, তাই শুধুমাত্র সংক্ষিপ্ত-ভাবে এখানে এর উল্লেখ করলাম, অধিকাংশ মানুষের চেহারা কোন না কোন পশুর সাথে সাদৃশ্য রাখে।

আল্লাহ বলেন, এ-সব ক্রিম, লিপস্টিক

অথবা পাউডার দিয়ে কী হবে? আসল বিষয় হল, চেহারার গড়ন সঠিক হওয়া। আমার জান্নাতে যারা প্রবেশ করবে, তাদের এসব প্রসাধনী বা ফেস পাউডারের প্রয়োজন হবে না। তাদেরকে তো সাজিয়ে সেখানে নেয়া হবে।

কেউ অন্ধ হলে তার অন্ধত্ব দূর হয়ে যাবে, খোঁড়া হলে তার খুঁড়িয়ে চলা দূর হয়ে যাবে, কারো চোখ সাপের চোখের মত ছোট হলে তাকে যথাযথ আকৃতিতে ফিরিয়ে আনা হবে। কারো দাঁত উচু হলে বা বেড়িয়ে থাক্‌লে সেগুলোকে মতি দিয়ে গড়া হারের মত সাজিয়ে দেয়া হবে।

খোদা তাআলার নৈকট্য-প্রাপ্তদের মধ্যে কোন ধরনের ত্রুটি থাকবে, কিভাবে তা সম্ভব! নিশ্চয়, আল্লাহ তাআলা তাঁর নৈকট্য- প্রাপ্তদের সব ধরনের দোষ-ত্রুটি দুর করে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, এক বৃদ্ধা মহানবী (সা.) কে জিজ্ঞেস করলো ' হে আল্লাহ্‌র রসুল, আমি কি জান্নাতে যেতে পারব? মহানবী (সা.) বললেন, আমার জানা মতে কোন বৃদ্ধা জান্নাতে যেতে পারবে না। একথা শোনামাত্র সেই বৃদ্ধা কাঁদতে লাগলো।

বলতে লাগলো হায় ! আমি দোযখে যাব। মহানবী (সা.) বললেন, আমি কখন বললাম-তুমি দোযখে যাবে? বৃদ্ধা বললো, আপনি বললেন, 'কোন বৃদ্ধা জান্নাতে যাবে না'। মহানবী (সা.) বললেন, কান্না বন্ধ কর। সবাইকে তরুন করে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে, কাউকে বৃদ্ধাবস্থায় জান্নাতে নেয়া হবে না।'

আসল কথা হল, পরকাল জড়জগতের ন্যায় নয়, বরং তা এক আধ্যাত্মিক-জগত। পরকালের বিষয়টি বোঝানোর জন্য আমি জড়জগতের বিষয়াদির (অর্থাৎ ক্রিম, পাউডার, ইত্যাদি) উল্লেক করেছি। নতুবা পরকাল হল সম্পূর্ণ ভিন্ন এক আধ্যাত্মিক-জগত। তবে এ-কথা ঠিক, কোন আত্মা দেহ ছাড়া থাকতে পারে না।

অনেক সময়ে কারো পুত্র-সন্তান হবার সংবাদ স্বপ্নে আম-আকারে দেখান হয়। এরূপ স্বপ্নে আম-এর তা'বীর হল পুত্র-সন্তান। অনুরূপ ভাবে, জান্নাতে যে মদ দেয়া হবে, তা দেখতে মদের মতই হবে, তবে তা পান করলে বুদ্ধি প্রখর হবে এবং তা পানকারী মাতাল না হয়ে জ্ঞান ও প্রজ্ঞায় উন্নতি লাভ করতে থাকবে।

আল্লাহ্‌ তাআলা বলেন: **"উযুহু ইয়াউমায়েযিন নাযেরা"** অর্থাৎ, তোমরা পৃথিবীতে যা ঠিক করতে পারনি, তা আল্লাহ তাআলা ঠিক করে দিবেন। ' নাযেরাতুন' এর এক অর্থ হল সজীবতা। অর্থাৎ-সেদিন তোমাদের সৌন্দর্য প্রস্ফুটিত হবে। তোমাদের স্বাস্থ্যবান হওয়া তোমাদের চেহারা থেকে প্রতীয়মান হবে। এ জড়-জগতে অনেকেই প্রসাধনী ব্যাবহার করে নিজেকে সুন্দর করে দেখাতে চেষ্টা করলেও এদের অনেকেই বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে অভ্যন্তরীন ভাবে অন্তঃসারশূণ্য হয়ে থাকে।

আল্লাহ তাআলা বলেন, আমার কাছে যে পারলৌকিক জীবন রয়েছে, সেখানে ফেস-পাউডার বা অন্যকোন প্রসাধনীর প্রয়োজন নেই। বরং নবজীবন দানের সময় অর্থাৎ পুনরুত্থানের সময় আমরা তাদের বাহ্যিক- আকৃতি ও গড়ন সুন্দর করে দিব এবং এমন ঔজ্জল্য ও সজীবতা দান করবো, যা তাদের চেহারা থেকে বিচ্ছুরিত হবে।

আল্লাহ্‌ তাআলা বলেন, **"উযুহু ইয়াউমায়েযিন মুসফিরা, মুসতাবশিরাতুন যাহিকাহ"** অর্থাৎ, সেদিন কতগুলো চেহারা হবে উজ্জ্বল, হাসিখুশী (ও) আনন্দিত। সেদিন জান্নাতে প্রবেশকারীদের চেহারা চমকাতে থাকবে। এ-পৃথিবীতে অনেক মানুষ সাদা রংয়ের হয়ে থাকে।

তবে এ সাদা রঙ কয়েক প্রকারের হয়ে থাকে। যেমন বলা হয়ে থাকে, ওমুক লোকটি ফর্সা, তবে মোমের মত। আরেক ধরনের সাদা রঙ হয়ে থাকে, যা মতির মত আলো বিচ্ছুরিত করে থাকে। আল্লাহ তাআলা বলেন, তারা ফর্সা হবে, তবে তা থেকে আলোর বিচ্ছুরন ঘটবে।

আল্লাহ বলেন, তারা **"যাহিকাহ"** হবে, অর্থাৎ-তারা হাসি-খুশি ও উজ্জ্বল-চেহারার হবে। এ পৃথিবীতে যে ফেসপাউডার ব্যাবহার করা হয়, তা ব্যবহারকারীকে আনন্দ দেয় না। আমি বইয়ে পড়েছি, মহিলারা ফেসপাউডার লাগানোর পর হাসলে চেহারায় ভাঁজ পড়ে যেতে পারে বলে হাসে না। আল্লাহ তাআলা বলেন, আমরা অকৃত্রিম রূপ দান করবো, তাতে করে তোমার যত ইচ্ছা হাসো, তোমাদের চেহারায় কোন ভাঁজ পড়বে না।

আমি শুনেছি, কিছু মহিলা নিজের সাথে ছোট-আয়না ও ফেস-পাউডার রাখে। কোন অনুষ্ঠানের সময় তারা অনুভব করল যে, চেহারার পাউডার নষ্ট হয়ে গেছে বা পড়ে গেছে ,তারা সেখান থেকে উঠে গিয়ে পুনরায় ফেস পাউডার লাগিয়ে আসে। আল্লাহ তাআলা বলেন, আমার ফেস পাউডার অদ্ভুত। তোমরা যত ইচ্ছা হাসাহাসি কর তা নষ্ট হবে না। আমরা যে প্রসাধনী দিয়ে তোমাদেরকে সাজাবো, তাতে তোমাদের চেহারার ঔজ্জ্বল্যও বৃদ্ধি পাবে এবং সে হাস্যবদন হবে। আল্লাহ্‌ তাআলা বলেন **"মুসতাবশিরা"** অত্যন্ত আনন্দিত হবে। এ জগতে ফেস পাউডার ব্যাবহারকারী মহিলারা চিন্তিত থাকে, তার স্বামী কোথাও অন্য মহিলার রূপসজ্জা দেখে সেই মহিলার প্রতি না আসক্ত হয়ে পড়ে, এতে তার সংসার না ভেঙ্গে যায়। কিন্তু আমার জান্নাতে এরকম হবার কোন আশংকা নেই। প্রত্যেকেই তার প্রভূর পক্ষ থেকে আশীষ-মন্ডিত হবার কারণে আনন্দিত হবে।

আল্লাহ বলেন **"উযুহু ইয়াউমায়েযিন নায়েমাহ"** সেদিন অনেক চেহারা হবে সজীব, সতেজ । এ পৃথিবীতে মানুষ ত্বককে নরম ও মসৃন করার জন্য প্রসাধনী ব্যাবহার করে থাকে। আল্লাহ তাআলা বলেন : **"উযুহু ইয়াউমায়েযিন নায়েমাহ"**

আমাদের এখানে (অর্থাৎ জান্নাতে) এসব প্রসাধনীর কোন প্রয়োজন নেই। কেননা, জান্নাতে যে-অবয়ব দেয়া হবে, তা হবে মসৃন ও নরম। এমন ত্বক দেয়া হবে না যে, শীত আসলে তা শুষ্ক ও খসখসে হয়ে যাবে। আর গরমকালে ত্বকে ভাঁজ পড়ে যাবে ও ঝুলে পড়বে। বরং জান্নাতে যে অবয়ব দেয়া হবে, তা সর্বদা নরম, মসৃন,সুন্দর, ফর্সা,উজ্জ্বল, চিরসজীব ও আকর্ষণকারী-রূপ হবে। কোন কৃত্রিম-প্রসাধনীর প্রয়োজন হবে না। সব কিছু খোদার পক্ষ থেকে দান করা হবে।

(সায়রে রূহানী, পৃষ্ঠা: ২৪৬-২৪৯)

হারানো দিনের কথা

সরফরাজ এম, এ, সাত্তার রঙ্গু চৌধুরী

দিন, ক্ষণ, মাস, বর্ষ, পাড়ি দিয়ে এমনিভাবে এক, দুই করে জীবনের অনেকগুলি বছর অতিবাহিত করেছি। এখন ভাটির-টানে শেষ-প্রান্তে পৌঁছে দেহ, মন, লেখনি, ক্রমশই যেন শ্রান্ত হয়ে আসছে। জীবনের এতগুলি দিন কিভাবে যেন এক-নিমিষে কোথায় হারিয়ে গেল, ঠাওর করে উঠতে পারছি না। জীবনটা যেন স্বপ্নের চাইতেও ক্ষুদ্র মনে হচ্ছে। এর-ই মধ্যে হারিয়েছি অনেক বন্ধু-বান্ধব, সত্য-সাধক, মনীষিবৃন্দকে। যাঁদের মন-প্রাণ ছিল মধুময়, স্নেহ, প্রেম, প্রীতি, মায়া-মহব্বতে ভরপুর, যাঁরা রেখে গেছেন ঈমানে-আমলে বিরল দৃষ্টান্ত। যাঁদেরকে কখনো ভুলা যায় না। জীবন-সায়হ্নে বসে মনে পড়ে হারিয়ে-যাওয়ার সেই সকল সত্য-সাধক বীর-মনষীগণকে।

সত্যনিষ্ঠার জন্য যে-সকল মনীষীগণ বহু লাঞ্চনা, অত্যাচার, নির্যাতন, নিপীড়ন. বাধা-বিঘ্ন, দুঃখ-কষ্ট অকাতরে সহ্য করেছেন, এমনকি সত্যকে রক্ষার নিমিত্তে তাঁরা অম্লান-বদনে মৃত্যুকে পর্যন্ত বরণ করে নিয়েছেন, এই সকল সত্যসাধক, মনীষীগণের আত্মত্যাগ সম্পর্কে একটু ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। সুখে-দুঃখে, বাঁধা-বিপত্তিতে, সর্বাবস্থায় সর্বশক্তিমান-আল্লাহ্ তাআলার উপর দৃঢ়বিশ্বাস ও তাওয়াক্কুল এবং আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান হয়ে ধৈর্যের মাধ্যমে সকল প্রকার বাধা-বিপদ অতিক্রম করে সত্যের পথে অটল ছিলেন।

পাক কালামে আল্লাহ্ তাআলা বলেন, "যামানার কসম, নিশ্চয়ই মানুষ ক্ষতির মধ্যে রয়েছে, কিন্তু তারা ব্যতীত, যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকার্য করে, সত্যের উপর অটল থাকতে পরস্পরকে উপদেশ প্রদান করে এবং ধৈর্য ধারন করার জন্য পরস্পরকে উপদেশ দেয়।" সে যা-হোক, তখন বৃহত্তর-ফরিদপুর জেলার এ,ডি,এম ছিলেন মরহুম খলিলুর রহমান খাদিম সাহেব। তিনি ছিলেন উদার ও মহৎ-প্রাণের অধিকারী। তিনি যেখানেই যেতেন, তবলীগ করতেন। এটাই তাঁর মহৎগুনের পরিচয় প্রদান করে। পদের কোন গর্ব বা অহংকার তার মধ্যে ছিল না। তার ক্ষমতানুযায়ী বহু আহমদী-যুবককে তখনকার সময়ের পি, এল, এ, এবং অন্যান্য চাকুরী দিয়েছেলিন। তাঁর কথা ছিল, কোন আহমদী-যুবক যেন বেকার না থাকে। ঢাকার বকশীবজার দারুত তবলীগের জায়গাটি খরিদ করার পেছনে তাঁর যথেষ্ট অবদান রয়েছে। এটা ছিল একটা হিন্দুর বাড়ী। দু'টি পাকা ঘর, একটি দক্ষিণ দিকে, অন্যটি পশ্চিম দিকে। দক্ষিণ দিকের একতলা পাকা ঘরটি দুই-কামরা বিশিষ্ট, তিনদিকে ছিল খোলা বারান্দা, যা ভেঙ্গে বর্তমানে কয়েকতলা করা হয়েছে।

তখনকার দিনে জামাতের অর্থনৈতিক অবস্থা খুবই নাজুক ছিল। প্রথমে এই বাড়িটি ভাড়ায় নেয়া হয়। বাড়ির মালিক দেশ বিভাগের আগেই কলকাতায় চলে যায়। তজ্জন্য জনাব খলিলূর রহমান সাহেবকে কয়েকবার কলকাতায় উক্ত জমির মালিকের কাছে যেতে হয়েছে। বহু চেষ্টা-প্রচেষ্টার ফলে বর্তমান সময়ের তুলনায় খুবই অল্প-দামে বাড়ীটি খরিদ করা হয়। যা হোক, জনাব খলিলুর রহমান খাদিম সাহেব যখন ফরিদপুর জেলার এ,ডি,এম, তখন তারই তবলীগে এককালের নামজাদা খ্রীষ্টান পাদ্রী ডঃ উইলিয়াম হুসেন উদ্দিন খান প্রকৃত-সত্যকে উপলব্ধি করে বয়আত গ্রহণ করে পবিত্র আহমদী-সিলসিলায় দাখিল হন। সে ১৯৫১ কিংবা ১৯৫২ সালের কথা।

ঢাকা সালানা-জলসায় ডঃ উইলিয়াম হুসেন উদ্দিন খানের একটি বক্তৃতা ছিল, যাতে 'তিনি কেন খ্রীষ্টান হয়েছিলেন', এ-বিষয়ে তাঁর জীবনের ঘটনা তুলে ধরেন। তিনি তাঁর বক্তব্যে বলেন, মুসলমান থেকে খ্রীষ্টান হওয়ার জন্য দায়ী একমাত্র আলেম সমাজ। তারা বিশ্বনবী রাহমাতুল্লিল আলামীন হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সা.)কে মদীনার মাটিতে শোয়ায়ে রেখে আসমানের দিকে তাকিয়ে আছে, কবে-নাগাদ খ্রীষ্টানদের নবী যীশু (ঈসা আ.) আসমান থেকে নেমে এসে তাদেরকে উদ্ধার করবে। এই বিশ্বাসের ফলেই খ্রীষ্টান পাদ্রীদের মোকাবেলায় পরাস্ত হয়ে বহু নামজাদা-আলেম খ্রীষ্ট-ধর্ম গ্রহণ করে উল্টা পথের যাত্রী হয়েছে। যেমনঃ মৌলভী হামিদ উদ্দিন খান, মৌলভী আব্দুল্লাহ্ বেগ, কাজী সফর আলী, মৌলভী আব্দুর রহমান, মৌলভী নিজামুদ্দিন, দিল্লীর জামে মসজিদের ইমাম এবং অন্যান্য আরো অনেকে, আমি স্বয়ং তাঁর সাক্ষী। করুণাময় আল্লাহ্ তাআলা তাঁর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সঠিক সময়ে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)কে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) রূপে কাদিয়ানে আবির্ভূত করলেন। তিনি এসে ঐশী-বাণী প্রাপ্ত হয়ে ত্রিত্ববাদী খ্রীষ্টানদের খোদার পুত্র খোদা যীশুর (ঈসা আ.) মৃত্যু সাব্যস্ত করতে কাশ্মীরে তার কবর দেখিয়ে খ্রীষ্টানদের ধর্ম চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়েছেন। মুসলমান থেকে খ্রীষ্টান হওয়ার স্রোত বন্ধ হলো। খ্রীষ্টানদের ধর্মবিশ্বাস একটা মিথ্যা-স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত। হযরত ঈসা (আ.) এর মৃত্যু প্রমাণে তাদের কোন ধর্মই থাকে না।

তখন প্রাদেশিক আমীর ছিলেন মরহুম জনাব মৌলভী মোহাম্মদ সাহেব। তিনি ছিলেন বাঁকুড়া জেলার অধিবাসী। চাকুরী-জীবনে তিনি ছিলেন জজ-সেরেস্তাদার। তিনি তখন কুমিল্লায় থাকতেন। জেনারেল সেক্রেটারী ছিলেন সাবেক ন্যাশনাল আমীর জনাব মোহাম্মদ মোস্তফা আলী সাহেব। তখন ঢাকায় সালানা জলসার মেহমানগণের সংখ্যা একশ' পুরা হতো কিনা সন্দেহ। তখন খাওয়া-দাওয়া হতো মাটির সান্‌কিতে। মনে পড়ে, জনাব মোহাম্মদ মোস্তফা আলী সাহেব, জনাব মওলানা ফারুক আহমদ সাহেবের পিতা মরহুম মওলানা মমতাজ আহমদ সাহেব ও আমরা এক-সাথে বসে মাটির সান্‌কিতে ভাত খেয়েছি। মরহুম মাওলানা মমতাজ আহমদ সাহেব ছিলেন একজন বিজ্ঞ-আলেম। মিষ্টি-

মধুর সদালাপি রসিক-ব্যক্তি। তিনিই সর্বপ্রথম কুরআন করীমের বঙ্গানুবাদে হাত দেন, যা কিনা পাক্ষিক আহমদীতে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশ হতো। তাঁর মনটা ছিল খুবই উদার, স্নেহ-মহব্বতে ভরপুর। রসিকতার সুরে তাঁর মনের অনেক-কথা বলে তিনি আমাদেরকে হাসাতেন। তিনি ছিলেন শ্রীহট্ট জেলার অধিবাসী। পবিত্র আহমদীয়া সিলসিলায় দাখিল হবার আগে তার এলাকায় তিনি একজন খ্যাতনামা আলেম বলে পরিচিত ছিলেন। জ্ঞানে-গুণে তিনি ছিলেন খ্যাতিমান।

এলকাবাসী তাঁকে খুবই ভক্তি শ্রদ্ধার চোখে দেখতো। কিন্তু পবিত্র আহমদী-সিলসিলায় দাখিল হওয়ার পর নবীর সুন্নাতানুযায়ী তার উপর শুরু হয় মুখালেফাতের প্রবল ঝড়-তুফান। এমন কি, তজ্জন্য ইট- পাটকেলও খেতে হয়েছে তাঁকে। যাকে দেখলে লোক দূর থেকে সালাম দিত, তিনি হলেন সমাজের বুকে হাসি-তামাশা আর ব্যাঙ্গ-বিদ্রূপের পাত্র। রাস্তা দিয়ে চললে অঙ্গুলি-সংকেত করে বলতো, ঐ দেখ, কাদিয়ানী লোকটা যাচ্ছে, এ লোকটা বলে কিনা হযরত ঈসা (আ.) অন্যান্য নবীগণের ন্যায় মারা গেছে। তাঁর কবর নাকি কাশ্মীরে বিদ্যমান। আমরা বাপ-দাদা, চৌদ্দ-পুরুষ যাবত যা বিশ্বাস ও পালন করে আসছি তাও কি এখন মিথ্যা হতে পারে? আমাদের আলেম ওলামাগণ কি কুরআন হাদীস পাঠ করেন না, তারা কিছুই জানে না, বুঝে না? আমাদের এতো বড় বড় ডিগ্রীধারী আলেম-ওলামাগণ বলছে এক কথা, আর তিনি বলছেন কিনা তার উল্টা, অদ্ভুত, নতুন-কথা। এই বলে হাসি-তামাশা করতো।

সত্যকে গ্রহণ করার পিছনে বিদ্যার গর্ব একটি বড় বাধা। মওলানা সাহেব বলতেন, আহমদী সিলসিলায় দাখিল হওয়ার আগে আমার মধ্যেও বিদ্যার-গর্ব ছিল। অত:পর যখন আমার সৌভাগ্য হলো এবং আহমদী-সিলসিলায় দাখিল হলাম, তখন আমি বুঝতে পারলাম, আমি কিছুই জানিনা, কিছুই শিখিনি, কিছুই বুঝিনি। জীবনভর কিতাব-হাদীস পড়ে যা শিখেছি, সবই বৃথা। আমাকে নতুন করে আবার শিখতে হবে। অন্যান্য আলেম-ওলামাগণের ন্যায় আমারও বিশ্বাস ছিল যে, হযরত ঈসা (আ.) আসমান থেকে নেমে এসে তলোয়ার দ্বারা কাফেরদের নিধন করার কাজে লেগে যাবেন।

প্রশ্ন এই যে, বর্তমান এই আনবিক-যুগে কাফেরগণ কি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে প্রাণ দিবে? বিদ্যার অহংকারে এমনি অন্ধ ছিলাম যে, সহীহ বুখারী শরীফে উল্লেখ আছে, প্রতিশ্রুত মসীহ্ মাওউদ (আ.) আগমন করে "ধর্মযুদ্ধ রহিত করবেন"। বিভিন্ন হাদীস শরীফে পাওয়া যায় যে, লবণ যেমন পানিতে গলে যায়, তদ্রুপভাবে হযরত ইমাম মাহ্‌দী ও মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর নি:শ্বাস-প্রশ্বাসে কাফেরগণ আপনা-আপনিই মরতে শুরু করবে। প্রশ্ন দাঁড়ায় যে, যার নি:শ্বাস-প্রশ্বাসে কাফেরগণ আপনা-আপনি মরতে শুরু করবে, তাদের সাথে ঢাল-তলোয়ার নিয়ে যুদ্ধ করার প্রয়োজনটা কি? এই সকল হাদীস নিয়ে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে ভেবে দেখার জ্ঞান-বুদ্ধি, বিবেক, বিবেচনা-শক্তি তখন আমার ছিল না। সে যা হোক, মওলানা মমতাজ আহমদ সাহেব বেশির ভাগ ঢাকার কেন্দ্রে অবস্থান করতেন। উথলী জামাতের প্রতিষ্ঠাতা প্রেসিডেন্ট মরহুম ডা: আমীর হোসেন সাহেবের সাথে তার ছিল খুবই হৃদ্যতা। অবসর-মুহূর্তে মাঝে-মধ্যে তারা উভয়ে অতীত জীবনের হারিয়ে যাওয়া ঘটনাবলী বর্ণনা করে হাসাহাসি করতেন।

এখানে আমি আরেকজন বুযুর্গের কথা উপস্থাপন করছি, যিনি আমাদের মধ্য থেকে হারিয়ে যবনিকার ওপারে চলে গেছেন। তিনি হলেন কুষ্টিয়া জেলার ভেড়ামারা থানাধীন বাহদুরপুর গ্রামের মীর আব্দুল মজীদ সাহেব। তিনি একজন সম্ভ্রান্ত-বংশীয় মর্যাদাসম্পন্ন নম্র-ভদ্র ও অতিথিপরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন। পবিত্র আহমদীয়া সিলসিলায় দাখিল হওয়ার আগে তিনি পীরগিরী করতেন। তাঁর অনেক ভক্ত ছিল। বর্তমানে গোলানগরে সলেমান ফকিরের আস্তানায় প্রতিবৎসর বহু ধুমধামের সাথে যে উরস হয়, সেই সলেমান ফকির ছিল তার একজন ভক্ত। যা হোক, মীর আব্দুল মজীদ সাহেব যুগ-ইমামের তালাশে বহু জায়গা সফর করেছেন। অবশেষ হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)-এর দাবীর কথা শুনে তিনি উথলী এসে মরহুম ডা: আমীর হোসেন সাহেবের আরো কয়েকজন ভক্তবৃন্দসহ ১৯৫৭ সালে বয়আত গ্রহণ করে আহমদী-সিলসিলায় দাখিল হন।

অত:পর তাঁর অন্যতম-ভক্ত মরহুম আব্দুল বারি সাহেব, মরহুম মনিরুদ্দীন সাহেব, আক্তার হোসেন সাহেব, তাঁর হাতে বয়আত গ্রহণ করেন। কিছুদিন পর মওলানা হাবিবুল্লাহ্ সাহেব বাহাদুরপুর গিয়ে নির্বাচনের মাধ্যমে মীর আব্দুল মজীদ সাহেবকে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করে জামাত প্রতিষ্ঠা করেন। অত:পর মওলানা ফারুক আহমদ সাহেব, মোয়াল্লেম মরহুম নূরুদ্দিন আফরাদ সাহেব এবং মৌলভী আবু তাহের সাহেব বাহাদুরপুরে কয়েকবার গিয়েছিলেন। কিন্তু অনেকেই ইন্তেকাল করায় এবং এদিক-ওদিক ছড়িয়ে-ছিটিয়ে যাওয়ার কারণে বর্তমানে সক্রিয়ভাবে সেখানে কোন জামাত নেই।

সালানা জলসা ঢাকা। সন, তারিখ এখন আমার মনে নাই। তখন নামায হতো মসজিদের নীচ তলায়। রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর শোয়ার জন্য বিছানা-পত্র ঠিকঠাক করছেন, কিন্তু আমি সেদিকে খেয়াল না করে শুয়ে পড়ার চেষ্টা করছি। পাশের সেই বুযুর্গ ব্যক্তিটি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "মিয়ার এখন থাকা হয় কোথায়?"

আমি পার্শ্ব-পরিবর্তন করে তার দিকে তাকাতেই তিনি বললেন, "আমার বাড়ি শিমুলিয়া।" আগেই আমি বলেছি যে, আমাদের আহুতিয়া গ্রাম থেকে শিমুলিয়া গ্রামের দুরত্ব মাইল দুই আড়াই। উক্ত শিমুলিয়া গ্রামেই সাব-রেজিষ্ট্রার মরহুম জনাব আবুল হোসেন সাহেবের জন্ম ময়মনসিংহ (বর্তমান-কিশোরগঞ্জ) জেলার পাকুন্দিয়া থানার অধীন শিমুলিয়া গ্রাম। আমরা উভয়েই একই পাকুন্দিয়া থানার এবং একই পাটুয়াভাঙ্গা ইউনিয়নের বাসিন্দা। সে যা-হোক, সালাম আদান প্রদান মোসাফাহা ও কুলাকুলির পর তাঁর জীবনের বহু ঘটনা হৃদয়-নিংড়ানোভাবে বর্ণনা করলেন। আমাদের আহুতিয়া গ্রামের সন্নিকটে পাঁচগাতিয়া গ্রামে জায়গীর থেকে মাসুয়া এম,ই, স্কুলে পাঠ্যাবস্থায় তিনি ১৯১৪ সনে প্রথম-বিশ্বযুদ্ধে সৈনিক-বিভাগে যোগদান করেন।

অত:পর যুদ্ধের অবসানে সাব-রেজিষ্ট্রার হিসাবে চাকুরিতে যোগদান করেন। তিনি যখন বর্তমান কিশোরগঞ্জ জেলার বাজিতপুরের সাব-রেজিষ্ট্রার, তখন বাজিতপুরের সার্কেল-অফিসার ছিলেন মরহুম জনাব খলিলুর রহমান খাদিম সাহেব। তিনি তবলীগি কাজে ছিলেন, খুবই উৎসাহী । যেখানেই যেতেন, তবলীগ করতেন। তাঁরই তবলীগে তখনকার দিনের 'নামযাদা-উকিল' নামে খ্যাত জনাব আনিসুর রহমান সাহেব এবং সাব-রেজিষ্ট্রার জনাব আবুল হোসেন সাহেব বয়আত গ্রহণ করে আহমদী সিলসিলায় দাখিল হন। এরপর শুরু হলো নবী (সা.)-এর সুন্নতানুযায়ী তাঁদের উপরও মোখালেফাতের প্রবল ঝড়। 'কাফের হয়ে গেছেন'–বলে মোল্লারা দিলো ফতোয়া। অজ্ঞ ও অশিক্ষিত মানুষকে মোল্লারা নানা প্রকারে তাঁদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুললো, হরেক রকম সামাজিক-শাসনের ব্যবস্থায় মোল্লারা কোমর বেঁধে উঠে-পড়ে লাগলো। বর্তমান- যুগের ন্যায় তখনকার দিনে লেট্রিনের এমন ব্যবস্থা ছিল না। তখনকার দিনে ছিল

টবের ব্যবস্থা, যা মেথর পরিষ্কার করতো।

সকল প্রকার বিরোধীতায় মোল্লারা যখন নিস্ফল হলো, তখন মেথরদের তারা হুমকি দিল, যাতে জনাব আনিসুর রহমান সাহেবের বাসস্থানের সার্ভিস লেট্রিনের টব পরিষ্কার না করে। মোল্লাদের হুমকির ভয়ে মেথরেরা টব পরিষ্কারে বিরত রইল। বেশ কিছুদিন হয়ে গেল, তিনি মহা-বিপদে পড়লেন। এ-বিষয়টি সাব-রেজিষ্টার জনাব আবুল হোসেন সাহেবের কানে গেলে, তিনি একদিন গভীর রাতে জনাব আনিসুর রহমান উকিল সাহেবের লেট্রিনের সেই টব পরিষ্কার করা ও যথাস্থানে রেখে এসে ওযু-গোসল করে তাহাজ্জুদের নামায আদায় করলেন। সকলেই অবাক হলো এ-কাজটি কার-দ্বারা সম্ভব হয়েছে? যা-হোক, পরবর্তিতে সাব রেজিষ্টার আবুল হোসেন সাহেব তাঁর জন্মস্থান শিমুলিয়া গ্রাম থেকে কটিয়াদী থানাধীন সাহাবী হযরত রইস উদ্দিন খাঁন (রা.)-এর বাড়ির সন্নিকটে নাগের গাঁয়ে একটি বাড়ী নির্মাণ করেন। আমি নাগের গাঁয়ের তাঁর সেই বাড়িতে গিয়েছি, পরবর্তীতে ময়মনসিংহ শহরেও আরো একটি বাড়ি নির্মাণ করেন। তাঁর দুই বিবি ছিলেন। ছোট বিবি ছিলেন ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সৈয়দ সায়ীদ আহমদ সাহেবের কন্যা। তিনি এককালে নায়েব আমীরও ছিলেন। চাকুরীর ফাঁকে যখন তিনি অবসর পেতেন তখনই তিনি নাগের গাঁ থেকে পদব্রজে দুই তিন মাইল রাস্তা অতিক্রম করে পাইকশাহ্ গ্রাম-নিবাসী অসিউজ্জামান খান (সোনা মিয়া)-র বাড়িতে এসে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতেন এবং জামাতী আলাপ আলোচনা করতেন।

অসিউজ্জামান খান সোনা মিয়াকে তিনি খুব ভক্তি ও শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন। কেননা, সাহাবী হযরত রইস উদ্দিন খান (রা.) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত তেরগাতি জামাত ব্যতীত তিনিই এতদঞ্চলে সর্বপ্রথম আহমদী এবং সম্ভ্রান্তবংশীয় নামজাদা লোক ছিলেন। তিনি ছিলেন স্বদেশী আন্দোলনের একজন হোতা। তাঁর বাড়িতে বেশ কিছু দাস-দাসী ছিল, আহমদীয়া সিললিসায় দাখিল হওয়ার পর তিনি দাস-দাসিদের মুক্তি দান করেন। তিনি ছিলেন যুক্তিবাদী, ন্যায়পরায়ণ, সৎ, সাধু, ধর্মপরায়ন ও নির্ভীক এবং আদর্শ-চরিত্রের অধিকারী।

'সোনা মিয়া' এই ডাকনামে তিনি ছিলেন সর্বত্র পরিচিত। তিনি একজন সূক্ষ্মদর্শী ন্যায়পরায়ণ বিচারক ছিলেন। জটিল ও কঠিন শালিসী নিষ্পত্তির জন্য দূর-দূরান্ত থেকে তাঁকে ডাকা হতো। তাঁর বিচার-কার্যে সকলেই হতো মুগ্ধ। সততা, সাধুতা ন্যায়পরায়ণতা, ছোট-বড়, ধনী-দরিদ্র, সকলের সাথে আচার আচরণে ও উত্তম-ব্যবহারে জাতি, ধর্ম নির্বিশেষে সবাই তাকে ভক্তি ও শ্রদ্ধার চোখে দেখত। এতদঞ্চলে একজন প্রভাবশালী সম্ভ্রান্ত-বংশীয়, মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি হয়েও তাঁর মধ্যে গর্ব, অহংকার ও অহমিকা বলতে কিছুই ছিল না। তিনি যুক্তির মাপকাঠিতে যাচাই বাছাই না করে কোন বিষয়কে গ্রহণ এবং বরণ করে নিতেন না। তাঁকে কেউ তবলীগ করেন নি। বর্তমান সময়ের ন্যায় তখনকার দিনে জামাতী পুস্তকেরও এতো প্রাচুর্য ছিল না। তাঁর নেক আমলের কল্যাণে স্বয়ং আল্লাহ্ তাআলাই যেন চোখে আঙ্গুল দিয়ে সত্য ও সঠিক পথ দেখিয়ে দিতেন।

একদিন তিনি কোন-এক কাজ উপলক্ষে গিয়েছিলেন মানিক-খালির সন্নিকট চাঁদপুর গ্রামে। ফেরার পথে বিকাল বেলায় দেখতে পেলেন, তেরগাতি আঞ্জুমান-ই-আহমদীয়া মসজিদ-প্রাঙ্গনে এক ধর্মীয়-সভা হচ্ছে। উক্ত ধর্ম-সভায় বক্তৃতা প্রদান করছেন সুদূর কশ্মীর থেকে আগত একজন ইসলাম-প্রচারক। বিদেশী একজন মওলানার নাম শুনে উৎসাহ-ভরে তিনি উক্ত সভায় যোগদান করেন। বক্তৃতার বিষয়-বস্তু ছিল ইসলাম কি, আল্লাহ্ যেমন পূর্বে কথা বলতেন, তেমনি এখনও কথা বলেন, বর্তমান মুসলমান জাতির পতন ও উত্থানের পথ, দাজ্জাল এবং ইয়াজুজ ও মাজুজ, হযরত ঈসা (আ.)-এর মৃত্যু, হযরত ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর আগমন, ইত্যাদি।

উক্ত সভায় পবিত্র কুরআন হাদীসের যুক্তিসঙ্গত বক্তৃতা শুনে তিনি মোহিত হয়ে গেলেন। কোন-প্রকার প্রশ্ন উত্থাপন না করে সে দিনই বয়আত গ্রহণ করে আহমদীয়া সিলসিলায় দাখিল হয়ে প্রকৃত-সত্যকে মাথা পেতে নিলেন। অত:পর শুরু হল তাঁর নতুন আরেক জীবন। যুগ-নবী এবং অনুসারীগণের বিরুদ্ধে যা হয়ে আসছে, তিনি তা-থেকে বাদ পড়বেন কিরূপে? সুর উঠলো অসিউজ্জামান খান সোনা মিয়া কাফের হয়ে গেছে। বিরুদ্ধবাদী মোল্লাগণ গোপনে রাত্রির অন্ধকারে পাড়ায় পাড়ায় প্রতি ঘরে ঘরে গিয়ে মানুষকে এই বলে উত্তেজিত করে দল পাকিয়ে তুলতে কোমর বেঁধে উঠে-পরে লেগে গেল যে, অসিউজ্জামান খান সোনা মিয়া কাদিয়ানী ধর্ম গ্রহণ করার ফলে কাফের হয়ে গেছে, যা কিনা পিতাকে পুত্র থেকে আলাদা করে, স্বামীকে স্ত্রী-থেকে আলাদা করে, ভাইকে ভাই -থেকে আলাদা করে। তাদের কলেমা পৃথক, নামায পৃথক, নবী পৃথক, কাবা পৃথক। এই বলে নানা-প্রকার মিথ্যা, বানোয়াট-কথা দ্বারা সাধারণ-মানুষকে তাঁর বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলতে লাগলো। সাধারণ মানুষের মনপ্রাণ অতি সরল। তারা অতসব বুঝে না এবং জানে না। বুঝবার এবং জানবার চেষ্টাও তাদের নেই। আলেম ওলেমাগণ যেভাবে, যখন-যা বলেন, তাই তারা বুঝে এবং বিশ্বাস করে। তারা জানে না যে, কাদিয়ানী-ধর্ম কথাটা জ্যাজ্বল্যমান একটি মিথ্যা কথা। কাদিয়ানী কোন ধর্ম অথবা জামাত কিংবা কোন দলের নাম নয়। কাদিয়ান একটি স্থানের নাম। আখেরী যামানার প্রতিশ্রুত মহাপুরুষ হযরত ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর দাবীকারক হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)-এর জন্মস্থান 'কাদিয়ান'-নামক স্থানে বলে তাকে কাদিয়ানী বলা হয়। যেমন, আমাদের দেশেও জন্মস্থানের নামানুসারে জালালাবাদী, নাসেরাবাদী, শিরাজী, ইত্যাদি বলা হয়ে থাকে।

যা-হোক তবলীগের কাজে তিনি খুবই মনোযোগী ও উৎসাহী ছিলেন। তাঁরই তবলীগে ও আদর্শ-চরিত্রে মুগ্ধ হয়ে বানিয়া গ্রাম নিবাসী মরহুম কাজী সৈয়দ আলী সাহেব বয়আত গ্রহণ করে পবিত্র আহমদীয়া সিলসিলায় দাখিল হন। আরো একজন বুযুর্গ, যিনি আমাদের মধ্যে ছিলেন, তিনি হলেন জনাব মির্যা আলী আকন্দ সাহেব, কিন্তু তিনি আজ আর আমাদের মধ্যে নেই। তিনি পরিবার-পরিজনকে নিয়ে নিজ গ্রাম পাইকশাতে একটি জামাত গঠন করে উক্ত জামাতের প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

তার কোন পুত্র-সন্তান ছিল না। তিন কন্যার মধ্যে জ্যেষ্ঠ কন্যার বিবাহ দেন এক নিকট-আত্মীয়ের সাথে, আহমদী সিলসিলায় দাখিল হওয়ার আগে। মেঝো কন্যার বিবাহ দেন নুরুদ্দীন আফরাদ সাহেবের সাথে। ছোট কন্যার বিবাহ দেন তারুয়ায়, কিন্তু পরবর্তীতে এ-বিবাহ টেকসই হয়নি। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর বৃদ্ধ অবস্থায় আহমদনগরে তাঁর মেঝোকন্যার কাছে কিছুদিন অবস্থানের পর ইন্তিকাল করে আহমদনগরের মাটিতে সমাহিত হন।

পরিশেষে মহান আল্লাহ্ তাআলার দরবারে প্রার্থনা করি, যে-সকল সত্য সাধক মনিষীবৃন্দ আমাদের কাছ থেকে হারিয়ে যবনিকার ওপরে ধরা-ছোঁয়ার বাইরে চলে গেছেন, আল্লাহ্ তাআলা তাদের বিদেহী আত্মাকে বেহেশ্‌তের সর্বোচ্চ-স্থান প্রদান করুন, আমীন।

বাংলার কিংবদন্তি

জার্মানীর প্রথম মিশনারী
খান সাহেব মৌলভী মোবারক আলী

মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর বাবুল

(১৯তম কিস্তি)

খান সাহেব মৌলভী মোবারক আলী, জার্মানীর প্রথম মিশনারী। জন্ম : ১৮৮১, মৃত্যু : ১লা নভেম্বর ১৯৬৯।

আমীর হিসেবে তাঁর অবদান

বঙ্গীয় প্রাদেশিক-আঞ্জুমানে আহমদীয়ার চতুর্থ-আমীর খান বাহাদুর আবুল হাশেম খান চৌধুরী ১৯৩৯ সালে কাদিয়ানে অনুষ্ঠিত খিলাফত জুবিলী জলসায় যোগদানের পর কাদিয়ানে স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) নিকট আরজ করেন। তখন হুযূর (রা.) তা মঞ্জুর করে মৌলভী মোবারক আলী সাহেবকে বঙ্গীয়-আমীর নিযুক্ত করেন। ফলে তিনি ১ মে ১৯৪০ তারিখ থেকে আমীরের দায়িত্বে অধিষ্ঠিত হন। তিনি হন পঞ্চম বাঙালি-আহমদী, প্রথম জার্মান মিশনারী, পঞ্চম বঙ্গীয় প্রাদেশিক-আঞ্জুমানে আহমদীয়া আমীর এবং প্রথম পূর্ব পাকিস্তান-আঞ্জুমানে আহমদীয়ার আমীর।

১৯১৩ সালে বঙ্গদেশে প্রথম-প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মণবাড়িয়া আঞ্জুমানে আহমদীয়া প্রতিষ্ঠার পর তিনি বঙ্গীয় আমীর মাওলানা আব্দুল ওয়াহেদ সাহেবের দিকনির্দেশনায় জামাতের বিভিন্ন-মুখী কাজ করেছেন। ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় অনুষ্ঠিত সালানা জলসা ও মজলিসে শূরাসহ বিভিন্ন কর্মসূচি সার্থক ও সফল করতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন এবং বঙ্গদেশের সকল বঙ্গীয়-আমীরের অধীনেই তিনি জামাতের কাজে ফানাফিল্লাহ্ ছিলেন। পরবর্তীতে নিজে এই আমারতের দায়িত্বে সমাসীন হওয়ার পর সেই-অভিজ্ঞতা ও দক্ষতায় দিবারাত্র নিরলসভাবে কাজ করেছেন। তাঁর আমারতকালে জামাতের উন্নয়ন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায় এবং অনেক গতিশীল হয়।

১৯৪০ সালে বগুড়া জেলা স্কুলের প্রধান-শিক্ষকের পদ থেকে অবসর গ্রহণ করে তিনি ঢাকায় চলে আসেন এবং অধিকাংশ সময় বকশীবাজার দারুত-তবলীগে অবস্থান করে বঙ্গীয়-জামাত পরিচালনায় নিয়োজিত হন। চল্লিশ ও পঞ্চাশ এর দশকে বিজ্ঞানের উন্নয়নের ছোঁয়ায় ঢাকাসহ সমগ্র-দেশে যেমন উন্নয়ন আসে, তেমনি আহমদীয়া জামাতেরও অনেক পরিবর্তন সাধিত হয়। তাঁর আমারত কালে ২৩ জানুয়ারি ১৯৪৬ তারিখ বকশীবাজার দারুত-তবলীগের ভূমি আহমদীয়া জামা'তের নামে ক্রয় করা হয়। পূর্বে ১৯৩৬ সাল থেকে এটা ভাড়া হিসেবে ছিল। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) নির্দেশে বঙ্গীয় আমীর খান বাহাদুর আবুল হাশেম সাহেব বঙ্গীয়-জামাতের হেডকোয়ার্টার ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে ১৯৩৬ সালে ঢাকায় স্থানান্তর করেন। প্রথমে হেডকোয়ার্টার অস্থায়ীভাবে স্থাপনের নির্দেশ দেন। পরে স্থায়ী করা হয়। বলাবাহুল্য, ঢাকায় দারুত তবলীগ প্রতিষ্ঠা মূলত: একটি ঐশী মোজেযা। এ-প্রসঙ্গে প্রাক্তন ন্যাশনাল আমীর মৌলভী মোহাম্মদ সাহেব বলেন–

"বাংলার আহমদীয়া জামাতসমূহের ভূতপূর্ব আমীর আবুল হাশেম খান সাহেবের আমারতকালে কোলকাতা শহরের গুরুত্ব বেশি ছিল। তাই, জামাতের কাজের সুবিধার জন্য তিনি কোলকাতায় বাংলার আহমদীয়া জামাতের কেন্দ্র স্থাপন করতে মনস্থ করেছিলেন। বস্তুত তখনকার অবস্থা-দৃষ্টে বাংলার প্রাদেশিক কেন্দ্র কোলকাতায় স্থাপন করাই যুক্তি-যুক্ত বলে মনে হয়েছিল। কিন্তু হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-এর খেদমতে প্রস্তাব প্রেরণ করা হলে তিনি বাংলার জামাতের প্রাদেশিক কেন্দ্র ঢাকায় স্থাপনের নির্দেশ দেন। কিন্তু ঐ সময় ঢাকা শহরে তিন-চার জনের অধিক আহমদী ছিলেন না। তন্মধ্যে মাত্র একজন হাকীম আব্দুল বারী সাহেব ছিলেন স্থানীয় বাসিন্দা। হুযূরের নির্দেশ-মতে ঢাকা শহরে ৪ নম্বর বকশী বাজার রোডস্থ একখানা বাড়ি ভাড়া করে এতে প্রাদেশিক আঞ্জুমানে আহমদীয়ার কেন্দ্রীয়-অফিস স্থাপন করা হয়। অবশেষে ১৯৪৬ সালে ঐ বাড়ি ১৫,০০০/- (পনের হাজার) টাকায় খরিদ করে স্থায়ীভাবে এটাকে প্রাদেশিক-কেন্দ্রে পরিণত করা হয়। এর এক বছর পর দেশ-বিভাগ হলে কোলকাতা শহর ও পশ্চিম বাংলার অন্যান্য জামাতসমূহ এবং পূর্ব পাকিস্তানের মধ্যে এক লৌহ-পর্দার অন্তরায় সৃষ্টি হয়। আল্লাহ্ তাআলাকে শত-শত মোবারকবাদ যে, আমাদের দূরদর্শী হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-র নির্দেশমতে ঢাকায় কেন্দ্র স্থাপিত হবার ফলস্বরূপ পূর্ব পাকিস্তান (বর্তমান বাংলাদেশ–লেখক) জামাত একটি তৈরী-কেন্দ্র পেয়ে গেল। আল্লাহ্ তাআলা যেমন শিশু জন্মের পূর্ব হতে তাঁর অস্তিত্ব ও জীবিকার জন্য মাতৃস্তনে দুগ্ধ সৃষ্টি করে রাখেন, তেমনি নতুন প্রদেশ সৃষ্টি হয়ে নতুন

রাজধানী স্থাপিত হবার পূর্ব-হতে তিনি আপন দুর্বল-জামাতের জন্য প্রাদেশিক কেন্দ্র স্থাপিত করে রাখলেন। দেশ বিভাগের পরে এই কাজ করা অত্যন্ত কঠিন ছিল। কারণ, তখন যে-জমি মাত্র পনের হাজার টাকায় খরিদ করা হয়, বর্তমানে (উনিশ'শ ষাট দশকে–লেখক) ঐ জমির মূল্য তিন লক্ষ টাকারও অধিক। এ-ঘটনার দ্বারা একদিকে যেমন এটা প্রমাণিত হয় যে, হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.)-র এ নির্দেশ আল্লাহ্ তাআলার ইঙ্গিত প্রসূত, অন্যদিকে এটা আহমদীয়াতের জন্য আল্লাহ্ তাআলার সাহায্য ও সমর্থনের এক উজ্জ্বল নিদর্শন"। (আহমদীয়াতের সত্যতার নিদর্শনাবলী পৃষ্ঠা ১৬-১৮)।

বঙ্গীয়-আমীর মোবারক আলী সাহেব ভাড়া-বাড়িতে নির্মিত দারুত তবলীগের ভূমি ক্রয়ের নিমিত্তে ১৯৪৫ সালে উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। এতে কাজী খলিলুর রহমান খাদেম বিশেষ ভূমিকা পালন করেছেন। তখন বাড়ি ক্রয়ের জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির সদস্যরা হলেন, (১) খান সাহেব মৌলভী মোবারক আলী, বঙ্গীয় আমীর, (২) কাজী খলিলুর রহমান খাদেম, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও বঙ্গীয় নায়েব আমীর, (৩) এডভোকেট গোলাম সামদানী খাদেম, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, (৪) এডভোকেট মোহাম্মদ আনিসুর রহমান, প্রেসিডেন্ট, বাজিতপুর, (৫) মৌলভী মীর আব্দুর রাজ্জাক, প্রেসিডেন্ট, মৌড়াইল, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, (৬) মৌলভী আফসার উদ্দিন ভূঞা, জেনারেল সেক্রেটারী ক্রোড়া, (৭) মৌলভী আহমদ আলী, প্রেসিডেন্ট ও অস্থায়ী মোয়াল্লেম, তারুয়া, (৮) মৌলভী মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ্, সহকারী বঙ্গীয়-জেনারেল সেক্রেটারী, কিশোরগঞ্জ, (৯) চৌধুরী আহসান উল্লাহ্. ইন্সপেক্টর, খাদ্য বিভাগ ঢাকা, (১০) মৌলভী আবুল হোসেন, সাব রেজিষ্টার ও সাবেক বঙ্গীয় নায়েব-আমীর ময়মনসিংহ, (১১) মৌলভী আব্দুল খালেক, প্রেসিডেন্ট নারায়ণগঞ্জ, (১২) মৌলভী ফজলুল করীম মোল্লা, জেনারেল সেক্রেটারী, নারায়ণগঞ্জ, (১৩) হেকীম শাহ্ আব্দুল বারী, ঢাকা এবং (১৪) মৌলভী আবু মূসা ফজলুল করীম, প্রেসিডেন্ট, আগরতলা। এছাড়া আরও সক্রিয়ভাবে কাজ করেন (১) আল্লামা জিল্লুর রহমান, সদর মুরুব্বী, (২) মাওলানা মোজাফফর উদ্দিন চৌধুরী, বঙ্গীয় জেনারেল-সেক্রেটারী ও সদর মুরুব্বী এবং (৩) কমর উদ্দিন খাঁ, দারোগা, ঢাকা, প্রমূখ (ঢাকা আহমদীয়া দারুত তবলীগের ইতিহাস, পৃষ্ঠা ১২-১৩)।

বঙ্গীয় প্রথম আমীর সাহেব আমারতের দায়িত্বে সমাসীন হওয়ার পর নবদীক্ষিত আহমদী যুবকদেরকে জামাতের কাজে তৎপর করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে 'বেঙ্গল ইয়ংম্যানস আহমদীয়া এসোসিয়েশন' গঠন করেছিলেন। তখন মোবারক আলী সাহেব এ-সংগঠনের একজন সদস্য হয়ে সক্রিয় কাজ করেন। ১৯১৭ সালে এসোসিয়েশন কর্তৃক তবলীগের উদ্দেশ্যে 'ইসলামের জয়, মসীহ্ ও মাহ্দী (আ.) সমাগম' নামে একটি পুস্তক চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশ করা হয়। খান বাহাদুর আবুল হাশেম খান চৌধুরী কর্তৃক রচিত 'পুণ্য আহ্বান' নামে একটি তবলীগি পুস্তক মোবারক আলী সাহেব ১৯১৭ সালে চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশ করেন। এছাড়াও 'ইসলাম ও তবলীগ' নামে একটি পুস্তক তিনি রচনা করে প্রকাশ করেছেন।

আহমদীয়া জামাতের প্রকাশনায় মোবারক আলী সাহেবের অবদান ছিল অনন্য । প্রচার ও প্রসার বৃদ্ধিতে তবলীগি-প্রচারপত্র, পুস্তক ও পত্রিকা-প্রকাশনায় তিনি বিশেষ-ভূমিকা রাখেন। তাঁর আমারত কালে জামাতে আহমদীয়ার প্রকাশনা বাংলা সাহিত্যে সমৃদ্ধি লাভ করে এবং বিভিন্ন পুস্তক ও পত্রিকা প্রকাশনায় যুগান্তকারী প্রাচুর্য আসে। তাঁর আমারত কালে বেঙ্গল লাইব্রেরির ক্যাটালগে প্রকাশিত জামাতে আহমদীয়ার কিছু সংখ্যক গ্রন্থের তথ্য নিম্নে দেয়া হল :–

(১) ফতেহ ইসলাম :

অনুবাদক : আব্দুর রহমান খাঁ বাঙালি। এতে ইসলামের মূলনীতি আলোচিত হইয়াছে।

প্রকাশক : মোজাফ্ফর উদ্দিন চৌধুরী, বি এ, জেনারেল সেক্রেটারী, বেঙ্গল-প্রভিন্সিয়াল আঞ্জুমান-ই- আহমদীয়া,

৪, বকশী বাজার রোড, ঢাকা প্রথম সংস্করণ : ২৮-১০-১৯৪২ পৃ: ৭২, মূল্য দুই আনা।

তথ্য নির্দেশ ; বেঙ্গল লাইব্রেরী ক্যাটালগ ১৯৪৩ খ্রি: ১ম ত্রৈমাসিক খতিয়ান।

(২) মহা-সমরের অবসানে :

.....

প্রকাশক: এম, ডি, চৌধুরী, জেনারেল-সেক্রেটারী, বঙ্গীয়, প্রাদেশিক-আঞ্জুমান-ই-আহমদীয়া, ৪, বকশীবাজার রোড, ঢাকা। মুদ্রক: ডি, এন, চক্রবর্তী, উয়ারী প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ঢাকা। মন্তব্য : ১ম সংস্করণ বেঙ্গল লাইব্রেরী অফিসে জমা দেওয়া হয় নাই। ২য় সংস্করণ : ১৯৪২ (৩১.৩.১৯৪২), পৃ: ১৪। তথ্য নির্দেশ: বেঙ্গল লাইব্রেরী ক্যাটালগ, ১৯৪২ খ্রী: দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক-খতিয়ান, পৃ: ১৬।

(৩) শান্তির বার্তা (আহমদী গ্রন্থ) :

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ সাহেবের 'পয়গামে সুলেহ্' নামক গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ। হিন্দু মুসলমানের মিলন শুধু পরস্পরকে জানার দ্বারাই সম্ভবপর। পরস্পরের ধর্মকে শ্রদ্ধার দ্বারাই মিলন সম্ভব হইবে। অনুবাদক: জিল্লুর রহমান আহমদী।

প্রকাশক : মৌলভী দৌলত আহমদ খান খাদিম, বি, এল, ১, ওয়েলিংটন স্কোয়ার, কলিকাতা। প্রথম সংস্করণ : ১৯৪৩ (১১.৪.১৯৪৩) পৃ: ২+৪৯। তথ্যনির্দেশ বেঙ্গল লাইব্রেরী ক্যাটালগ, ১৯৪৩ খ্রী: ২য় ত্রৈমাসিক খতিয়ান।

(৪) সেকালের তরুণ মোসলেম, প্রথম খন্ড :

রহমত উল্লা খান সাকের প্রণীত উর্দু-গ্রন্থ 'মুসলিম নওজোয়ানুকে সুনহারী কার নামে' নামক গ্রন্থের অনুবাদ। প্রকাশক : অনুবাদক। ১১, ওয়েলিংটন লেন, কলিকাতা। প্রথম সংস্করণ : ২-৭-১৯৪১ খ্রী: পৃ: ১+২+৫+১৮৮। মূল্য দেড় টাকা। তথ্য নির্দেশ : বেঙ্গল লাইব্রেরী ক্যাটালগ ১৯৪১ খ্রি: ৪র্থ ত্রৈমাসিক খতিয়ান।

(৫) হাদীসুল মাহ্দী :

হযরত ইমাম মাহ্দী (আ.) সম্বন্ধীয় হযরত রসূল করীম (সা.)-এর হাদীস সংগ্রহ। মাওলানা রুহুল আমীন সাহেব কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের মতবাদ খন্ডন করিয়া 'কাদিয়ানী রদ' নামক (পঞ্চম খন্ড) গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। উক্ত গ্রন্থগুলি খন্ডনের মানসে এই হাদীস সংগৃহীত হইয়াছে।

প্রকাশক : এম ডি চৌধুরী (মোজাফ্ফর উদ্দিন চৌধুরী) জেনারেল সেক্রেটারী, বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জুমান-ই-আহমদীয়া, ৪, বকশী বাজার রোড, ঢাকা। প্রথম সংস্করণ : ২০শে ডিসেম্বর ১৯৪১ খ্রি: পৃ: ১+৪+৪+৭০৪ মূল্য ২ আনা। তথ্য নির্দেশ : বেঙ্গল লাইব্রেরী ক্যাটালগ ১৯৪১ খ্রি: ১ম ত্রৈমাসিক খতিয়ান। (বাংলা মুসলিম

গ্রন্থপঞ্জী পৃষ্ঠা; ৩২৪, ৪৩১, ৪৩২, ৪৫৬)।

বলাবাহুল্য, বঙ্গীয় প্রাদেশিক-আমীর মৌলভী মোবারক আলী সাহেব 'হাদীসুল মাহ্‌দী' গ্রন্থটি মাওলানা জিল্লুর রহমান সাহেব কর্তৃক রচনায় তাঁর জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও কর্মদক্ষতা মূল্যায়ণ করে তখন তাঁকে 'আল্লামা' উপাধিতে ভূষিত করেছেন। আহমদীয়া জামাতের তবলীগের ক্ষেত্রে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত এ পুস্তকটি একটি শক্তিশালী হাতিয়ার হিসেবে স্বীকৃত।

মোবারক আলী সাহেব তাঁর সমমনা, সুহৃদ-বন্ধুবর খান বাহাদুর আবুল হাশেম খান চৌধুরী, হোসাম উদ্দিন হায়দার, হেকিম আবু তাহের মাহমুদ আহমদ, প্রমুখ মিলে ১৯২৫ সালের মে মাস থেকে মাসিক আহমদী নামে একটি পত্রিকা কোলকাতা হতে প্রকাশ করেন। প্রাথমিক অবস্থায় এর প্রকাশনার ব্যয়ভার তাঁরা ব্যক্তিগতভাবে নির্বাহ করেন। পরে জামা'ত কর্তৃক নির্বাহ করা হয়। পত্রিকার প্রথম সম্পাদক ছিলেন এডভোকেট গোলাম সামদানী খাদেম। ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করেন মোহাম্মদ আব্দুল হাফিজ। ১৯৩৬ সালের প্রথম দিকে এটা ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়। ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৮ সাল থেকে মাসিক হতে পাক্ষিকে রূপান্তরিত হয়, যা আজও পাক্ষিক আহমদী হিসেবে তাঁর ঐতিহ্যকে ধারণ করে আছে এবং অনেক চড়াই-উৎড়াইয়ের মাঝে এর প্রকাশনা ও জনপ্রিয়তার ক্রমবর্ধমান ধারা অব্যাহত রয়েছে।

মোবারক আলী সাহেবের আমারতকালে এদেশে সালানা জলসা কাদিয়ানের আদলে জাকজমকভাবে অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৪৯ সাল পর্যন্ত বঙ্গীয় ও পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক-আঞ্জুমানে আহমদীয়ার সালানা জলসা ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১৯৫০ সাল থেকে প্রাদেশিক-জলসা ব্রাহ্মণবাড়িয়ার পরিবর্তে ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া আমীর সাহেব বিভিন্ন স্থানীয়-জামাতেও জলসা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করেছেন। ঢাকায় অনুষ্ঠিত প্রথম জলসায় তিনি শারীরিক অসুস্থতার কারণে উপস্থিত হতে পারেননি। তাই জলসায় আগত ভাইবোনদের উদ্দেশ্যে বগুড়া থেকে এক হৃদয়-নিংড়ানো বাণী প্রেরণ করেন। তাঁর লিখিত সেই বাণীটি নিম্নে পত্রস্থ করা হল :–

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লি আলা রাসূলিহিল করিম

হয়তো শেষ বাণী

প্রিয় ভ্রাতা ও ভগ্নিগণ,

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। পূর্ব্ব পাকিস্তানের রাজধানী ঢাকা শহরে আমাদের প্রাদেশিক ছালানা জলছা করার স্বপ্ন আজ বাস্তবে পরিণত হইতেছে। আমার শারীরিক অবস্থা অত্যন্ত দুর্বল বলিয়া এই খুশির দিনে আজ আপনাদের মধ্যে উপস্থিত হইতে পারিলাম না, কিন্তু মনটা আমার আপনাদের সঙ্গেই আছে। কয়েকদিন হইল এই জলছার কামইয়াবির জন্য দোওয়া করিতেছি এবং জলছা শেষ না হওয়া পর্যন্ত দোওয়া করিতে থাকিব। সকল ভাইদের সঙ্গে চোখের দেখা হ'ল না, ইহাই আফছোছ।

আজ আমার অনেক কথাই মনে হইতেছে–কিন্তু সবিস্তারে প্রকাশ করি, সে-শক্তি আমার নাই। তাই অল্প দুই/একটা কথা আরজ করিব। ১৯০৯ সনে কাদিয়ানে বয়েত করিয়া যখন দেশে ফিরিয়াছিলাম, তখন বাংলাদেশে একটি আহমদীও আছে বলিয়া আমার জানা ছিল না। পরে জানিতে পারিয়াছি, আরও তিনটি পাক-নফ্‌ছ আমার পূর্ব্বে এ-সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন, কিন্তু দু'টি আগেই মারা গিয়াছিলেন, বাকী একটি হজরত মৌলভী রইসউদ্দিন খাঁ সাহেবের সাক্ষাৎকার লাভের ভাগ্য পরে ঘটিয়াছিল। এখন খোদার রহমতে এ দেশে হাজার হাজার আহমদী দেখিতেছি। ইহাতে একদিকে যেমন মন আনন্দে ভরিয়া উঠে, অন্য দিকে চিন্তা করিলে মনে দুঃখই আইসে। পশ্চিম আফ্রিকা ও ইন্দোনেশিয়াতে আহমদীয়াতের পয়গাম অনেক পরে গিয়াছে। কিন্তু এই দুই দেশে যতটা আহমদীয়াতের তরক্কি হয়েছে, তার তুলনায় বঙ্গ দেশ অনেক পিছনে পড়িয়াছে। পূর্ব্ব পাকিস্তানের কথাই লওয়া যাউক। আহমদীয়া নোক্তা নেগাহ্‌তে আমরা সমস্ত দুনিয়াকেই পাকিস্তানে বা পাকা-পবিত্র স্থানে পরিণত করিতে চাই, রাবওয়াকে কেন্দ্র ধরিয়া আমাদের দেশ নিকট-পূর্ব্ব পাকিস্তান এবং ইন্দোনেশিয়া দূর-পূর্ব্ব পাকিস্তান, উভয় দেশই মুস্লিম-প্রধান এবং লোক সংখ্যাও অনেকটা কাছাকাছি। ইন্দোনেশিয়া জামাত আজ আড়াই লক্ষাধিক টাকার বাজেট করে, আর আমাদের বাজেট? হায়! অর্ধ্বলক্ষেরও অনেক নিচে। এই তারতম্যের কারণ আপনারা চিন্তা করিয়া দেখিয়াছেন কি? এই দুই দেশের ভাষা ভিন্ন ভিন্ন, উর্দ্দু নয়। পূর্ব্ব পাকিস্তানে এখন বেহার, উত্তর প্রদেশ, ও পাঞ্জাব হইতে বহু লোক আসিয়াছে, কিন্তু এ-সত্ত্বেও উর্দ্দুভাষীর সংখ্যা এ দেশে শতকরা পাঁচজনের বেশী নয়, একথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। আমার বোধ হয় ইন্দোনেশিয়াতে ঐ দেশের মুবাল্লেগ ছাড়াও কেন্দ্র হইতে প্রেরিত যত মুবাল্লেগ পূর্ব্ব হইতে এ কাজ করেন, পূর্ব্ব পাকিস্তানে তদপেক্ষা অনেক কম সদর-মুবাল্লেগ আছেন। পাঞ্জাবী মুবাল্লেগ, যাহারা ইন্দোনেশিয়ায় যান, তাঁহারা ঐ দেশের ভাষা শিখিয়া সেই ভাষায় প্রচার করেন। কিন্তু বাংলাদেশে এক বাঙ্গালী মুবাল্লেগ চিরকাল ছিলেন। অল্প কয়েক বৎসর হইল আরও তিনজন মাত্র সদর মুয়াল্লেম আছেন। এদের পূর্ব্বে যত অবাঙ্গালী মুবাল্লেগ আসিয়াছেন, তাহারা উর্দ্দু ভাষায় প্রচার করেছেন। একজন তো প্রায় ২০/২৫ বৎসর এদেশে কাটাইলেন, কিন্তু তিনি এখনও বাংলাতে তবলিগ করিতে পারেন না। এই জন্যই এই শ্রেণীর মুবাল্লেগগণ বাঙ্গালীর প্রাণকে স্পর্শ করিতে পারে না। ফলে তাঁহাদিগকে সাধারণত শিক্ষিত বাঙ্গালী ও পশ্চিমা লোকদের মধ্যেই কাজ করিতে হয়। কিন্তু এ-পর্যন্ত সংখ্যায় তাঁহারা নিতান্ত কম ছিলেন বলিয়া "কলিকাতায় বসিয়া চিনিয়ট ও চকোয়ান ফতেহ্‌ করার" কাজ লইয়া যথেষ্ট মশগুল থাকিতে হয়েছে। যাহা হউক, তাহাদিগকে দোষ দিলে চলিবে না। আমাদের দেশের কাজ আমাদিগকেই করিতে হইবে। আমাদের এখন অধিক-সংখ্যক মুবাল্লেগ ও বাংলা ভাষায় যথেষ্ট তবলীগি পুস্তক, tract, ইত্যাদি সহ হজরত মসীহ্‌ মাওউদ (আ.)-এর যে কয়খানা কেতাব বাংলাতে তরজমা করা হইয়াছিল, তাহাও আর পাওয়া যায় না। সেগুলি আবার ছাপাইতে হইবে এবং অন্যান্য কেতাবেরও তরজমা প্রকাশিত করিতে হইবে। ফলত: উর্দ্দু ভাষায় অনভিজ্ঞ বাঙ্গালীদের জন্য সেলসেলার সমস্ত কেতাবের তরজমার দরকার। দুঃখের বিষয় "ইসলামী উসুল কি ফিলসফি" অর্থাৎ Teachings of Islam এর বাংলা অনুবাদ এ পর্যন্ত প্রকাশ করা সম্ভব হয় নাই। কিন্তু ইহা শীঘ্র হওয়া দরকার।

(চলবে)

পুণ্যকাজে প্রতিযোগিতার নির্দেশ

মুহাম্মদ আমীর হোসেন

ইসলাম শান্তির-ধর্ম, মানবতার-ধর্ম, সহনশীলতা ও পরমত সহিষ্ণুতার-ধর্ম। ইসলাম সন্ত্রাস, মারামারি, হানাহানি, জবর-দখল এবং এ-ধরণের গর্হিত কাজকে কখনো প্রশ্রয় দেয়নি, বরং এ ধরনের সন্ত্রাসী- কর্মকান্ডের জন্যে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তাআলা চরম-শাস্তির কথা বলেছেন। পৃথিবী সৃষ্টি-অবধি আজ পর্যন্ত যুগে যুগে যত অনাচার, হত্যা, নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে, ইসলাম কখনো এসবকে অনুমতি দেয় না। মহান আল্লাহ্ তাআলা পবিত্র কুরআন মজীদে বলেন, 'এবং তোমরা পুণ্য-কাজ কর, নিশ্চয় আল্লাহ্ সৎকর্মপরায়ণদেরকে ভালবাসেন। (২ : ১৯৬)। হযরত নবী করীম (সা.)-এর বিখ্যাত হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, 'মুহসীন'-সেই-ব্যক্তি, যে প্রকৃতই আল্লাহ্কে দেখছে অথবা অন্ততপক্ষে সে জানে যে, আল্লাহ্ তাকে দেখছেন। (বুখারী, মুসলিম)।

পবিত্র কুরআন বলে, এবং তুমি সদয়-আচরণ কর, যেভাবে আল্লাহ্ তোমার সাথে সদয় আচরণ করেছেন। এবং দেশে নৈরাজ্য (ছড়াতে) চেয়োনা। নিশ্চয় আল্লাহ্ নৈরাজ্য-সৃষ্টিকারীদের পছন্দ করেন না। (সূরা আনআম, ৭৮)

কেউ যদি আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জন ও বেহেশ্‌ত লাভের আশায় ইসলামী আদর্শকে গ্রহণ করে, তাহলে সে অবশ্যই ঐশী কল্যাণের জন্য উদ্যোগী হবে। আর সে যতদিন এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকবে, ততদিন আল্লাহ্র নির্দেশ ও নীতিমালাকে গ্রহণ করতে হবে। আর এই নীতিমালার বাস্তবায়ন ঘটে সহানুভূতি, দয়া, ন্যায়বিচার, সততা, ক্ষমা মানবতা, ধৈর্য ও ত্যাগের মাধ্যমে। যে মু'মিন, সে মানুষের সাথে ভাল আচার ব্যবহার করে, ভাল কাজ করার চেষ্টা করে এবং নিজের চারপাশে কল্যাণ ছড়িয়ে দেয়। হযরত হাসান ইবনে আলী (রা.) বর্ণনা করেছেন, 'আমি হযরত রাসূল করীম (সা.)-কে বলতে শুনেছি, 'যা তোমার মনে সন্দেহ সৃষ্টি করে, তা পরিহার কর এবং যে-বিষয়ে তোমার মনে কোন সন্দেহের সৃষ্টি হয় না, তা গ্রহণ কর (তিরমিযী)। সন্দেহমূলক যে-কোন কাজই হলো পাপ, সন্দেহ থেকে পাপ সৃষ্টি হয়, আর পাপ মানুষকে ধীরে ধীরে অকল্যাণের দিকে নিয়ে যায়। তাই সন্দেহজনক কাজ করা হতে বিরত থাকা উচিত, সন্দেহমূলক কাজে ভয় থেকে থাকে। ভয় মানুষকে দূর্বল করে তুলে। সুতরাং, সন্দেহের সবকিছু হতে বিরত থাকাই মঙ্গল।

হযরত ওয়াবিয়া ইবনে মাসুদ (রা.) বর্ণনা করেছেন, 'আমি হযরত রসূলে করীম (সা.)-এর নিকট গেলে তিনি (সা.) আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি কি পুণ্য-সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে এসেছ? আমি বললাম, হ্যাঁ, তিনি (সা.) বললেন, তোমার অন্তরকে জিজ্ঞাসা কর, পুণ্য তাই, যা করলে আত্মা তৃপ্ত হয়, এবং হৃদয় প্রশান্তি লাভ করে এবং পাপ তাই, যা মনকে বিচলিত করে এবং অন্তরকে ব্যথিত করে (বুখারী)।

ধর্মীয়-নীতিমালা ও আইন-কানুন, যা মানুষের দৈহিক, নৈতিক, ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য প্রয়োজন, তার বর্ণনা কুরআনে পরিপূর্ণ ভাবে দেওয়া হয়েছে। তা যদি ব্যক্তিগত, জাতিগত মানব-জীবনে বাস্তবায়িত হতো তাহলে ঘৃণা, হিংসা, শত্রুতা দূর হয়ে যেত।

হযরত সাওবান (রা.) বর্ণনা করেছেন, হযরত রসূলে করীম (সা.) বলেছেন, দোয়া ব্যতীত অন্য কিছুই তকদীরকে ফিরাতে পারে না, পুন্য ব্যতীত অন্য কিছুই আয়ুকে বাড়াতে পারে না, তার কৃত পাপই মানুষকে মানুষের জীবিকা হতে বঞ্চিত করে (মেশকাত, মূল ইবনে মাজা)।

মানুষের আয়ু বৃদ্ধির ক্ষেত্রে পুণ্য অতীব-জরুরী বিষয়। নেক-আমল বা পুণ্য-কর্মের মাধ্যমেই মানুষ দীর্ঘ-জীবন লাভ করতে পারে। এ যুগের মহাপুরুষ হযরত মির্য গোলাম আহমদ (আ.) বলেছেন, সকল পুণ্য-কর্ম সুচারুরূপে সম্পন্ন করবে এবং পাপকে ঘৃণার সাথে বর্জন করবে। নিশ্চয় স্মরণ রাখবে যে, এমন কোন কর্ম আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না, যাতে তাক্ওয়া নেই। প্রত্যেক পুণ্য-কর্মের মূল হচ্ছে তাক্ওয়া। যে কর্মের মূল ধ্বংস হয় না, সে কর্ম কখনও ধ্বংস হয়না (কিশতিয়ে নূহ)

আহমদীয়া মুসলিম জামাতের পঞ্চম খলীফা হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) গত ৪ ফেব্রুয়ারী ২০১১, লন্ডনের বাইতুল ফতুহ মসজিদে জুমুআর খুতবাতে সূরা আলে ইমরানের ১১১নং আয়াত তেলাওয়াত করেন, অত:পর উক্ত আয়াতের তরজমা করেন, "তোমরাই সর্বোত্তম উম্মত, যাদেরকে মানবজাতির কল্যাণের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। তোমরা সৎ-কাজের নির্দেশ দিয়ে থাক এবং অসৎ-কাজ করা থেকে বারণ করে থাক এবং তোমরা আল্লাহতে ঈমান রেখে থাক। আর আহলে কিতাব যদি ঈমান আনতো, তাহলে তা তাদের জন্য অতি উত্তম হতো। তাদের মাঝে মু'মিনও রয়েছে। তবে তাদের অধিকাংশই দুষ্কর্মপরায়ণ।

হুযূর (আই.) বলেন, এ-আয়াত, যা এখনই আপনারা শুনেছেন, এর পূর্বেও বিভিন্ন সময়ে এ আয়াতের উপরে আলোকপাত করা হয়ছে। কিন্তু এটা এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, এমন একটি উপদেশ, এমন বিষয়, যা বার বার স্মরণ করানোর বিষয়, এবং ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টি কোন থেকে আলোচনা করার বিষয়ও। আল্লাহ্ তাআলা এই আয়াতে ঈমান আনয়নকারীদের জন্য এবং এমন লোক, যারা কেবল মৌখিক দাবীতে সীমাবদ্ধ থাকে না, বরং তারা ঈমানের হেফাজত করে থাকেন, নিজের ঈমান হেফাজত করার পর উহার মজবুতির জন্য চেষ্টা অব্যাহত রাখেন। কেবল নিজের ঈমান, নিজ সন্তান-সন্ততির ঈমান, পরিবার-পরিজনের ঈমান হেফাজতের চেষ্টায় সীমাবদ্ধ রাখেন না, বরং আপনার আশেপাশে বসবাসকারী প্রত্যেক ধর্মের অনুসরণকারী বা যে-কোন ধর্মের

অনুসরণকারী, লোকদেরকেও উপদেশ দেওয়া অব্যাহত রাখেন। তারা যেন আল্লাহ্‌র তাআলার খাতিরে নেকীর রাস্তা অবলম্বন করেন এবং ঈমান আনয়নকারীদের অন্তর্ভুক্ত হোন।

আল্লাহ্ তাআলা সে সব মু'মিনদের উপর এক বড় দায়িত্ব অর্পণ করেছেন, যারা এই দাবী করে যে, এই যামানার ইমাম, যিনি হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সত্যিকারের দাস ও প্রেমিক, তার হাতে বয়আত করেছেন। এটা আল্লাহ্ তাআলার সাথে আমাদের বিশ্বাসের বন্ধনকে সুদৃঢ় করার দাবি।

সুতরাং, প্রথম-শতাব্দীর মুসলমানদের মত তারা কুরআনের নির্দেশাবলী এবং নবী করীম (সা.) এর আদেশ নিষেধকে সামনে রেখে কুরআন করীমের আদেশ নিষেধকে অব্যাহত রাখেন। যেন, আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনে সক্ষম হোন। এবং তারা এই চেষ্টায় সফলও হয়েছেন।

এই যুগে আমরা, যারা কুরআন করীম নবী করীম (সা.) এর উপর ঈমান আনা মৌখিক দাবী করি, তারা কুরআনের শিক্ষা নিজেদের জীবনের বাস্তবায়নের জন্য মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর হাতে বয়আত করেছি।

আমাদের এ আত্মজিজ্ঞাসা প্রয়োজন যে, আমরা কতটুকু তাঁর প্রকৃত-উম্মত হওয়ার অধিকার বাস্তবায়ন নিজেদের জীবনে করেছি, আমরা কতটুকু পর্যন্ত নিজের কথার সাথে, নিজের আমলের মাধ্যমে পুণ্যের দিকে আহ্বান করেছি। আমরা কতটুকু পর্যন্ত নিজের কর্ম ও নসিহতের মাধ্যমে দুনিয়ার মানুষকে মন্দ থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করেছি। মহান আল্লাহ্ তাআলা আমাদের সবাইকে কুরআন, হাদীস, যুগ ইমাম ও বর্তমান খলীফার নসিহত মত চলার মাধ্যমে পুণ্যকর্ম করার তৌফিক দান করুন, আমীন।

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ-এর প্রতিষ্ঠা শতবার্ষিকী জুবিলী উপলক্ষে প্রকাশিতব্য স্মরণিকার জন্য লেখার আহবান

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ-এর প্রতিষ্ঠার শতবর্ষ পূর্তি উদযাপনের অংশ হিসেবে প্রকাশিতব্য স্মরণিকায় প্রকাশের জন্য জামা'তের সকল ভাই-বোনের কাছ থেকে লেখা আহবান করা যাচ্ছে।

বিষয়সমূহ:

ক) **তবলীগের ক্ষেত্রে বিশেষ অভিজ্ঞতা**
খ) **ঈমান উদ্দীপক ঘটনাবলী**
গ) **আল্লাহ্ ও রসুল (সা.)-এর শান**
ঘ) **আহমদীয়াত গ্রহণের কারণে যে ত্যাগ বা মূল্য দিতে হয়েছে**
ঙ) **দোয়া কবুলিয়তের ঘটনা**
চ) **জামা'তের অতীত ইতিহাস, ঐতিহ্য কিংবা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা** ইত্যাদি

লেখার নিয়মাবলী: লেখাটি হতে হবে তথ্যবহুল ও প্রাঞ্জল। লেখা যেন খুব দীর্ঘ না হয়। লেখাটি অবশ্যই কম্পোজ করে ও বিষয়বস্তুর সাথে কোন ছবি থাকলে ছবির স্ক্যানসহ CD তৈরী করে ডাকযোগে পাঠাতে হবে। অথবা E-mail-এ Soft কপি পাঠানো যাবে। লেখার বিষয়সমূহ ও ঘটনাবলী অতিরঞ্জন মুক্ত ও বস্তুনিষ্ঠ-সঠিক হতে হবে। স্থানীয় জামা'তের আমীর/প্রেসিডেন্ট কর্তৃক সত্যায়নকৃত থাকতে হবে। অনির্বাচিত লেখার কোন অনুলিপি ফেরত দেওয়া হবে না। লেখা নির্বাচনের ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তই চুড়ান্ত।

লেখা অবশ্যই আগামী ১৫ অক্টোবর ২০১২ তারিখের মধ্যে নিম্নলিখিত ঠিকানায় অথবা E-mail address-**এ লেখকের ছবি ও পরিচিতি সহ পৌঁছাতে হবে:**

প্রযত্নে: মুহাম্মাদ নুরুল ইসলাম মিঠু
ন্যাশনাল সেক্রেটারী ইশায়াত
ও সদস্য সচিব, শতবার্ষিকী জুবিলী প্রকাশনা সাব-কমিটি
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ
৪, বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১

E-mail: amjb100@gmail.com

২১ জুন থেকে ২০ জুলাই ২০১২ এক মাসের ব্যবধানে বিদায় নিলেন ৪ জন নিষ্ঠাবান কর্মী

মোহাম্মদ তাসাদ্দক হোসেন

প্রফেসর আব্দুল জুব্বার

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশের নিষ্ঠাবান কর্মীদের মধ্য থেকে অতি সম্প্রতি বিদায় নিয়ে প্রিয় প্রভুর সন্নিধানে চলে গেলেন আমাদের প্রিয়ভাজন ৪ ভ্রাতা। এদের মধ্যে বগুড়া জামা'তের প্রফেসর রাজিব উদ্দিন আহমদ সাহেব ঢাকায় ইন্তেকাল করেন ২১ জুন, ২০১২ সন্ধ্যা ৬টার দিকে এবং ঐ দিন রাত ৯-৪০ মিনিটে ইন্তেকাল করেন জনাব শফিক আহমদ সাহেব, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। হোসনাবাদ জামা'তের প্রফেসর আব্দুল জুব্বার সাহেব ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ১২ জুলাই বিকাল ৪-৫০ মিনিটে ৭০ বছর বয়সে পরলোক গমন করেন, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। এক সপ্তাহের মাথায় ২০ জুলাই শুক্রবার সকাল সাড়ে সাতটায় হৃদ যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে নাখালপাড়াস্থ রফিক আহমদ সাহেব নিজ বাসভবনে অকস্মাৎ ইহলোক ত্যাগ করেন, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। প্রথমোক্ত ৩ জনই ছিলেন রোগাক্রান্ত এবং ষাটোর্ধ বয়সের, কিন্তু জনাব রফিক আহমদ সাহেব পা রেখেছিলেন ৫০ এর কোটায়। পাক্ষিক আহমদী ৩১ জুলাই ২০১২ সংখ্যায় আলহাজ্জ আহমদ তবশির চৌধুরী সাহেবের উপস্থাপনায় প্রফেসর রজিব উদ্দিন আহমদ ও জনাব শফিক আহমদ সাহেবের জামাতী বিভিন্ন কর্মকান্ডের অবদান সম্পর্কে এবং জনাব ফজলে ইলাহী সাহেবের উপস্থাপনায় মরহুম রফিক আহমদ সাহেবের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালনের বিষয়াদী উঠে এসেছে। আল্লাহ্ তাআলা তাদের সবাইকে জান্নাতুল ফেরদাউসে স্থান দিন, আমীন।

নিম্নে জামাতী ক্রিয়া কর্মে প্রফেসর আব্দুল জুব্বার সাহেবের কিছু অবদানের বিষয় তুলে ধরছি–

বৈচিত্রময় জীবনের অধিকারী প্রফেসর আব্দুল জুব্বার সাহেব :

যে-কোন ভাবে হোক, ১৯৬৮ সাল থেকে আমি তার সান্নিধ্যে এসে অনেক কাছে থেকে তাকে পর্যবেক্ষণ করার সুযোগ পেয়েছিলাম। জীবন সংগ্রামে তিনি যেমন ছিলেন বিজয়ী-বীর, তেমনি, আহমদীয়াত প্রচারের জেহাদে ছিলেন যুদ্ধাহত গাজী। ১৯৭৪ সালে বয়আত গ্রহণের পর তার একক-প্রচেষ্টায় জামালপুর জেলার হোসনাবাদ গ্রামে প্রতিষ্ঠিত হয় ছোট্ট একটি জামা'ত। শুরু থেকেই প্রচন্ড-বিরোধিতার শিকার হন তিনি। ঐশী সাহায্যে এককভাবেই মোকাবিলা করেন এসব বিরোধিতার। এরপর চানতারার মাষ্টার আবু বকর সাহেব তার তবলীগে ১লা মে, ১৯৭৬ সনে বয়আত গ্রহণের পর উভয়ের প্রচেষ্টায় চানতারাতেও জামা'ত প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৭৭ সালে। ১৯৮৬-৮৭ সালে চানতারাতেও চরম বিরোধিতার ফলে জামাতের সদস্যরা নিজ নিজ বাড়ী থেকে বিতারিত হয়ে অন্যত্র আত্মগোপন করতে বাধ্য হয়। তখন কেন্দ্রীয়-জামাতের পক্ষ থেকে খোঁজ-খবর নেয়ার তেমন কেউ না থাকায় তিনি একা একা ছদ্মবেশে বর্ষার পানিতে গা ডুবিয়ে চোখ মুখ কুচুরি-পানার আড়াল করে বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা আহমদীদের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করে তাদের সাহস যুগিয়েছেন। ১৯৮৬ সনের অক্টোবর মাসে তদানিন্তন নায়েব আমীর মোকাররম ভিজির আলী সাহেবের নেতৃত্বে খোদ্দামুল আহমদীয়ার প্রতিনিধি হিসেবে খাকসার, প্রফেসর আব্দুল জুব্বার সাহেব এবং আবু বকর সাহেবসহ সকাল ১০টার দিকে ঘাটাইল উপজেলার TNO অফিসে গমন করে আহমদীদের উপর অত্যাচার-নির্যাতন প্রশমনে প্রশাসনের হস্তক্ষেপ, তথা সাহায্যের আবেদন জানানো হয়। এক পর্যায় দেখা যায়, স্থানীয় মোল্লা-মৌলবীরা মিথ্যা-অপবাদ দিয়ে স্থানীয় কলেজের ছাত্র সহ কয়েক হাজার লোক নিয়ে TNO অফিস ঘেরাও করে ফেলে ও আমাদের উপর মারমুখী হয়ে উঠে। বিকাল ৫টার দিকে TNO সাহেব স্থানীয় রাজনৈতিক নেতাদের সাথে পরামর্শ করে তাদের সহযোগিতায় বিশেষ পদক্ষেপ নিয়ে আমাদেরকে পুলিশ পাহারায় ঢাকার উদ্দেশ্যে পাঠাবার ব্যবস্থা করেন। এর কয়েক মাস পর প্রচন্ড বন্যার সময় টাঙ্গাইলে ত্রাণ বিতরণে গেলে চানতারার বিরুদ্ধবাদীরা আমাদের উপর চড়াও হলে সবচেয়ে বেশী আহত হন প্রফেসর আব্দুল জুব্বার সাহেব। এর জের ধরে জুব্বার সাহেবসহ খাকসার মাষ্টার আবু বকর সাহেব, মোহাম্মদ ইব্রাহিম হোসেন ও পটুয়াখালীর নাসির উদ্দীন আহমদ এক মাস টাঙ্গাইল জেলে ও পরবর্তী এক মাস ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে অন্তরীণ ছিলাম। টাঙ্গাইল

জেলে থাকাকালীন প্রফেসর আব্দুল জুব্বার সাহেবের তবলীগে একজন বয়আত গ্রহণ করার অঙ্গীকার করে। অত:পর ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে পাশের-কক্ষে থাকা পাকিস্তানী মৌলবীর প্ররোচনায় বিরোধিতা হয়। প্রফেসর সাহেব এখানেও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখেন। যেদিন আমরা সেন্ট্রাল-জেল থেকে মুক্তি পেয়ে বেরিয়ে আসি, তখন কারা-অভ্যন্তরের রাস্তার দুপাশে দাঁড়িয়ে থাকা জেল-পুলিশ বা রক্ষীরা চোখ মুছে বলতে থাকে, আমাদের জীবনে এত সুন্দর, আজব-আসামী দেখিনি, অনেকে দোয়াও চেয়েছে।

১৯৮৯ সালে উদযাপিত আহমদীয়া মুসলিম জামাতের শতবার্ষিকী জুবিলী উপলক্ষ্যে প্রদর্শনীর আয়োজনে প্রফেসর আব্দুল জুব্বার সাহেবের একক ভূমিকা:

ঢাকা দারুত তবলীগ মসজিদের নীচ তলার পশ্চিমাংশে প্রফেসর আব্দুল জুব্বার সাহেব প্রায় সম্পূর্ণ একক-প্রচেষ্টায় জামাতকে উপহার দিয়েছিলেন এক বিশেষ প্রদর্শনী। আহমদী, অ-আহমদী শত শত দর্শক প্রদর্শনী পরিদর্শন করে তাদের মন্তব্যও ব্যক্ত করেছেন পরিদর্শন বইতে। এ ছাড়া, দারুত তবলীগ কমপ্লেক্সের প্রাক্তন অবকাঠামোতে একটি টিনশেড ঘরের পশ্চিম দিকের দেয়ালে তিনি পবিত্র কুরআনের সূরা তাকবীরের ভবিষ্যদ্বাণী–'উষ্ট্র বেকার হবে'-এর প্রতিচ্ছবি বড় আকারে অঙ্কন করেছিলেন। দারুত তবলীগ গেটের ভিতর প্রবেশ করলেই এটা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতো, যা অনেকের স্মৃতিপটে এখনও জাগরুক। মহান আল্লাহ্ তাআলা প্রফেসর আব্দুল জুব্বার সাহেবের এ অসামান্য-অবদানকে কবুল করুন এবং জান্নাতে বিশেষ মর্যাদা দান করুন।

যে মোখালেফাতের ক্ষত শেষ পর্যন্ত তাকে মৃত্যুর পথে ঠেলে দিল :

২০০০ সনের ২৫ মার্চ, টাঙ্গাইল জেলার গোপালপুর থানার অন্তর্গত 'ছয় আনী পাড়া'-গ্রামের বাসিন্দা সরিষাবাড়ী জামাতের সদস্য জনাব আলী আকবর সাহেবের বাড়ীতে মাওলানা আহমদ তারেক মুবাশ্বের (বর্তমানে লন্ডনস্থ বাংলা-ডেস্কে কর্মরত) ও প্রফেসর আব্দুল জুব্বার সাহেব তবলীগি-সফরে যান। পূর্ব- নির্ধারিত এ তবলীগি-অনুষ্ঠানে প্রথম দিকে ৪০ জন জেরে তবলীগ নিয়ে তবলীগি আলোচনা করেন মাওলানা আহমদ তারেক মুবাশ্বের ও প্রফেসর আব্দুল জুব্বার সাহেব। ধীরে ধীরে লোক-সমাগম বৃদ্ধি পায়। এক পর্যায়ে মৌলবী হাফিজুর রহমান অত্র অঞ্চলের কুখ্যাত ডাকাত-সর্দার জসিম উদ্দিন তরফদারকে সাথে নিয়ে উপস্থিত হয়। ইত্যবসরে আরো লোকজন আসতে থাকে। দেখতে দেখতে প্রায় ২০০ লোকের সমাগম হয়। মৌলবীর এলোপাথারি প্রশ্নের ফলে এক পর্যায়ে প্রশ্নোত্তর বা আলোচনা বন্ধ রাখা সমীচীন মনে করে উদ্যোক্তারা নিরবতা পালন করেন। এরই মধ্যে মারপিট শুরু হয়ে যায়। ডাকাত জসিমের আক্রমণে প্রফেসর আব্দুল জুব্বার সাহেব মাথায় ও চোখে এবং মাওলানা আহমদ তারেক মুবাশ্বের সাহেবও চোখে প্রচন্ড আঘাত প্রাপ্ত হন। স্থানীয় আহমদী সদস্য জনাব আব্দুল মজিদ সাহেবকেও নির্দয়ভাবে মার পিট করা হয়।

মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত প্রফেসর আব্দুল জুব্বার সাহেব মাথার যন্ত্রণায় ভোগেন এবং তার দৃষ্টি-শক্তিও ক্ষীন হয়ে যায়। যার ফলে, শেষ-দিকে লোকজনকে চিনতে পর্যন্ত পারেন নি তিনি। তাঁর শারীরিক অবস্থার আরো অবনতি ও মাথার যন্ত্রণা তীব্রতর হওয়ায় তাকে পুনরায় ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি ১২ জুলাই ২০১২ বিকাল ৪.৫০ মিনিটে পরলোক গমন করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল প্রায় ৭০ বছর। লন্ডনস্থ বাংলা ডেস্কে কর্মরত আহমদ তারেক মুবাশ্বের সাহেবও সেই আঘাতজনিত কারণে চোখের যন্ত্রণা বয়ে যাচ্ছেন। তাঁর চোখের চিকিৎসা বাংলাদেশেও হয়েছে আর বর্তমানে লন্ডনেও চিকিৎসা চলছে। কিন্তু তিনি এখনও শঙ্কা মুক্ত নন। তাই দেশ-বিদেশের সকল আহমদী ভ্রাতা-ভগ্নির নিকট তারেক মুবাশ্বের সাহেবের চোখের অসুখের পূর্ণ-নিরাময়ের জন্য দোয়ার আবেদন জানাই।

এই মর্মান্তিক ঘটনার পর প্রকাশিত নিদর্শন : উপরোক্ত তবলীগি সমাবেশে আহমদীদেরকে নির্মমভাবে আক্রমণ করে অনেককে আহত করার পর কুখ্যাত ডাকাত জসিম উদ্দিন তরফদার ঘটনাস্থল ত্যাগ করে প্রথমে তার ছোট-স্ত্রীর নিকট তার বাপের বাড়ি যায়। স্ত্রীর সাথে পূর্ব-কলহের জের ধরে স্ত্রী ও তার আত্মীয়-স্বজন মিলে ডাকাত জসিম উদ্দিনকে বেদম প্রহার করে ভীষণভাবে আহত করে একটি ভ্যানে করে ডাকাত জসিমের নিজ বাড়ীতে পাঠিয়ে দেয়। ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস, পথিমধ্যে ট্রাকের ধাক্কায় ভ্যানটি উল্টে সে ভ্যানের নিচে পরে আরো বেশি আহত হয়ে পরে। এর জের ধরে শেষ পর্যন্ত তার প্যারালাইসিস হয়। এ বিষয়ে অবশিষ্ট তথ্য সম্পর্কে প্রফেসর আব্দুল জুব্বার সাহেবকে ডাকাত জসিমের নিজের হাতে লেখা চিঠি তুলে দেয়া হল :

প্রাপক

জনাব জুব্বার প্রফেসর,

আহমদীয়া মুসলিম জামাত বাংলাদেশ,

৪নং বকশীবাজার রোড, ঢাকা-১২১১।

পরম পুজনীয় স্যার,

আমার ভক্তিপূর্ণ ছালাম গ্রহণ করিবেন। আশা করি, মহান সৃষ্টিকর্তার করুণায় মঙ্গলমতই আছেন। যাক স্যার অনেকেই আছেন পাপে পড়ে সাজা পায়, আবার অনেকেই পাঁকে পড়ে সাজা পায়। স্যার, পৃথিবীতে মানুষের আজান্তে অনেক ঘটনাই ঘটে। আমার মনে হয় স্যার, আমি এ-রকম একটা পাঁকে পড়ে আপনাদের অভিশাপ কুড়াচ্ছি। স্যার, আমি সত্যি করে বলছি, আপনাদের দুর্ঘটনার সাথে জড়িত ছিলাম-না। বর্তমানে আমি অসুস্থ অবস্থায় আছি। চলাফেরা করা আমার পক্ষে কঠিন হয়ে পড়েছে। আপনারা হয়ত আমাকে অভিশাপ করেছেন। বিশ্বাস করেন, আমি কিন্তু আপনাদেরকে অপমান করি নাই স্যার, আপনারা অনেক জ্ঞানী-গুনীজন। তাই আপনাদেরকে বোঝানোর ক্ষমতা নেই। তাই–স্যার, ভুল করতে পারি। আমাকে ক্ষমা করবেন। কারণ, আল্লাহ্ পাক বলেছেন, মানুষ হয়ে মানুষকে দুঃখ দিতে নাই। কারণ আল্লাহ্ পাক মাফ করবেন না। যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ হয়ে মানুষকে ক্ষমা না করবে।

তাই স্যার, আপনারা আমাকে ক্ষমা করবেন। ক্ষমা করলে হয়ত আমি ভাল হব। আপনারা সবাই মিলে আমাকে ক্ষমা করবেন। আমার মনের অন্ধ-বিশ্বাস, আপনারা আমার জন্য ক্ষমা ও দো'আ করলে, আমি সুস্থ হয়ে উঠব।

স্যার, সবাইকে আবারও ছালাম জানিয়ে আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি। লেখাতে ভুল হলে ক্ষমা করবেন।

ইতি,

মোঃ জসিম উদ্দিন তরফদার

চাঁনপুর/কাওয়ামারা

উক্ত নিদর্শনের আরো একটি দিক–

প্রফেসর আব্দুল জুব্বার সাহেব ডাকাত জসিম উদ্দিনের উক্ত পত্র পাওয়ার পর জনাব আলী আকবর (যার বাড়ীতে ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল) সাহেবকে তার সাথে দেখা করে তার স্বাস্থ্যের খোঁজ খবর নিয়ে সম্ভাব্য চিকিৎসা সেবা দানের পরামর্শ দান করেন। প্রফেসর সাহেবের পরামর্শ মত আলী আকবর সাহেব তাঁর বাড়ীতে গিয়ে তাকে ঢাকায় এনে চিকিৎসার আশ্বাস দেন এবং সে ঢাকা আসার জন্য ট্রেনেও উঠেন। কিন্তু বিরুদ্ধবাদীরা তাকে বলে যে, তুমি কি বেকুব! যাদেরকে তুমি মেরেছো, তারাই করবে তোমার চিকিৎসা, আসলে তোমাকে নিয়ে বাগে ফেলে উপযুক্ত বদলা নেবার পায়তারা করছে তারা। এতে সে ভীত-সন্ত্রস্থ হয়ে বাড়ী ফিরে যায়। উল্লেখ্য, প্রফেসর সাহেবের পক্ষ থেকে ক্ষমার চিঠি পাওয়ার পর থেকে সে অনুশোচনা করে এবং ঐ মোল্লা-মৌলবীদেরকে দোষারোপ করে।

আরো কিছু কথা, যা ডাকাত জসিম নিজে বলেছে– এরই মাঝে সে কিছুদিন ঢাকায় বনানীতে অবস্থান কালে আলী আকবর সাহেব তাকে বকশী বাজার আসার আমন্ত্রণ জানালে অপেক্ষা করতে বলে ভিন্ন পথে সে বাড়ীর-উদ্দেশ্যে বেড়িয়ে যায়। পথিমধ্যে মহাখালী রেলগেটে সে আরো এক আহমদী সদস্যের সম্মুখীন হয়, যাকে সে মেরেছিল। ভয়ে সে ফেরত বাসে উঠে বাড়ীর দিকে রওনা হলে ঢাকার উত্তরায় তার চোখে পরে আরো আহমদী, যারা সেদিন তার আক্রমণের শিকার ছিল। এবার সত্যি সে ভীষণ ঘাবড়িয়ে গিয়ে ঐ বাস থেকে নেমে অন্য বাসে সে বাড়ী ফিরে যায়। অথচ কেউ তার পিছু নেয়া তো দূরের কথা, এ-বিষয়টি প্রথম জানা গেল তার কথায়।

প্রফেসর আব্দুল জুব্বার সাহেবের আহমদীয়াত গ্রহণের পটভূমি, পূর্বে মোল্লা-মৌলবীদের আচরণে ইসলামের প্রতি অনীহা, আবার পরবর্তীতে (বয়আতের পর) নামায ও দোয়ার ফলে খাকসারের আহমদীয়াত গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ এবং উভয়ের জীবনে দারিদ্র-বিমোচনের দৃষ্টান্ত সময়-সুযোগ মত তুলে ধরার চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ্। উপরোক্ত প্রতিবেদনে বর্ণিত মজলুমদের জন্য দোয়া কামনা করছি। আজ এ পর্যন্তই।

(চলবে)

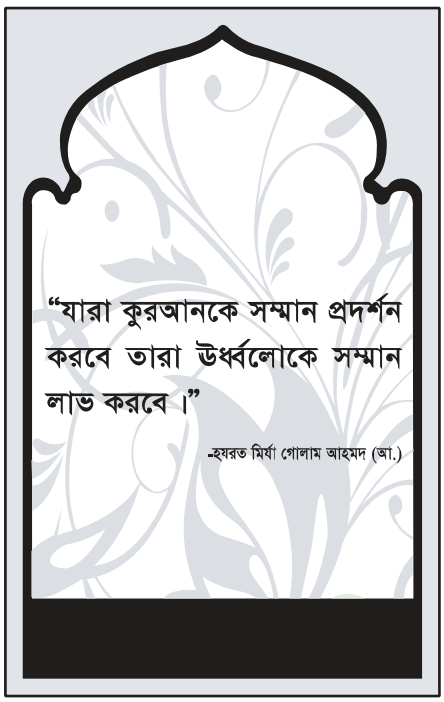

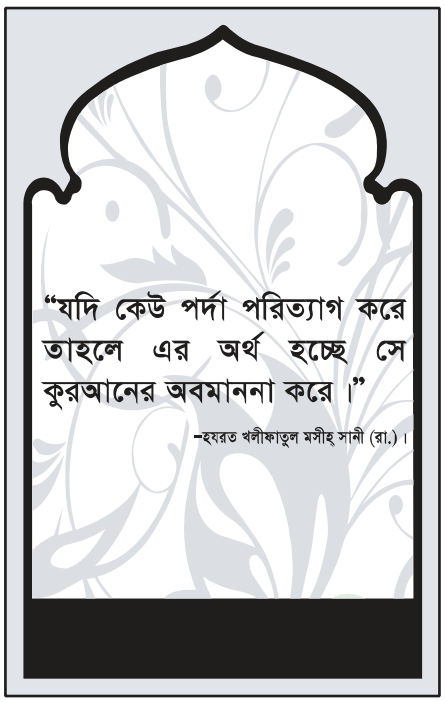

নতুন বই পরিচিতি

হযরত আকদাস মসীহ্ মাওউদ ও ইমাম মাহ্দী (আ.) আরবী ভাষায় রচিত **'হামামাতুল বুশরা'** বইটি বাংলায় প্রকাশিত হয়েছে। বইটির অনুবাদ করেছেন মাওলানা ফিরোজ আলম সাহেব।

এ বইটিতে মসীহ্ মাওউদ (আ.) একাধারে **দাজ্জাল, ইয়া'জুজ-মা'জুজ, দাব্বাতুল আরয-এর আবির্ভাব, ঈসা (আ.)-এর মৃত্যু প্রমাণ, নুযুলে ঈসা (আ.)-এর প্রকৃত ব্যাখ্যা, তাঁর মুহাদ্দাস হওয়া, ফিরিশ্‌তাদের প্রকৃত পরিচয়** ইত্যাদি বহুবিধ বিষয় নিয়ে আলোকপাত করেছেন। বইটি জ্ঞানপিপাসুদের জন্য জ্ঞানের এক বিশাল ভান্ডার।

বইটির মূল্য ১০০ টাকা।

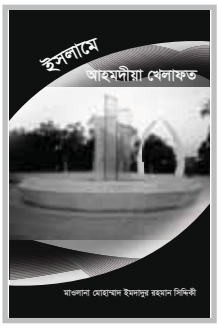

মাওলানা মোহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী (প্রিন্সিপাল, জামোয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ) সাহেব রচিত **'ইসলামে আহমদীয়া খেলাফত'** বইটি প্রকাশিত হয়েছে।

এ বইটিতে **খেলাতের নেযাম সম্পর্কে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদি প্রকাশ করা হয়েছে।**

বইটির মূল্য ১০০ টাকা।

আমহদীয়া লাইব্রেরী-তে পাওয়া যাচ্ছে।

সংবাদ

তেজগাঁও জামাতে বিশেষ ইফতার ও তবলিগী সভা অনুষ্ঠিত

আহমদীয়া মুসলিম জামাত তেজগাঁও-এ গত ১১ আগষ্ট, ২০১২ রোজ শনিবার, মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া তেজগাঁও-এর উদ্যোগে পবিত্র রমযান মাস উপলক্ষে স্থানীয় মসজিদ 'আল মসজিদ বায়তুল ইসলামে' এক বিশেষ ইফতার ও তবলিগী সভার আয়োজন করা হয়। এতে মসজিদের ইমাম, শিক্ষক, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসহ এলাকার গণ্যমাণ্য ব্যক্তিবর্গকে দাওয়াত দেয়া হয়। যথা সময়ে সকলেই উৎসাহের সাথে আহমদীয়া মসজিদে আসেন।

বাদ আসর পবিত্র কুরআন থেকে দরস প্রদান করেন আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশের মোবাল্লেগ ইনচার্জ মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী সাহেব। দরস শেষে আগত মেহমানসহ সবাই একত্রে ইফতার করেন। ইফতার শেষে সবাই মাগরিব এর নামাজ আদায় করেন।

বাদ মাগরীব আগত মেহমানদের নিয়ে আহমদীয়া মুসলিম জামাতের ধর্ম-বিশ্বাস সম্পর্কিত এক আলোচনা- সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা-সভার শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলোওয়াত করেন মৌ. মাহমুদ আহমদ সুমন, ওয়াকেফে জিন্দেগী। এতে উপস্থিত ছিলেন-আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশের মোবালেগ ইনচার্জ মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশের ন্যাশনাল সেক্রেটারী তবলিগ জনাব মোহাম্মদ তাসাদ্দোক হোসেন এবং স্থানীয় জামাতের প্রেসিডেন্ট জনাব মোহাম্মদ আব্দুল ওয়াদুদ।

আলোচনা সভায় আগত মেহমানগণ আহমদীয়া মুসলিম জামাত সম্পর্কে বিভিন্ন প্রশ্ন করেন। কুরআন ও হাদীসের আলোকে মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী সাহেব তাদের সকল প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন। আগত মেহমানগণ আহমদীয়া মুসলিম জামাতের ভূয়সী প্রশংসা করেন। দোয়ার মাধ্যমে এ তবলিগী আলোচনা সভা শেষ হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে ১৫০জন উপস্থিত ছিলেন, এর মাঝে প্রায় ৯০জন মেহমান ছিলেন।

সৈয়দ মোহাম্মদ মহিদুল ইসলাম

নূরনগর, ঈশ্বরদী জামাতে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত

গত ০৩/০৮/২০১২ আহমদীয়া মুসলিম জামাত নূরনগর ঈশ্বরদীর উদ্যোগে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত হয়। বাদ জুমুআ হতে ইফতারের পূর্ব-পর্যন্ত এই আলোচনা-সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় জামাতের প্রেসিডেন্ট জনাব মোহাম্মদ আশরাফ আলী খান। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন তৌফিক জামাল (সাহী) এবং নযম পাঠ করেন মুক্তার হোসেন। এরপর হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর জীবনের বিভিন্ন দিকের উপর বক্তব্য রাখেন সোহেল রানা, ডাঃ জিল্লুর রহমান, মোবাশ্বের আহমদ, তৌফিক জামান। সবশেষে সভাপতির সমাপনী-ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে সর্বমোট ৪২ জন উপস্থিত ছিলেন।

মোহাম্মদ আশরাফ আলী খান

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে তবলীগি সভা অনুষ্ঠান

গত ০৯/০৮/২০১২ বৃহস্পতিবার ২০ রমযান ১৪৩৩ হিজরী আছরের নামাযের পর হতে আমাদের হালকা প্রেসিডেন্ট জনাব, খালেদুর রহমান ভুইয়ার বাসায় এক তবলীগি সভার আয়োজন করা হয়। সভায় আমাদের প্রিয় শ্রদ্ধেয় মৌলানা জনাব ফিরোজ আলম সাহেব ইনচার্জ বাংলা ডেস্ক লন্ডন ও আমাদের স্থানীয় আমীর সাহেব জনাব মাহমুদ হাসান সিরাজী ও অন্যান্য মেহমান উপস্থিত ছিলেন, পবিত্র কুরআন দরস এর মাধ্যমে সভার কার্যক্রম আরম্ভ হয়। সভায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারী ও ছাত্রসহ প্রায় ১০ জন জেরে তবলীগ উপস্থিত ছিলেন। এবং অত্র এলাকার ১০ জন পুরুষ ও ১৪ জন লাজনা উপস্থিত ছিলেন। কুরআন দরস শেষে প্রশ্ন-উত্তর পর্ব আরম্ভ হয়। জেরে তবলীগ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বন্ধু জনাব সহকারী রেজিষ্টার মনোয়ার আলী সাহেব বিভিন্ন প্রশ্ন উপস্থাপন করেন এবং জনাব মৌলনা ফিরোজ আলম সাহেব কুরআন, সুন্নাহ ও হযরত মসীহ্ মাওউদ ও ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর বিভিন্ন উদ্ধৃতি সহকারে সুন্দর সহজ ভদ্র ও মার্জিত ভাষায় প্রশ্নে উত্তর দিয়ে জেরে তবলীগ বন্ধুদেরকে আহমদীয়া মুসলিম জামাত সম্পর্কে সুন্দরভাবে পরিচিত করেন। সবশেষে দোয়ার মাধ্যমে সভার কার্যক্রম শেষ করা হয়।

গিয়াসউদ্দিন আহমদ

আতফালুল আহমদীয়া ব্রাহ্মণবাড়িয়ার উদ্যোগে ইফতার ও দরসে কুরআন অনুষ্ঠিত

গত ২৭ জুলাই, ২০১২ তারিখ, রোজ শুক্রবার মজলিস আতফালুল আহমদীয়া ব্রাহ্মণবাড়িয়ার উদ্যোগে দরসে কুরআন এবং ইফতারের ব্যবস্থা করা হয়। বাংলাদেশের প্রথম মসজিদ মসজিদুল মাহ্দীতে বাদ আসর কুরআন দরস হয়। এরপর

সন্ধ্যা ৬টা হতে হুযূরের খুতবা শ্রবণ করা হয়। এতে মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার কায়েদ, নাযেম আতফাল, হালকা-প্রেসিডেন্ট, মোবাশ্বের মুরব্বী, হালকার খোদ্দাম, আতফাল, আনসারসহ অন্যান্যরাও উপস্থিত ছিলেন। মাগরীবের নামায আদায়ের পর হযরত সৈয়দ আব্দুল ওয়াহেদ (রা.)-এর কবর সম্মিলিতভাবে জিয়ারত করা হয়।

ইখতিয়ার উদ্দিন শুভ

লাজনা ইমাইল্লাহ নূরনগর/ঈশ্বরদীর বনভোজন

গত ১৪/০৭/২০১২ তারিখে নূরনগর/ঈশ্বরদী লাজনা সদস্যাদের উদ্যোগে এক বনভোজনের আয়োজন করা হয়। উক্ত বনভোজনে লাজনা, নাসেরাত ও আতফাল মিলে ১৬ জন অংশগ্রহণ করেন। অতি আনন্দের সাথে বনভোজনটি উপভোগ করা হয়, আলহামদুলিল্লাহ্।

রওশন আরা

ঘড়িলাল মজলিসের বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত

গত ৭ ও ৮ জুন ২০১২ তারিখে ঘড়িলাল মজলিসে স্থানীয় বার্ষিক-ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত ইজতেমা উদ্বোধন করেন নায়েব জেলা কায়েদ কে, এম, নজিবুল্যাহ্ হুসাইন। এতে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় প্রেসিডেন্ট জনাব লিয়াকত হোসেন। ইজতেমায় ৩৭ জন সদস্য অংশগ্রহণ করেন। উক্ত ইজতেমায় ১৬টি বিভাগের উপর প্রতিযোগিতা নেয়া হয়। সমাপনি এবং পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জেলা-কায়েদ জনাব আবু সুফিয়ান। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় প্রেসিডেন্ট, যিনি অনুষ্ঠান শেষে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার উঠিয়ে দেন এবং দোয়া এবং আহাদনামা পাঠের মাধ্যমে ঘড়িলাল জামাতের ৮ম স্থানীয়-বার্ষিক ইজতেমার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

কে, এম, নজিবুল্যাহ হুসাইন

লাজনা ইমাইল্লাহ্ খুলনার খিলাফত দিবস পালন

গত ১৩ জুলাই, ২০১২ তারিখ, লাজনা ইমাইল্লাহ্ খুলনার উদ্যোগে খিলাফত দিবস পালন করা হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। অনুষ্ঠানে সভানেত্রী হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, আঞ্জুমানারা রাজ্জাক, প্রেসিডেন্ট, লাজনা ইমাইল্লাহ্, খুলনা। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন রোজিনা শহীদ। এরপর হাদীস পড়ে শোনান কোরায়শা মাজেদ। দোয়া ও আহাদ পাঠ করেন সভানেত্রী। এরপর নযম পেশ করেন রেহেনা জাফর লিলি। উক্ত অনুষ্ঠানে বিভিন্ন বিষয়ের উপর বক্তব্য রাখা হয়। 'আহমদী খিলাফত ও আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য'-সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন মরিয়ম সিদ্দিকা ইভা। এরপর অনুষ্ঠানের মাঝে নযম পেশ করেন, রোকসানা মঞ্জুর, 'খিলাফতে আহমদীয়ার উজ্জ্বল ভবিষ্যত' সম্পর্কে আলোচনা করেন, নাজমা ইসলাম। অনুষ্ঠানের শেষে প্রেসিডেন্ট সাহেব নসিহতমূলক বক্তব্য রাখেন। উক্ত অনুষ্ঠানে মোট ২৭ জন লাজনা ও নাসেরাত উপস্থিত ছিলেন।

রোকসানা মঞ্জুর

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া কুমিল্লায় খিলাফত দিবস পালন

গত ০১/০৬/২০১২ রোজ শুক্রবার মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া কুমিল্লার উদ্যোগে খিলাফত দিবস পালিত হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন জনাব তাহের আহমদ অতুল। নযম পেশ করেন সাইফুল ইসলাম সোহাগ। দোয়া করান জনাব নাবিল আহমদ, কায়েদ কুমিল্লা। এরপর খিলাফত দিবসের তাৎপর্য নিয়ে বক্তৃতা করেন জনাব হেলাল মিয়া, খিলাফত দিবসের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বক্তৃতা করেন মৌ. জাহিদুল ইসলাম, মোয়াল্লেম। খিলফত দিবস আমাদের করনীয় বিষয়ে বক্তৃতা করেন সৈয়দ সাকিল আহমদ, কায়েদ কুমিল্লা। সবশেষে দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠনের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। এতে ৮ জন আতফাল ও ১২ জন খোদ্দাম উপস্থিত ছিলেন।

১২তম স্থানীয় তালিম তরবিয়তী ক্লাস ও ইজতেমা অনুষ্ঠিত

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া কুমিল্লার উদ্যোগে ১২তম স্থানীয় তালিম তরবিয়তী ক্লাস ও ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। উক্ত অনুষ্ঠানে ৪ দিন ব্যাপী ধর্মীয় শিক্ষা ছাত্রদের দেওয়া হয়। ৩, ৪ তারিখ তালিম তরবিয়ত ক্লাস হয় এবং ৫ তারিখ ইজতেমা হয়। ৫ তারিখ বিকাল থেকেই প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যায়। উক্ত ইজতেমায় কুরআন তেলাওয়াত, নযম, বক্তৃতা, কুইজ প্রতিযোগিতা, ৪০০ মি. মিনি ম্যরাথন দৌড়, মোরগ লড়াই, ইন-আউট প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। তালিম তরবিয়তী ক্লাস ও ইজতেমায় সমাপনী অনুষ্ঠানে মোহতরম সদর ও তাঁর প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। ১২তম তালিম তরবিয়তী ক্লাস ও ইজতেমায় খোদ্দাম ও আতফালসহ মোট ৪৪ জন উপস্থিত ছিলেন।

নাবিল আহমদ

৫ম জেলা ইজতেমা ২০১২ উদযাপিত

গত ৭ ও ৮ জুন দিনব্যাপী বগুড়া সিরাজগঞ্জ জেলার ৫ম জেলা ইজতেমা সফলতার সাথে সম্পন্ন হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ্। ৭ জুন সকাল ১১-৩০ মিনিটে জাতীয় পতাকা ও মজলিসের পতাকা উত্তোলন করা হয়। স্থানীয় প্রেসিডেন্ট জনাব আজমল হক পতাকা উত্তোলন করেন এবং খোদ্দামুল আহমদীয়ার পতাকা উত্তোলন করেন রিজিয়নাল কায়েদ, জনাব আবু রায়হান। পতাকা উত্তোলনের সময় সংগীত এবং খোদ্দামুল আহমদীয়ার নযম দলগতভাবে পরিবেশন করা হয়। এরপর উদ্বোধনী ভাষণ শুরু হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন রিজিওনাল কায়েদ। অনুষ্ঠানের শুরুতে কুরআন তেলাওয়াত ও নযম পরিবেশন করা হয়। স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন রবিউল ইসলাম মোমিন, জেলা কায়েদ। এরপর দোয়া ও আহাদনামা পরিচালনা করেন সভাপতি। এছাড়াও আরও অনেকেই মূল্যবান বক্তব্য প্রদান করেন। ইজতেমায় বিভিন্ন ধরনের প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয় এবং ৮ তারিখ বাদ আসর নামাযের পর সমাপনি ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন জনাব আবু নঈম আল মাহমুদ, নায়েব সদর-১। ইজতেমায় খোদ্দাম ও আতফালসহ মোট ৪৩ জন উপস্থিত ছিলেন। পরিশেষে খোদ্দামুল আহমদীয়ার আহাদনামা ও দোয়ার মাধ্যমে সমাপ্তি অধিবেশন শেষ করা হয়।

আতিকুর রহমান (আতিক)

ঢাকা জামাত কর্তৃক প্রথম নও মোবাঈন দিবস ২০১২ (৩১ আগষ্ট) উদযাপন

গত ৩১ আগষ্ট, ২০১২ বাদ জুমুআ কেন্দ্রীয় দারুত তবলীগ কমপ্লেক্সে নও মোবাইন দিবস উদযাপন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মোহতরম আফজাল আহমদ খাদেম, আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ঢাকা। ৬ জন নও মোবাঈন শুভেচ্ছা-বক্তৃতা প্রদান করেন। প্রশ্ন-উত্তর পর্বে নও মোবাঈন মেহমানদের প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন যথাক্রমে মওলানা জহির আহমদ, মওলানা শাহ মোহাম্মদ নুরুল আমীন ও মোবাল্লেগ ইনচার্জ মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী। অনুষ্ঠানে ১৫ জন নও মোবাঈন আহমদী এবং ১৩ জন মেহমান ছিলেন। এছাড়া উক্ত দিনে ঢাকা জামাতের তিনটি হালকায় মোট ২১ জন নও মোবাইন এবং ২ জন মেহমান উপস্থিত ছিলেন।

সালাউদ্দিন মাহমুদ আহমদ

চট্টগ্রাম জামাতে নও মোবাঈন দিবস উদযাপন

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, চট্টগ্রাম মসজিদ বায়তুল বাসেত-এ গত ৩১-০৮-২০১২ তারিখ বাদ জুমুআ স্থানীয় আমীর সাহেবের সভাপতিত্বে নও মোবাঈন দিবস উদযাপন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে বাঁশখালী, পটিয়া, ফয়সলেক, বাংলাবাজার, বালুচড়া, কুলগাঁও, পতেঙ্গা, পাহাড়তলী, মিরসরাই প্রভৃতি স্থান থেকে উপস্থিত নও মোবাঈনদের সংখ্যা ২৯ জন, নও মোবাঈনদের জেরে তবলীগের সংখ্যা ২৮ জন, লাজনা নও মোবাঈন ১১ জন, লাজনা জেরে তবলীগ ০৮ জন, অন্যান্য আহমদী উপস্থিত ৩৯ জন। সর্বমোট ১১৫ জন উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানের শেষাংশে প্রশ্নোত্তর সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং উক্ত অনুষ্ঠানে একজন অ-আহমদী ভ্রাতা বয়আত গ্রহণ করে আহমদীয়া সিলসিলায় দাখিল হন, আলহামদুলিল্লাহ্।

মোহাম্মদ নেয়ামত উল্লাহ্

শ্যামপুর জামাতে নও মোবাঈন দিবস উদযাপন

গত ৩১ অক্টোবর ২০১২ রোজ শুক্রবার আহমদীয়া মুসলিম জামাত, শ্যামপুর মসজিদে বাদ জুমুআ নও মোবাঈন দিবস উদযাপন করা হয়। এ উপলক্ষ্যে স্থানীয় প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ মোজহারুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব শরীফ আহমদ। বক্তব্য রাখেন জনাব আব্দুল হাকিম, জনাব আব্দুল ওহেদ

মিস্ত্রি ও জনাব মমিনুল ইসলাম। নযম পেশ করেন জনাব খলিলুর রহমান। পরে প্রশ্ন উত্তর পর্বে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন জনাব খলিলুর রহমান। দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। এতে জামাতের ৪৫ জন সদস্য ১৫ জন নও মোবাঈন এবং ৫ জন জেরে তবলীগ বন্ধু উপস্থিত ছিলেন।

মোহাম্মদ মোজহারুল ইসলাম

উথলি জামাতে নও মোবাঈন দিবস উদযাপন

গত ৩১ আগষ্ট রোজ শুক্রবার আহমদীয়া মুসলিম জামাত, উথলীর বায়তুর রহমান মসজিদে বাদ জুমুআ নও মোবাঈন ও তাদের বন্ধুদের উপস্থিতিতে নও মোবাঈন দিবস ও তবলীগি সেমিনারের আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন নও মোবাঈনদের প্রতিনিধি জনাব মহিউদ্দিন আহমদ রিপন। শুরুতে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব আবু তালেব, নও মোবাঈন। নযম পাঠ করেন জনাব সদর আলী, নও মোবাঈন। নির্ধারিত বিষয়ে বক্তৃতা পর্বেও নও মোবাঈনগণ বক্তৃতা করেন জনাব আবু হানিফ, জনাব সদর আলী ও জনাব মহিউদ্দিন আহমদ রিপন। ২ ঘন্টার অনুষ্ঠানে প্রথম ঘন্টা বক্তৃতা পর্বে শেষ হয়। কুরআন ও হাদীসের আলোকে আগত মেহমানদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন মৌ. মোজাফ্‌ফর আহমদ। দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়।

মুয়াযযেম আহমদ সানী

কৃতি ছাত্রী

আমার ছোটবোন রাশেদা বেগম বাবলী এবছর HSC পরীক্ষায় মানবিক বিভাগ থেকে GPA-5 পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে। সে ইসলামগঞ্জ কলেজ, ইসলামগঞ্জ গৌরারং, সুনামগঞ্জ থেকে এ-কৃতিত্ব অর্জন করেছে। সে যেন জীবনের প্রতি-ক্ষেত্রে সফল হতে পারে এবং ধর্মের সেবা করতে পারে, এজন্য সে সকলের কাছে দোয়া প্রার্থী।

সোহেল আহমদ, সুনামগঞ্জ

শুভ বিবাহ

১২/০৬/২০১২ তারিখে মোসা: অন্তরা ইসলাম সুরভী, পিতা-এস, এম, নজরুল ইসলাম, যতীন্দ্রনগর শ্যামনগর, সাতক্ষীরা, এর সাথে আব্দুল্লাহ্ আল মামুন পিতা: আব্দুর রশিদ (নারায়ণগঞ্জ) এর বিবাহ ১,৫০,০০০/- (একলক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।
বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং- ১০০১/১২।

১৬/০৩/২০১২ তারিখে ইয়াসমিন আরা, পিতা-মোহাম্মদ আব্দুল করীম, নাসেরাবাদ, কুষ্টিয়া, এর সাথে মোহাম্মদ মোমেন উদ্দিন, পিতা-মোহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাক, তাহেরাবাদ, রাজশাহী, এর বিবাহ ৮১,০০১/ (একাশি হাজার এক) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।
বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং- ১০০২/১২।

২২/০৬/২০১২ তারিখ আইভী পারভীন নিপা, পিতা মরহুম-নিজামউদ্দিন, হেলেঞ্চাকুড়ি, দিনাজপুর, এর সাথে শরীফ আহমদ সাজু, পিতা-কওসার আলী মোল্লা, যতীন্দ্রনগর, সাতক্ষীরা এর বিবাহ ১,২০,০০০/- (একলক্ষ বিশ হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।
বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং- ১০০৩/১২।

১৩/০৫/২০১২ তারিখ হাজেরা খাতুন (হাঁসি) পিতা-মোহাম্মদ হায়দার আলী, গোপীনাথপুর, নাটোর, এর সাথে মোহাম্মদ নাজমুল হোসেন (নাজিম), পিতা-মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান, গোপীনাথপুর এর বিবাহ ৭৫,০০০/- (পাঁচাত্তর হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।
বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং- ১০০৪/১২।

২৯/০৪/২০১২ তারিখ নাছরিন নাহার, পিতা-নাছির গাজি, যতীন্দ্রনগর, সাতক্ষীরা, এর সাথে রফিকুল ইসলাম গাজি, পিতা-আকবার গাজি, মরাগাং, এর বিবাহ ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।
বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং- ১০০৫/১২।

০৮/০৬/২০১২ তারিখ শারমিন আক্তার (সুইটি), পিতা-এস, এম, ওসমান, ঘাটুরা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, এর সাথে এস, এম, নাদিম, পিতা-এস, এম, জামান, ঘাটুরা, এর বিবাহ ৯৯,৯৯৯/- (নিরানব্বই হাজার নয়শত নিরানব্বই) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।
বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং- ১০০৬/১২।

১৫/০৬/২০১২ তারিখ উম্মে হানী লুবা, পিতা-মোহাম্মদ ওয়াজেদুল ইসলাম তালুকদার, ৩২৭/ই, জলিল খান লেন, নানাপাড়া, টাংগাইল, এর সাথে মোহাম্মদ ইকরামুল হক, পিতা- মোহাম্মদ বোরহানুল হক, ৬৯২, দক্ষিণ সস্তাপুর, ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ, এর বিবাহ ২,৫০,০০০/- (দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা মোহরনায় সুসম্পন্ন হয়।
বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং- ১০০৭/১২।

০৫/০৬/২০১২ তারিখ শারমিন সুলতানা রীমা, পিতা-মোহাম্মদ সামসুল হক আকন্দ, চানতারা, টাংগাইল, এর সাথে ডা: কামরুল হাসান সরকার, পিতা-নজরুল ইসলাম সরকার, দাপা, বালুর ঘাট, নারায়ণগঞ্জ, এর বিবাহ ১,২০,০০০/- (এক লক্ষ বিশ হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।
বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং- ১০০৮/১২।

২৫/০৫/২০১২ তারিখ ফায়েজা হোসেন, পিতা-মাহবুব হোসেন, ৩২/A রোড # ৪৫, গুলশান-২, ঢাকা-১২১২ এর সাথে মোহাম্মদ হাসান রফিক, পিতা-মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম পাটোয়ারী, ৩৩৮/৯/সি, খিলগাঁও, ঢাকা-১২১৯, এর বিবাহ ১৫,০০,০০০/- (পনেরো লক্ষ) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।
বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং- ১০০৯/১২।

৩১/১২/২০১২ তারিখ তানিয়া আকতার চৌধুরী, পিতা-ডা: হাবিবুর রহমান চৌধুরী, জামালপুর, হবিগঞ্জ, এর সাথে ফারুক আহমদ, পিতা-হাজী নূর মোহাম্মদ, কানাইনগর, নারায়ণগঞ্জ, এর বিবাহ ১,০২,০০০/- (এক লক্ষ দুই হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।
বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং- ১০১১/১২।

২৮/১১/২০১০ তারিখ আয়শা মনোয়ার টিনা, পিতা-মনোয়ার আহমদ জাহাঙ্গীর, কান্দিপাড়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, এর সাথে আহসান উদ্দিন আহমদ হীরা, পিতা-মৃত: জসীম উদ্দিন বাচ্চু, বিষ্ণুপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, এর বিবাহ ১,২০,০০০/- (এক লক্ষ বিশ হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।
বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং- ১০১২/১২।

১৬/০৩/২০১২ তারিখ রশ্মি আক্তার, পিতা-হায়দার আলম, ভাদুঘর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, এর সাথে মাহমুদুল মাজহার সবুজ, পিতা-গাজী মাজহারুল খোকন, কোড্ডা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, এর বিবাহ ২,৯৯,৯৯৯/- (দুই লক্ষ, নিরানব্বই, হাজার নয়শত, নিরানব্বই) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।
বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং- ১০১৩/১২।

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

বাংলাদেশে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত প্রতিষ্ঠার শতবার্ষিকী জুবিলী ২০১৩ পালনের জন্যে দোয়া ও ইবাদতের আধ্যাত্মিক কর্মসূচী

১ প্রত্যেক মাসে একটি নফল রোযা রাখুন। এজন্যে প্রত্যেক জামাতে স্থানীয়ভাবে মাসের শেষ সপ্তাহে একদিন নির্ধারিত করে নিন।

২ প্রত্যেকদিন দু' রাকাআত নফল নামায (ইশার পর থেকে ফজরের আগ পর্যন্ত অথবা যুহরের নামাজের পর) আদায় করুন।

৩ সূরা ফাতিহা কমপক্ষে প্রত্যহ সাতবার পাঠ করুন।

৪ রাব্বানা আফ্‌রিগ আলাইনা সাব্‌রাওঁ ওয়াসাব্বিত আক্বদামানা ওয়ানসুরনা আলাল ক্বাওমিল কাফিরীন [সূরা বাকারা ঃ ২৫১] প্রত্যহ কমপক্ষে ১১ বার পাঠ করুন।

অর্থ ঃ হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমাদেরকে অগাধ ধৈর্য দান কর এবং আমাদেরকে দৃঢ়তা প্রদান কর এবং কাফির জাতির বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য কর।

৫ রাব্বানা লা তুযিগ ক্বুলূবানা বা'দা ইয্‌ হাদাইতানা ওয়া হাবলানা মিল্লাদুনকা রাহমাতান ইন্নাকা আনতাল ওয়াহ্‌'হাব [সূরা আলে ইমরান– ৯] প্রত্যহ কমপক্ষে ৩৩ বার পাঠ করুন।

অর্থ ঃ হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমাদেরকে হেদায়াত দেয়ার পর আমাদের হৃদয়কে বক্র হতে দিও না এবং তোমার নিজ সন্নিধান থেকে আমাদেরকে রহমত দান কর; নিশ্চয় তুমিই মহান দাতা।

৬ আল্লাহুম্মা ইন্না নাজআলুকা ফি নুহূরিহিম ওয়া না'উযুবিকা মিন শুরূরিহিম [আবূ দাউদ ঃ কিতাবুস সালাত] প্রত্যহ কমপক্ষে ১১ বার পাঠ করুন।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমরা [অবিশ্বাসীদের মোকাবেলায়] তোমাকে তাদের অন্তরে [ঢালস্বরূপ] রাখছি আর তাদের অনিষ্ট থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

৭ আস্‌তাগফিরুল্লাহা রব্বি মিন কুল্লি যাম্বিওঁ ওয়াআতুবু ইলায়হে। প্রত্যহ কমপক্ষে ৩৩ বার পাঠ করুন।

অর্থ ঃ আমি আমার প্রভু-প্রতিপালক আল্লাহতাআলার নিকট আমার সমুদয় পাপ হতে ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং তারই সমীপে প্রত্যাবর্তন করি।

৮ সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী সুবহানাল্লাহিল আযীম আল্লাহুম্মা সল্লি 'আলা মুহাম্মদিওঁ ওয়া আলি মুহাম্মদ। (প্রত্যহ কমপক্ষে ৩৩ বার পাঠ করুন)

অর্থ ঃ আল্লাহ্‌তাআলা তাঁর প্রশংসাসহ অতি পবিত্র। তিনি অতি পবিত্র অতি মহান। হে আল্লাহ্‌! মুহাম্মদ (সঃ)-এর প্রতি ও তাঁর অনুসারীদের প্রতি আশিস বর্ষণ কর।

৯ দুরূদ শরীফ। (প্রত্যহ কমপক্ষে ৩৩ বার পাঠ করুন)

হুযূর (আইঃ)-এর এই আহ্বান বাস্তবায়ন করার জন্য স্থানীয় জামাত ও জামাতের সমস্ত অঙ্গ সংগঠনকে বিশেষ ভাবে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

বাংলাদেশে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত প্রতিষ্ঠার শতবার্ষীকি জুবিলী ২০১৩ ন্যাশনাল কমিটি কর্তৃক প্রকাশিত
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ, ৪ বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১।

সুধি দর্শক-শ্রোতা! আপনারা জেনে আনন্দিত হবেন, দর্শকদের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণে সরাসরি সম্প্রচারিত আলোড়ন সৃষ্টিকারী জনপ্রিয় ধর্মীয় প্রশ্নোত্তর অনুষ্ঠান 'সত্যের সন্ধানে' (১৮তম পর্ব) এমটিএ লন্ডন স্টুডিও থেকে আবারো অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে, ইনশাল্লাহ্। আসছে ২৭ সেপ্টেম্বর থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০১২ পর্যন্ত টানা ৪ দিন এই অনুষ্ঠানটি সম্প্রচারিত হবে।

অনুগ্রহ করে সারা বিশ্বের বাংলাভাষী সকল আহমদী ভাই-বোনদেরকে এই সাড়াজাগানো জ্ঞানগর্ভ অনুষ্ঠানটি পরিবার-পরিজন, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন এবং সহকর্মী মেহমানদের নিয়ে দেখার, সরাসরি অংশগ্রহণ করার এবং এর সার্বিক সফলতার জন্য দোয়া করার অনুরোধ করা যাচ্ছে। এছাড়া আপনাদের বিশেষভাবে অনুরোধ করছি, তবলীগে আশারা পালনকলীন সময়ে যে সকল মেহমানদের সাথে আপনারা ব্যক্তিগত যোগাযোগ ও সু-সম্পর্ক স্থাপন করেছেন তাদেরকেও এ অনুষ্ঠানে নিয়ে আসবেন।

দিন ও তারিখ	বাংলাদেশ সময়	জিএমটি	ব্যপ্তিকাল
বৃহস্পতিবার ২৭/০৯/২০১২	রাত ৮ থেকে	১৪.০০	২ ঘন্টা
শুক্রবার ২৮/০৯/২০১২	রাত ৮ থেকে	১৪.০০	২ ঘন্টা
শনিবার ২৯/০৯/২০১২	রাত ৮ থেকে	১৪.০০	২ ঘন্টা
রবিবার ৩০/০৯/২০১২	রাত ৮ থেকে	১৪.০০	২ ঘন্টা

আপনার প্রশ্ন পাঠানোর জন্য যোগাযোগ করুন ঃ

টেলিফোন ঃ ০০-৪৪-২০৮-৬৮৭-৮০১০

ফ্যাক্স ঃ ০০-৪৪-২০৮-৬৮৭-৮০৩৭

ই-মেইল ঃ sslive@mta.tv

অনুষ্ঠানটি সরাসরি দেখার জন্য লগ-ইন করুন ঃ

www.mta.tv

بسم الله الرحمن الرحيم

এমটিএ, বাংলাদেশ স্টুডিও

সেপ্টেম্বর, ২০১২, এমটিএ বাংলা অনুষ্ঠানের সম্ভাব্য অনুষ্ঠানসূচী (প্রচার সময় সন্ধ্যা ৭ টার পর)

তারিখ	বিষয়বস্তু
০১/০৯/১২, শনি URDV 463(পুণঃ)	"ঐশী জামা'তের বিরোধিতা একটি চিরন্তন নিয়ম" - এডভোকেট মুজিব উর রহমান বাঙ্গালী এবং সিরীয় প্রতিনিধি ব্রাদার মুনীর ইদিলবী সাহেবের বক্তৃতা (৮৭ তম জলসা সালানা, বাংলাদেশ)।
০৩/০৯/১২,সোম URDV 516(পুণঃ)	সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠান: অংশগ্রহনে - জনাব মোহাম্মদ আব্দুল হাদী ও মাওলানা আহমদ তারেক মুবাশ্বের। সাক্ষাৎকার গ্রহণেঃ আহমদ তবশির চৌধুরী।
০৪/০৯/১২,মঙ্গল URDV 519(পুণঃ)	বক্তৃতাঃ "বাংলায় আহমদীয়াতের শতবর্ষের গৌরবোজ্জ্বল অতীত এবং আমাদের দায়িত্ব" - এডভোকেট মুব উর রহমান সাহেব (৮৮ তম জলসা সালানা, বাংলাদেশ) ।
০৫/০৯, বুধ URDV 520(পুণঃ)	বক্তৃতাঃ "ঐশী খিলাফতের ডাক এবং আমাদের দায়িত্ব" - মাওলানা মাহমুদ আহমদ সাহেব, ৮৮ তম জলসা সালানা বাংলাদেশ। প্রামাণ্য চিত্রঃ "ধর্মীয় সম্প্রীতির দেশ বাংলাদেশ" (Bangladesh : A Country of Religious Harmony).
০৭/০৯/২০১২, শুক্রবারেঃ ৪৬ তম জলসা সালানা, যুক্তরাজ্যেঃ হুযুর (আইঃ) কর্তৃক খুতবা জুমুয়া, পতাকা উত্তোলন, উদ্বোধনী অধিবেশন , ইত্যাদি সরাসরি সম্প্রচার বিকাল ৫ টা থেকে রাত ১ টা পর্যন্ত ।	
০৮/০৯/২০১২, শনিবারেঃ ৪৬ তম জলসা সালানা, যুক্তরাজ্যেঃজলসা অধিবেশন, লাজনার উদ্দেশ্য হুযুরের ভাষন, হুযুরের দ্বিতীয় দিনের ভাষণ সহ বিভিন্ন কার্যক্রম সরাসরি সম্প্রচার বিকাল ৩ টা থেকে রাত ১ টা পর্যন্ত।	
০৯/০৯/২০১২,রবিবারেঃ ৪৬ তম জলসা সালানা, যুক্তরাজ্যেঃ জলসা অধিবেশন, আর্ন্তজাতিক বয়াত, হুযুরের সমাপ্তি ভাষণ সহ বিভিন্ন কার্যক্রম – সরাসরি সম্প্রচার বিকাল ৩ টা থেকে রাত ১ টা পর্যন্ত।	
১০/০৯/১২, সোম	পুণঃপ্রচারঃ ৪৬ তম জলসা সালানা, যুক্তরাজ্য
১১/০৯/১২, মঙ্গল	পুণঃপ্রচারঃ ৪৬ তম জলসা সালানা, যুক্তরাজ্য
১২/০৯/১২, বুধ	পুণঃপ্রচারঃ ৪৬ তম জলসা সালানা, যুক্তরাজ্য
১৪/০৯/২০১২,শুক্র	পুণঃপ্রচারঃ ৪৬ তম জলসা সালানা, যুক্তরাজ্য
১৫/০৯/২০১২,শনি	পুণঃপ্রচারঃ ৪৬ তম জলসা সালানা, যুক্তরাজ্য
১৬/০৯/২০১২,রবি	পুণঃপ্রচারঃ ৪৬ তম জলসা সালানা, যুক্তরাজ্য
১৭/০৯/২০১২,সোম URDV 415(পুণঃ)	আলোচনাঃ হিন্দু ধর্মের উৎপত্তি ও বিকাশ (পর্ব ৩)- আলহাজ্ব আহমদ তৌফিক চৌধুরী, সঞ্চালক: প্রফেসর মীর মোবাশ্বের আলী । বক্তৃতাঃ "আদর্শ সমাজ গঠনে লাজনা ইমাইল্লাহর ভূমিকা" - মোহতরম মোবাশশের উর রহমান।
১৮/০৯/২০১২,মঙ্গল URDV 448(পুণঃ)	আলোচনাঃ হিন্দু ধর্মের উৎপত্তি ও বিকাশ (পর্ব ৪)- আলহাজ্ব আহমদ তৌফিক চৌধুরী, সঞ্চালক: প্রফেসর মীর মোবাশ্বের আলী । বক্তৃতাঃ " পবিত্র কুরআনের আলোকে নারীর মর্যাদা" - মাওলানা বশিরুর রহমান।
১৯/০৯/২০১২,বুধ URDV 433(পুণঃ)	"প্রজন্ম ভাবনা" (পর্ব - ২) : আহমদী প্রজন্মের অংশগ্রহণে একটি অনুষ্ঠান, এবারের বিষয়ঃ "উচ্চ শিক্ষা" - বিজ্ঞ প্যানেলঃ জনাব আব্দুল আহাদ খান চৌধুরী (যুক্তরাষ্ট্র), জনাব কায়সারুল হক (ক্যানাডা) এবং ব্যারিষ্টার জাফর আহমদ। সঞ্চালকঃ অধ্যাপক নাজমুল হক।
২০ থেকে ২৬ সেপ্টেম্বর, ২০১২, বৃহস্পতি - বুধঃ পুণঃপ্রচারঃ "সত্যের সন্ধানে" ১৭ তম পর্ব (৭ দিন)	
২৭, ২৮, ২৯ এবং ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০১২, বৃহস্পতি থেকে রবিবারেঃ "সত্যের সন্ধানে" ১৮ তম পর্ব (নতুন), ৪ দিন	

- *প্রতি শুক্রবার সন্ধ্যা ৬ টায় - লন্ডনের বায়তুল ফুতুহ মসজিদ থেকে যুগ খলিফার জুমুয়ার খুতবার সরাসরি সম্প্রচার এবং খুতবার পর কেন্দ্রীয় বাংলা ডেস্কের অনুষ্ঠান*
- *প্রতি বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৭ টায়– পূর্ববর্তী জুমুয়ার খুতবার পুণঃপ্রচার*
- *প্রতি রবিবার সন্ধ্যা ৭ টায় – কেন্দ্রীয় বাংলা ডেস্কের অনুষ্ঠান*

নিয়মিত এমটিএ দেখুন, নিজের ও পরিবারের হেফাজত করুন

প্রচারেঃ এমটিএ বাংলাদেশ স্টুডিও
যোগাযোগঃ আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ, ৪, বকশি বাজার রোড, ঢাকা - ১২১১
Email: atabshir@hotmail.com **Web:** www.mta.tv; www.ahmadiyyabangla.org; www.alislam.org

তারা কেমন মুসলমান?

মাহমুদ আহমদ সুমন

প্রকাশনার ৩৩ বছর
সংবাদ
ঢাকা : বৃহস্পতিবার ১৮ শ্রাবণ ১৪১৯
Dhaka : Thursday 2August 2012
পৃঃ ৭

গত ২১ জুলাই ২০১২ তারিখে দৈনিক নিউ এইজ পত্রিকায় ঢাকার পূর্ব নাখালপাড়ার আহমদিয়া মুসলিম সম্প্রদায়ের এক সদস্যের লাশ দাফন নিয়ে যে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে তা পড়ে স্তম্ভিত হয়েছি। লাশ দাফন নিয়ে যে তুলকালামকাণ্ড ঘটিয়েছে এক শ্রেণীর মৌলবাদীরা তা কীভাবে হতে পারে ভাবতেও অবাক লাগে। এমন জঘন্য কাজ কীভাবে সম্ভব? ঘটনাস্থলে গিয়ে জানা যায়, যিনি মৃত্যুবরণ করেছেন তিনি আহমদিয়া মুসলিম জামায়াতের অন্তর্ভুক্ত বলে স্থানীয় রহিম মেটাল মসজিদের ইমাম খতমে নবুয়ত মুভমেন্টের প্রধান মাওলানা মাহমুদুল হাসান মমতাজী নিষেধাজ্ঞা জারি করে যে, মৃতকে যেন কোথাও দাফন করতে দেয়া না হয়।

অথচ রহিম মেটাল মসজিদের যে কবরস্থান তা মৃত্যুবরণকারী রফিক আহমদেরই দানকৃত পৈতৃক সম্পত্তি। সেখানে তার নানা-নানী এবং পিতা-মাতার কবর রয়েছে অথচ এখন তাদেরই দানকৃত কবরস্থানে আহমদিয়া সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার ফলে দাফন করতে দেয়া হচ্ছে না। রহিম মেটালে দাফন করতে না পারায় পাশের সিএনবি কবরস্থানে অনুমতি চাইলে সেখানেও তারা বাধা দেয়। পরবর্তীতে ওয়ার্ড কমিশনার ও স্থানীয় আওয়ামী লীগের নেত্রীবৃন্দের চাপে লাশ সড়ক ও জনপদ বিভাগের কবরস্থানে দাফন করা হয়। সেখানেও মৌলবাদীরা অনেক হৈচৈ করে এবং লাশ দাফনে বাধা দিতে চেষ্টা করে ও লাশ উঠিয়ে ফেলতে চায়। এমনকি দুজন জামায়াতে ইসলামী মসজিদের ইমাম এ কথাও বলেন যে, লাশ কবর থেকে উঠিয়ে ফেললে কোন পাপ হবে না আর পাপ হলে আমাদের হবে। পরবর্তীতে প্রশাসনের লোকজন এসে পরিস্থিতি শান্ত করে। লাশ নিয়ে যে কাণ্ড ঘটালো মমতাজী ও তার লোকেরা তাকি আদৌ ঠিক হয়েছে? এমন গর্হিত কাজ কি ইসলাম ও শ্রেষ্ঠ নবীর আদর্শের অন্তর্ভুক্ত? মমতাজী ও নামধারী মোল্লাদের দাবি মৃত ব্যক্তি নাকি মুসলমান নয়। অথচ জানা যায়, আহমদিয়া সম্প্রদায়ের লোকেরা ইসলামের সব নিয়ম-কানুন মেনে চলেন। ইসলামি সব কিছু মেনে চলা সত্ত্বেও যদি তারা মুসলমান না হয় তাহলে মুসলমান কি শুধু লম্বা দাড়ি, টুপি আর জুব্বার ভেতরই?

হজরত রাসূল করীম (সা.) মুসলমানের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন, 'যে ব্যক্তি আমাদের মতো নামাজ পড়ে এবং আমাদের কিবলামুখী হয় এবং আমাদের জবাইকৃত পশু ভক্ষণ করে সে এমন মুসলমান যার দায়িত্ব আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূল গ্রহণ করেছেন, সুতরাং তোমরা আল্লাহর দায়িত্বে হস্তক্ষেপ কর না' (বুখারী)। যেখানে স্বয়ং রাসূলে করীম (সা.) নিষেধ করেছেন আল্লাহর দায়িত্বে হস্তক্ষেপ না করার জন্য, তাহলে কেন আমরা একটি মুসলমান দলকে অমুসলমান বলছি, তাহলে তো আল্লাহর দায়িত্বে মানুষের হাত পড়ে যাচ্ছে, তাকি কোন মতে হতে পারে? অবশ্যই খোদাতায়ালার দায়িত্বে কেউ হস্তক্ষেপ করতে পারে না। আমরা দেখছি, আহমদি সম্প্রদায়ের লোকেরা কালেমা, নামাজ, রোজা সব ঠিকভাবেই পালন করছে, তারপরও কেন তাদের প্রতি অমুসলমানের অভিযোগ?

আমরা দেখেছি বিগত চারদলীয় জোট সরকারের আমলে এই মৌলবাদীরাই আহমদি সম্প্রদায়কে অমুসলমান ঘোষণার জন্য রাজপথ বন্ধ করে সভা-সমাবেশ ও মিছিল করে দেশে ত্রাস সৃষ্টি করেছে এবং তাদের সদস্যদের ওপর যে জুলুম, এমনকি হত্যা পর্যন্ত করেছে কিন্তু তৎকালীন সরকার সেইসব মৌলবাদীদের বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ নেননি।

আবারও তারা আহমদি সম্প্রদায়ের এক সদস্যের লাশ দাফন নিয়ে যে ঘটনা ঘটিয়েছে তা ধর্মনিরপেক্ষ দেশের জন্য মোটেও কাম্য নয়। আল্লাহতায়ালা সূরা হুজুরাতের ১৪নং আয়াতে বলেছেন, "যারা মুসলমান বলে দাবি করে তারা মুসলমান বলে প্রমাণিত হবে।" খোদাতায়ালার এ কথার পরও কি কারও মনে এই সন্দেহের সৃষ্টি হতে পারে যে, কে মুসলমান আর কে নয়? মহানবী (সা.) বলেছেন, 'মুসলমান হলো সে যার মুখ এবং হাত থেকে অন্য মুসলমান নিরাপদ'। (মুসলিম) আজ এসব মৌলবাদীর হাত ও মুখ থেকে অন্যান্য মুসলমান সম্প্রদায়ের লোক নিরাপদ নয় তাহলে এরা কেমন মুসলমান?

ধর্মান্ধ মমতাজীর মতো মোল্লারা প্রকৃত ইসলাম সম্পর্কে কতটুকু জানেন বা জ্ঞান রাখেন তা আমার বোধগম্য নয়। তারা যদি প্রকৃত ইসলামের অনুসারী হতেন তবে মুসলমান দাবিকারকদের অমুসলিম এবং তাদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ফতোয়া জারি করতেন না। দেখা যায়, বর্তমানে যে যার মতো করে ফতোয়া দিচ্ছে। কিন্তু তারা এ কথা ভাবে না যে, তারা যে এত ফতোয়া জারি করছে তারা নিজেরাই কি প্রকৃত ইসলামের অনুসারী? তাই আজ বোঝা মুশকিল কে প্রকৃত মুসলমান। কারণ সব দল নিজেদের ছাড়া অন্যসব দলকে অমুসলমান আখ্যা দিয়ে রেখেছে। আসলে এই ধর্মান্ধরা প্রকৃত ইসলামকেই কলুষিত করছে। তারপরও অবশ্যই দেশে প্রকৃত ইসলামের অনুসারী থাকার কথা, আল্লাহর ঘোষণা 'ইসলামই আল্লাহর একমাত্র মনোনীত ধর্ম'। (আল ইমরান আয়াত-১৯) তাই এখনো প্রকৃত ইসলামের অনুসারী রয়েছে, আর এজন্য দেখতে হবে কারা কোরআন ও হাদিসকে সঠিকভাবে মান্য করে, কাদের মাঝে রাসূল করীমের (সা.) পরিপূর্ণ আদর্শ আজও বলবৎ রয়েছে। আজ যদি আমরা রাসূল করীম (সা.) যা বলে গেছেন তা কোন দলের মধ্যে দেখতে পাই তাহলে প্রকৃত মুসলমান কে বা কারা পেয়ে যাব।

মহান আল্লাহতায়ালা বলেছেন, "ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত কর এবং মতভেদ কর না।" (আশ শূরা-১৫) আল্লাহতায়ালা আরও বলেছেন, "যে বিষয়ে তোমাদের জ্ঞান নেই সে বিষয়ে অনুমান দ্বারা পরিচালিত হয়ো না।" (বনী ইসরাঈল-৩৬) একটু চিন্তা করলেই দেখা যাবে বর্তমানে মোল্লারা যাদের অমুসলমান বলছে তারা কী তাদের সম্পর্কে সঠিকভাবে জেনেশুনে আখ্যা দিচ্ছে না অনুমানের ভিত্তিতে আখ্যা দিচ্ছে। খোদাতায়ালা তো বলে দিয়েছেন, "যে বিষয়ে জ্ঞান নেই সে বিষয়ে অনুমান দ্বারা কোন কাজ কর না।" মহানবীর (সা.) শিক্ষা দেখুন, একবার এক জিহাদেও ময়দানে উসামা বিন যায়েদের (রা.) সঙ্গে এক ব্যক্তির লড়াই হচ্ছিল। উসামা বিন যায়েদ লোকটিকে যুদ্ধে পরাস্ত করে, হত্যা করতে উদ্যত হন এমন সময় অবিশ্বাসী লোকটি সম্পূর্ণ কলেমা নয় বরং এর প্রথমাংশ পাঠ করে ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দেয়। তবুও উসামা তাকে হত্যা করে। এ ঘটনা হজরত মুহাম্মদের (সা.) কাছে রিপোর্ট করা হলে তিনি (সা.) উসামাকে ডেকে জিজ্ঞেস করেন, সে ইসলাম গ্রহণ করার পরও তুমি তাকে কেন হত্যা করলে? উত্তরে উসামা বলেছিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! সে তো প্রাণের ভয়ে ইসলাম কবুল করেছিল? হজরত রাসূল করীম (সা.) তখন বলেছিলেন, 'তুমি কি তার হৃদয় ফেড়ে দেখেছিলে যে, সে সত্য সত্যই ইসলাম গ্রহণ করেছিল, না প্রাণের ভয়ে এ কথা উচ্চারণ করেছিল? রাসূল পাক (সা.) অতঃপর বলতে লাগলেন, কাল হাশরের ময়দানে আল্লাহর সামনে তুমি কি করে তোমার কাজকে সঠিক সাব্যস্ত করবে? রাসূল করীম (সা.)-এর এরূপ ভয়ানক অসন্তুষ্টি দেখে উসামা ভীষণ ঘাবড়ে যান আর হজরত রাসূলে পাক (সা.) তখনো ওই কথাই বারবার বলছিলেন যে, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' যখন তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে, তখন তুমি কি করবে? উসামা পরে বলেছিলেন, 'হায়! আমি যদি এ ঘটনার পরে ইসলাম গ্রহণ করতাম'। এই ছিল ইসলামের নবীর আদর্শ। আজ এই ধর্মান্ধ মৌলবাদীদের মাঝে কি এমন কোন বৈশিষ্ট্য রয়েছে?

[লেখক : কলামিস্ট]
masumon83@yahoo.com